সর্ব্বহারা

পঞ্চাঙ্ক রসনাট্য

(রঙমহলে অভিনীত)

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ৩০শে মে, ১৯৩৬

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা বি. এ.

ভট্টাচার্য্য সন্স্ লিমিটেড
১৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ১৷৹

উৎসর্গ

যাঁর মমতার অক্ষয়-কবচের আশ্রয়ে,

সারাজীবন ধ'রে

শত বিপদে রক্ষা পেয়েছি—

সেই সোদরাধিক-স্নেহবান, একান্ত-আপনার,

পরম-পূজ্য অগ্রজদেব—

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ মহাশয়ের

শ্রীচরণে এই অকিঞ্চিৎকর ভক্তি-অর্ঘ্য

নিবেদন ক'রে ধন্য হ'লাম।

শ্রীসুধীন্দ্র

—ঋণ-স্বীকার—

"মুখে তাদের চপল হাসি"—এই গানটী ভিন্ন, নাটকের অন্য গানগুলি সুকবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের রচনা। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি।

নাট্যকার

অনুষ্ঠানকারিগণ

প্রযোজক :—সতু সেন

সুরশিল্পী :—কাজি নজরুল ইস্‌লাম

নৃত্যশিক্ষক :—শ্রীব্রজবল্লভ পাল

মঞ্চাধ্যক্ষ :—শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত

স্মারক :—শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅধীরকুমার ঘোষ

আলোক শিল্পী :—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে (বোকা)

রূপসজ্জাকর :—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

হারমোনিয়াম-বাদক :—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

বংশীবাদক :—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গতী :—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

বেহালাবাদক :—শ্রীসন্তোষ দে

পিয়ানোবাদক :—শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

ভাস্করদেব	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শ্যামল	...	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
লক্ষ্মীপ্রসাদ	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
চতুরীলাল	...	শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
মেধানাথ	...	শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য

রমাই	...	শ্রীজীবন গাঙ্গুলী
মন্নু	...	শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
রাঘব	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
দৌলতরাম	...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
রিপোর্টার	...	শ্রীবিনয় বসু
সৎকার সমিতির সেক্রেটারী		শ্রীগগন চট্টোপাধ্যায়
পানওয়ালা	...	শ্রীরমেন্দ্র চট্টোঃ (ক'চে)
পুলিশ ইনস্পেক্টর	...	শ্রীপবিত্র ভট্টাচার্য্য
পুলিশ কর্ম্মচারী	...	শ্রীদেবীতোষ রায় চৌধুরী
জনৈক মাতাল	...	শ্রীতারক পাল

পথিকগণ—শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধাবল্লভ শ্রীবিজয়কুমার মজুমদার, শ্রীসুধাংশুকুমার দাসগুপ্ত, শ্রীচৈতন্য রায়।

বেজী (বিদ্যুৎপর্ণা)	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
পূর্ণিমা	...	শ্রীমতী সুহাসিনী
সৈরভী	...	শ্রীমতী আসমানতারা
ফুল	...	শ্রীমতী সবিতা
কোহিনুর	...	শ্রীমতী পদ্মাবতী
ঝি	...	শ্রীমতী সরস্বতী

সখীগণ—শ্রীমতী বীণাপাণি (কেলো), রাণীবালা (বড়), রাণীবালা (ছোট), লক্ষ্মীপ্রিয়া, উমাতারা ইত্যাদি।

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

পুরুষ

ভাস্করদেব	...	জমীদার
শ্যামল	...	ঐ ম্যানেজার
মেধানাথ	...	ডাক্তার
লক্ষ্মীপ্রসাদ	...	ব্যাঙ্কার
চতুরীলাল	...	উকীল
রাঘব	...	বস্তীওয়ালা
রমাই	...	বস্তীবাসী দরিদ্র যুবক
মন্নু	...	চোর
দৌলতরাম	...	দালাল

রিপোর্টার, সৎকার সমিতির সেক্রেটারী, পথিকগণ, পানওয়ালা, পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

বেজী	...	রমাইয়ের ভগ্নী
সৈরভী	...	রাঘবের কন্যা
পূর্ণিমা	...	মেধানাথের স্ত্রী
ফুল	...	ঐ কন্যা
কোহিনুর	...	কীর্ত্তনওয়ালী

দাসী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

চক্রব্যূহ

[পঞ্চাঙ্ক নাটক—১।০]

নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠার সহিত

দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অভিনীত

সমুদয় সাময়িক পত্রে উচ্চপ্রশংসিত। এমেচার শিক্ষিত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনয়েব সম্পূর্ণ উপযোগী। মূল সংস্কৃত হইতে বহু বিচিত্র সাধারণের অজ্ঞাত ঘটনা-চক্রের সমাবেশে উজ্জ্বল। পৌরাণিক হইলেও ইহাতে আধুনিকতার ছাপ অতি পরিস্ফুট। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক বাংলায় প্রকৃতই বিরল।

সর্ব্বহারা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাল—সন্ধ্যা

ভাস্করদেবের কলিকাতার প্রাসাদ।

ভাস্করদেব সুখাসনে অর্দ্ধশায়িত, সম্মুখে উপবিষ্ট লক্ষ্মীপ্রসাদ,
চতুরীলাল, শ্যামল ও মেধানাথ।

[নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছে]

গীত

চৈতি রাতের চাঁদ যেওনা।
সাধ না মিটিতে যেতে চেওনা।
হের তরুলতায় শত আশার মুকুল,
ওগো মাধবী-চাঁদ আজো ফোটেনি ফুল,
তুমি যেওনা—ঝরা মুকুলে বনবীথি ছেওনা,
বঁধু যেওনা, আজি যেওনা, চাঁদ—যেওনা।

[গীতান্তে প্রস্থান]

লক্ষ্মী। বাঃ বাঃ বেশ! এ রকম চৈতিরাতের চাঁদ আর ক'টী আছে? এই শেষ নাকি?

শ্যামল। ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবু! দু'দণ্ড বসে দেখুনই না কি ব্যাপার দাঁড়ায়! এইত সবে সন্ধ্যা, রাত বারোটা পর্য্যন্ত প্রোগ্রাম রয়েছে! নাচ কত রকম দেখবেন? গান কত রকম শুনবেন? সাতটা থেকে আটটা বাইজি—আটটা থেকে ন'টা থিয়েটারের সখীর ড্যান্স—ন'টা থেকে দশটা—মিস্ কোহিনুর!

লক্ষ্মী। থিয়েটারের সখীর ড্যান্স! কি ভয়ানক। তারপর আবার মিস্ কোহিনুর! বাহবা কি বাহবা, বাড়ীতে একটা ফোন ক'রে দিতে হল তা'হলে—ফিরতে দেরী হবে।

চতুরী। কিন্তু এ উৎসবের উপলক্ষটা কি মহারাজ! আমাদের এত-কালের অনুরোধ এবারে কি তা'হলে রক্ষে করবেন মত ক'রেছেন নাকি? একটী নবীনা মহারাণীর শুভাগমন হবে নাকি এই নারী-হীন গৃহে? মুখ ফুটে বলুন একটিবার, আমরা নাচ দেখা মরুকগে—আনন্দে একবার নিজেরাই বাহু তুলে নেচে ফেলি!

লক্ষ্মী। কথাটা আমারও মনে লা'গছে হে চতুরীলাল বাবু! আমার ব্যাঙ্কে অবশ্য মহারাজার পাঁচ-দশ লাখ টাকা সব সময়েই থাকে—কিন্তু সম্প্রতি আচম্‌কা একদিনে তেইশ লাখ টাকা ডিপোজিট পেয়ে আমিও অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। টাকাটা বুঝি বিবাহোৎসবের ব্যয়ের জন্যে জমা দিয়েছ, শ্যামল ভায়া?

ভাস্কর। ঐ তেইশলাখ টাকা—চতুরীলাল বাবু! মাস দুই আগে আপনাকে দিয়ে আমি একটা জমিদারী বিক্রীর কোবালা খসড়া করিয়ে নিই, মনে আছে?

চতুরী। কোবালা—হ্যাঁ মনে আছে বৈকি। আমি মাস দু'য়ের ভেতর আর কোন খবর না পেয়ে ভেবেছিলাম জমিদারী বিক্রীর মতলব ছেড়ে দিয়েছেন মহারাজ।

ভাস্কর। না, মতলব ছাড়িনি, জমিদারীগুলো বেচেছি বিশলাখ টাকায়। আর বাড়ী-ঘর, জুয়েলারী যা কিছু ছিল তার দাম তিনলাখ—ব্যস্! এই আপনার সেই তেইশলাখ টাকা বুঝে পেলেন তো, লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবু?

লক্ষ্মী। শুধু বুঝে পেলাম? আমি তাক মেরে গেছি। মহারাজ মনেকিছু ক'রবেন না—এই বয়সে এত বড় বিষয়বুদ্ধি আপনার হ'ল কি ক'রে তাই ভাব্ছি। জমিদারীতে টাকা আটক ক'রে রাখা—আরে ছ্যা—ছ্যা—আজকালকার এই টুয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরীতে বুদ্ধিমান লোকে কখন রাখে? খাজনা আদায় নেই, সেসের দায়ে ফি সাল সম্পত্তি অষ্টমে চ'ড়ছে, নায়েব-ম্যানেজারের মাইনে উশুল হয় না—কি বল শ্যামল ভায়া?

শ্যামল। তা—তা আমার মাইনে আমি পেয়ে থাকি!

লক্ষ্মী। তারপর দাঙ্গা-হাঙ্গামা—নিদেন পক্ষে নালিশ ডিক্রী—ছ্যাঃ ছ্যা! ভদ্রলোকের কাজ জমিদারী করা? আচ্ছা আমার ডাক্তার-দাদা একেবারে এমন মুস্ড়ে গেছেন কেন? বলি ও দাদা! জমিদারী না রাখলেও মানুষের ডাক্তার দরকার হয়ই!—তোমার ভয়টা কি?

মেধা। না ডাক্তারের আর ভয় কি, রোগী যদি বেঁচে থাকে?

লক্ষ্মী। বলি—না বাঁচবার মতন লক্ষণ তুমি মহারাজের কি দেখলে? আমি তো আশা ক'রছি, মহারাজার বয়স ক'ত হ'ল—ত্রিশ হবে? আমি তো আশা ক'রছি মহারাজার নিজের সই-

করা চেক আমার ব্যাঙ্কে এখনও যাবে অন্ততঃ সত্তরটা বৎসর !

(মেধানাথ ও ভাস্করদেবের দৃষ্টি বিনিময়)

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। (শ্যামলালকে) হুজুর—খানা দেওয়া হবে কি ? (শ্যামল মহারাজের দিকে চাহিল)

ভাস্কর। সাড়ে সাতটা, পাঁচ মিনিট বাদে ! আর আমরা যখন খেতে বসবো—থিয়েটারের মেয়েরা নাচবে ! তাদের তৈরী হ'তে বলে দে !—

[ভৃত্যের প্রস্থান]

এই পাঁচমিনিট সময় আমরা একটু কাজের কথা ক'য়ে নিই—(উঠিয়া আলমারী হইতে পাশ বই বাহির করিলেন) লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবু—আপনার ব্যাঙ্কের পাশ বই আপনিই দেখে বলুন, আমার কত টাকা আপনার কাছে আছে ?

লক্ষ্মী। (হাসিয়া পাশ বই লইলেন ও দেখিয়া কহিলেন) এই যে—কা'লকার তারিখ পর্য্যন্তই কাষা র'য়েছে দেখছি। একেবারে পুরোপুরি ৩০ লক্ষ টাকা !

ভাস্কর—যে টাকা আছে লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবু আপনি ঐ সমস্ত টাকার একটা চেক লিখুন তো !

(চেক বই বাহির করিয়া দিলেন)

লক্ষ্মী। এঁ্যা (লাফাইয়া উঠিলেন) আপনি,—আমি কি অপরাধ করেছি মহারাজ যে আমার ব্যাঙ্ক থেকে আপনি সমস্ত টাকা তুলে নেবেন ? এতকালের বন্ধুত্ব, Purely Indian Concern—পঞ্চাশ বছরের এত সুনাম ব্যাঙ্কের—

চতুরী। মাথাতে ঘা লেগেছে! আমি বরাবরই ভেবেছি—এত টাকা মহারাজা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে না রেখে একটা দেশী ব্যাঙ্কে কেন রাখেন!

লক্ষ্মী। কি—চতুরীলাল বাবু! তোমরাই তাহ'লে মহারাজকে ভাংচি দিয়েছ বটে! মহারাজা! বিবেচনা করুন—আমায় হত্যে করবেন না!

ভাস্কর। টাকা আমি যাকে দেব—

লক্ষ্মী। দেবেন!

ভাস্কর। হাঁ—সে হয়তো আবার আপনার কাছেই রেখে দিতে পারে! কেনই বা তুলতে যাবে—

লক্ষ্মী। টাকাটা আপনি দেবেন? নিজে তুলে নেবেন না? কাকে দেবেন?

চতুরী। কাকে দেবেন এতটাকা? যথাসর্ব্বস্ব—

শ্যামল। ডাক্তারবাবু—(ইঙ্গিতে নিজের মাথায় টোকা দিল।)

মেধা। শ্যামলবাবু—মহারাজার মাথা খারাপ হয়নি, আপনি সে চিন্তা করবেন না!

ভাস্কর। আরো সত্তর বছর ধ'রে আমার সই-করা চেক নিয়ে কারবার ক'রবেন ব'লে যে আশা করছিলেন লক্ষ্মীবাবু! সে আশা আপনার পূর্ণ হবার নয়,—কারণ আমি সত্তর বছর মরুক গিয়ে—আর হয়ত সত্তর ঘণ্টাও বাঁচবো না!—

(সকলে লাফাইয়া উঠিল)

সকলে। ডাক্তারবাবু!

মেধা। না না,—আপনারা ঠাণ্ডা হ'ন—মহারাজার মাথা খারাপ হয়নি! উনি যা বলছেন তা সব সত্য!

ভাস্কর। আপনারা অবাক হ'চ্ছেন! অবাক হবারই কথা বটে! শুনুন—আমার হার্টে একটা কঠিন ব্যারাম হ'য়েছে! এক-এক সময়ে যন্ত্রণা যা হয়, তা সহ্য করা—উঃ—

(ক্ষণকাল দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া পরে হাসিয়া)

তার চেয়ে মৃত্যুই ভাল!

লক্ষ্মী। কই আমরা ত আগে কখনও—

শ্যামল। কই আমিও ত—

ভাস্কর। তুমি কিছু জান না। জানিয়ে লাভ নেই ব'লেই জানাইনি—জানে এক মেধানাথ ডাক্তার—আর দু'একজন চাকর।

শ্যামল। মাঝে মাঝে যে তিন-চা'রদিন আপনার দেখা পাওয়া যায় না—

ভাস্কর। তোমরা ভাব মহারাজা হয়ত বা মদ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে! অজ্ঞান বটে! তবে অজ্ঞান—যাতনায়, মদে নয়। যাক্!—মেধানাথ! তুমি না হয় গুছিয়ে বল ভাই—

মেধা। ব'লবার আর কি আছে! এ রোগে হয় দীর্ঘ দিন যমযাতনা ভোগ ক'রে আপনা হতে মৃত্যু, নয় চিকিৎসা অর্থাৎ অপারেশন ক'রে—তাও মৃত্যুই! মহারাজার সংসারে কেউ নেই—জীবনের ওপর মায়াও বেশী নেই—তাই তিনি স্থির ক'রেছেন, বেঁচে থাকবার চেষ্টা ক'রে দীর্ঘদিন যাতনা ভোগ করার চেয়ে—

শ্যামল। অপারেশন করে—তড়িৎ ঘড়িৎ মৃত্যু! সেইটাই কি সঙ্গত হ'ল ডাক্তারবাবু?

ভাস্কর। সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন আর তুল না শ্যামল! বিশ হাজার টাকা আমার এই অপারেশনের জন্যে হাসপাতালে জমা দিয়েছি;

তাইতেই শেষ পর্য্যন্ত, মায় সৎকারের ব্যয় সমাধা হয়ে যাবে বলে মনে করছি। কাল ভোরে মেধানাথ আমায় হাসপাতালে নিয়ে যাবে।

শ্যামল। কি ভয়ানক! হ্যাঁ দেখুন, অপারেশনে ত রোগ সেরেও যেতে পারে!

ভাস্কর। ডাক্তারেরা তা বলে না। এ রোগে এ যাবৎ কেউ বাঁচেনি! এ রোগ আরাম ক'রবার কোন কৌশল ডাক্তারী শাস্ত্রে নেই—কেমন মেধানাথ? (মেধানাথ মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন)

শ্যামল। তা হ'লে এ অপারেশন কেন? এমনি যতদিন বেঁচে থাকা যায়—-

ভাস্কর। না না—শ্যামল, আগে রোগের যাতনা আসতো—ছু'মাস-ছ'মাসে একবার, তারপর মাসে একবার, তারপর হপ্তায় একবার! ডাক্তারেরা ব'লছে, এখন থেকে হয়ত দৈনিক একবার ক'রে যাতনা বা'ড়বে, হয়ত চব্বিশ ঘণ্টা সে যাতনা সমানভাবে চ'লবে—সারাক্ষণ জীবন্মৃত হ'য়ে শয্যায় প'ড়ে কাটা পাঁঠার মত ছটফট ক'রে—না, আমি তাতে রাজী নই! সার্জ্জেনের ছোরা আমার যাতনার অবসান করুক! (সকলে নীরব)

(রুমালে কপাল মুছিয়া ও একটু হাসিয়া) যাক্‌গে—লক্ষ্মীপ্রসাদ-বাবুর ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, তা ছাড়া আমাদের জেলার সদরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে আছে আমার দেড়লক্ষ টাকা! ঐ টাকার এই চেকটা আমি লিখে রেখেছি—

(আলমারী হইতে চেক বাহির করিয়া চতুরীলালকে দিলেন)

—এই টাকা তুলে শ্যামল এবং আমার আর আর কর্ম্মচারীদের

এই ফর্দ্দ অনুযায়ী ভাগ ক'রে দেবেন !

(একখানি লেফাফা আলমারী হইতে লইয়া চতুরীলালকে দিলেন) ভয় নেই শ্যামল ! যে টাকা তোমায় দিয়ে গেলাম— একটা কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রলে—তুমি তো বোকা নও— সংসার চালিয়ে নিতে পারবে !

লক্ষ্মী। এ ত্রিশলাখ টাকা—তাহ'লে— (পাশ বই নাড়িতে লাগিল)

ভাস্কর। লিখুন চেক—নামের ঘরটা ফাঁক রাখুন—টাকার পরিমাণটা লিখে ফেলুন পরিষ্কার ক'রে—কাজ এগিয়ে থাক !

লক্ষ্মী। (লিখিয়া) নাম—

ভাস্কর। এখন ঐ পর্য্যন্ত থাক ! নামটা পরে বলবো—চলুন— আমরা খেয়ে নিই !

দ্বিতীয় দৃশ্য

বস্তি

রাঘব ও সৈরভী।

রাঘব। মন্নু কোথা র‍্যা সৈরভী ?

সৈরভী। জানিনে—

রাঘব। বটে! ঐ উড়ুনচণ্ডে উনুনমুখো ছোঁড়া রমাইয়ের খবর ছাড়া আর কোন কিছু তোমার জানতে নেই, নয় ? পাঁচশো বাহান্ন দিন ব'লেছি—খবরদার! রমাইকে আস্কারা দিবি নি—তা যদি কন্যেরত্ন গেরাহ্যি ক'রবেন! বলি রমাই তোকে খেতে দিতে পা'রবে ? নিজে বেড়ায় পরের আঁস্তাকুড় চেটে—

সৈরভী। তুমি শুধু শুধু ঝগড়া ক'রে মরছ কেন বাপু ? আমি তোমার রমাইয়েরও পিত্যেশ করিনে—তোমার মন্নুরও ধার ধারিনে! ওঃ—কি গুণের বন্ধু যে মন্নু, গাঁটকাটা—চোর—নেশাখোর!

রাঘব। চোপরাও! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। গাঁট কাটুক, নেশা করুক, পুরুষ মানুষ! কারু কাছে হাত পাতে না! আর রমাই! সদাই চোখে পানি ঝ'রছে। "খেতে পাইনি বাবা! বোনটা তিন দিন না খেয়ে রয়েছে বাবা!" মারে ঝাড়ু! ব্যাটাছেলে হ'য়ে জন্মেছিস—চুরি কর! ডাকাতি কর। লোকের কাছে মাথা হেঁট ? ঐ না—ঐ না—বাবুজী ঐ কলতলায় জল খা'চ্ছেন না ? রেমো! রমাই—

(নেপথ্যে—রমাই)—যাই—

রাঘব। আজ দিচ্ছি ভূত ঝেড়ে! কি, তুই যে বড় গুটীসুটী চ'ল্লি ঘর পানে? সে হ'চ্ছে না! এইখানে খুঁটী মেরে দাঁড়িয়ে থাকবি—ব্যস্! নড়েছিস কি মেরেছি ঘুসি! উঃ—কি সতী লক্ষ্মীরে! রেমোর একটু বেইজ্জত হবে চোখের সামনে—তা দেখতে নারাজ! দাঁড়িয়ে থাক্ বলছি!—

(রমাইয়ের প্রবেশ)

রমাই। কি বলছো?

রাঘব। আমার ভাড়া কৈ?

রমাই। ভাড়া!

রাঘব। হ্যাঁ গো বাবু—ভাড়া—ভাড়া—একখানি ঘর, একখানি চালা—এর দু'বছরে ভাড়া কত হয় মাসে সাতসিকে হিসেবে? তার মাঝে—কত দিয়েছ কত বাকি আছে?

রমাই। কিছুই দিইনি তো!

রাঘব। কিছুই দিইনি তো! অঙ্গ শেতল! শোন গো কন্যেরত্ন বাবুসাহেব পুরো দুটী বছর বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছেন—আমারই ঘরে থাকবেন, আমারই কলে জল খাবেন, আমারই চালায় রাঁধবেন—

রমাই। রাঁধিনে তো!

রাঘব। সে পাট নেই বুঝি! তবে—বলি তুমিই না হয় আঁস্তাকুড়ে পাতা চেটে বেড়াও, বোনটারও কি সেই দশা? জুটেছে ভাল! যেমন ভায়া তেমনি ভগ্নী! তা রাঁধ বা না রাঁধ—ভাড়া দিতে হবেই যাদু! কবে দেবে বল—কথা শুনতে হাম নেই মাংতা! দু'বছরে বার দু'কুনে চব্বিশ মাস—চব্বিশ

দু'কুনে বাহান্ন টাকা—তার নেই চব্বিশ সিকে সাড়ে চার টাকা—এই সাড়ে উনপঞ্চাশ টাকা আমায় কবে দিবি বল!

সৈরভী। সাড়ে উনপঞ্চাশ তো নয়—বেয়াল্লিশ—

রাঘব। মারে থাপ্পড়! বাপের কথার ওপর কথা! কলিকাল কি না! বড় হিসেব জানেন উনি! একরত্তি মেয়ে—আমি বলি সাড়ে উনপঞ্চাশ টাকা—উনি বলেন বেয়াল্লিশ—

রমাই। না—না ওটা সাড়ে উনপঞ্চাশই বটে—সৈরভী, বাপের কথার ওপর কি কথা কইতে আছে? ওটা সাড়ে উনপঞ্চাশই বটে—

রাঘব। শোন ঐ! হাজার হোক ব্যাটাছেলে—রোজগার করার ক্ষেমতা না থাক—হিসেব বোঝে—আরে মন্নু যায় না? এই—এই—মন্নু—

[প্রস্থানোদ্যত]

সাড়ে উনপঞ্চাশ টাকা পাওনা রেমো—কাল সকালেই আমি চাই—নইলে ঘাড়টা ধরে লাথি না মেরে—

[প্রস্থান]

সৈরভী। কি রকম হিসেব তোর রেমো? সাড়ে উনপঞ্চাশ?

রমাই। আরে উনপঞ্চাশ কেন—উনসত্তর হোক না—আমিতো দিচ্ছিনে!

সৈরভী। না দিলে ঐ শুনলিনি—ঘাড়টি ধ'রে—

রমাই। তা ধরুক না, ঘাড় একটা আছে যখন, তখন যে ধরবে তার আর আশ্চয্যি কি! তা নয়—বলি তুই ক'রছিস কি?

সৈরভী। দাঁড়িয়ে আছি—দেখছিসনে?

রমাই। তা বেশ! দাঁড়িয়ে আছিস বুঝি—তা বেশ! দাঁড়িয়ে থাকতে পারা বেশ! ক্ষিদে পেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না! মাথা ঝিম ঝিম করে—তা তুই দাঁড়িয়ে আছিস—বেশ! বেশ! আমি একটু ব'সেই পড়ি!

সৈরভী। হুঁ!

রমাই। কি রেঁধেছিলি সৈরভী? চিংড়ী চচ্চড়ী বুঝি?

সৈরভী। তুই খাস্‌নি—নয়?

রমাই। খেয়েছি! খাবনা কেন? তবে চিংড়ী চচ্চড়ী বড় বেশ জিনিষ—ও জিনিষটা এমনি ভাল লাগে আমার—

সৈরভী। চিংড়ী চচ্চড়ী রাঁধিনি তো আমি—দু'টো পান্তোভাত ছিল—

রমাই। পান্তোভাত? বাঃ রে—পান্তোভাত পেলে গরম ভাত কে খায়! পান্তোভাত—কাঁচা লঙ্কা দিয়ে—বেশ! বেশ!

সৈরভী। তুই আয় রমাই! একবার এদিক পানে আয়!

রমাই। তা আসবো না কেন? তোর সঙ্গে আসবো—সেতো বেশ! বেশ!—

[উভয়ের প্রস্থান]

(রাঘব ও মন্নুর প্রবেশ)

মন্নু। এ সময়টা গলায় এক ভাঁড় না গেলে আমাতে আর আমি থাকিনে। কেন ডেকে ঝামেলা ক'র্‌লে বাবা?

রাঘব। তুই রাজী হ'য়ে গেলেই আমি বিয়েটা দিয়ে দিই—আর দেরী ক'রতে আমার মন নেই মন্নু। ঐ হ্যাংলা রেমোটা হামেসাই ঘরের কাছে ঘুর ঘুর ক'রছে!

মন্নু। ঘুর—ঘুর ক'রছে? তা এ্যাদ্দিন বলনি কেন? তার ঠ্যাং

ধরে মাথার ওপর বারকতক ঘুরপাক দিলেই ও ঘুরঘুরনি বেমালুম সেরে যেতো!

রাঘব। তা ঘুরপাক দিস বাপু—মোদ্দা বিয়েটা চটপট সেরে ফেল! মেয়েটা বুড়ো হ'তে গেলো—

মন্নু। তা বুড়ো হ'লে কি হ'বে—আজ তো আর হয়না—রাত হ'য়ে গ্যাছে! কাল দিনের বেলায় যদি বাবার সাথে কথা কইতে পারি—ত কা'লরেতে বিয়ে হ'তে পারে! মোদ্দা সন্ধ্যে থেকে রাত এগারোটা আমায় পাবেনা—ও সময়টা আমার ভিখনের তাড়িখানার ঈশেন কোণে চ্যাটাই পেতে ভাঁড়টা সামনে করে বসতেই হয়—তা বিয়ে ত তুচ্ছ কথা, ছিষ্টি রসাতলে গেলেও তার নড়চড় হবে না! যাক্ বাবাকে বলি আগে—

রাঘব। বাবা? ও—শ্যামলবাবু! তাকে আবার কইবি কি?

মন্ন। তাকে কইবো না ত কইবো কাকে?

রাঘব। দেখ মন্নু—বিপদে প'ড়ে তোর মতন বাপ ডাকে অনেকে, আমিও এই পঞ্চাশ বছর বয়সে অন্ততঃ একান্ন জনকে ডেকেছি! কিন্তু তোর মতন অমন ডাকা-বাপকে উঠতে বসতে সাতশো সেলাম কেউ করে না বাপু—তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি!

মন্নু। বাড়াবাড়ি মানে? ফি বার জেল থেকে ফিরে তার কাছে যাই—আনকোরা নতুন ধোপদেওয়া কাপড় জামা, ছাতা, জুতো, বিছানা, বাসন—নগদ দশটী ক'রে টাকা! আর সবচেয়ে বড় গুণ—কখখোনো কয়না—বাপু—চুরি আর ক'রো না!

রাঘব। বলি—এতটা যে করে কেন তার হদিস কিছু বলতে পারিস? এমনটা ত দেখা যায় না—ভদ্দরলোক, বড়লোক—একটা চোরকে এত ভালবাসা—মানেটা কি?

মন্নু। মানে আবার কি? যার সঙ্গে যার মজে মন—কিবা হাড়ী কিবা ডোম! আমি তাকে বাপ্ বলে স্নেহ করি—সে আমায় ছেলে বলে স্নেহ করে—এ ত সোজা কথা!

রাঘব। ওকিরে রেমো—হারামজাদা—

(ছুটিয়া গিয়া রমায়ের কান ধরিয়া টানিয়া আনিল, রমায়ের কাপড়ের নীচে পাতায় জড়ানো—পান্তোভাত)

বের ক'র হারামজাদা—বের ক'র কি এনেছিস চুরি ক'রে! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা—(পান্তোভাত ছড়াইয়া পড়িল) দেখলি মন্নু! একে সাড়ে উনপঞ্চাশ টাকা বাড়ীভাড়া পাওনা, একটা পয়সা দেবার নাম করেনা—তারপর পান্তোভাত গরমভাত কিছুই হাঁড়ীতে রাখবার জোটি নেই! ব্যাটা পাজী! নচ্ছার! ছ্যাঁচড়া—

মন্নু। আঃ—চুরি করেছে—দু'ঘা দিয়ে ছেড়ে দাও—গালমন্দ কেন? পেটের জ্বালা জ্ব'লে উঠলে ও কম্মো মাঝে মাঝে সব শালাকেই ক'রতে হয়—

রাঘব। বেটা খেয়ে খেয়ে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিলে—

রমাই। ঘুঘু চরাইনি তো! বেজীর জন্মে দু'টো—দু'দিন তার পেটে ভাত যায়নি—

রাঘব। ভাত যায়নি তা আমি কি করবো—(প্রহার)

(বেজীর প্রবেশ)

বেজী। ওগো মেরোনা—মেরোনা—দাদাকে মেরোনা—

(রমাইকে জড়াইয়া ধরিল)

রাঘব। মারবে না! ওরে আমার দরদ! বেটীর কুমীরের কান্না—

বলে—"নিজে রইলাম অগাধ জলে—
পোলাকে পাঠাইলাম চর—"
এই বেটীই যত ফন্দি বাতলে দেয়—মন্নু! দেতো বেটীর চুলের মুটী ধরে দু'ঘা—

মন্নু। আমি?—আমার ধম্মোবাপ বলে—পিনেলকোডের দিকে নজর রেখে কাজ ক'রো! চুরি ক'রলে রেখো, চুলের মুটী ধরবো বেজীর?

রাঘব। আরে রেখে দে তোর ধম্মোবাপ—মাথা মুড়িয়ে বস্তি থেকে যদি বার ক'রে না দিই—(বেজীকে ধরিতে উদ্যত)

মন্নু। আরে পিনেলকোডের দিকে নজর রাখছো না কেন? পিনেলকোড্—

(রাঘবকে ধরিল)

রাঘব। ছেড়ে দে ব'লছি—আমি রক্তগঙ্গা করবো—উঠতে ব'সতে আমার হাঁড়ীমারা! গরীবের গলায় পা না দিয়ে, চুরি কর গে না—ডাকাতি কর গে না—

মন্নু। আরে এ যে দেখি বড্ডই রেগে গেছে! ধম্মোবাপ ব'লেছিল একদিন, বেশী রাগ হ'লেই চোঁ চোঁ ক'রে খানিকটে তাড়ি খেয়ে ফেলবে! চল, তোমায় নে যাই ভিখনের তাড়িখানায়—

রাঘব। ছাড় বল্‌ছি মন্নু!—আমি—

মন্নু। আরে পিনেলকোড—আমার ধম্মোবাপ্—

[রাঘবকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান]

বেজী। দাদা! বড্ড মেরেছে তোমায়?

রমাই। ভাত ক'টা ছড়িয়ে দিলে—এই যা দুঃখু—তোকে কি খাওয়াই বেজী? সৈরভীর হাঁড়ীতে ত আর নেই।

বেজী। সৈরভীর হাঁড়ী আবার—তোমার কি ঘেন্না-পিত্তি কিছু নেই? ম'রে গেলেও আর সৈরভীর দোরে যেতে পাবে না!

রমাই। পোড়া পেটে দিবি কি পোড়াকপালি? দু'দিন যে কিছু খাসনি!

বেজী। খাব—ওঠো দাদা—খাবার ব্যবস্থা করি—

রমাই। কি ব্যবস্থা ক'রবি?

বেজী। যা ব'ল্লে সৈরভীর বাপ্—চুরি ক'রবো—ডাকাতি ক'রবো ওঠো—

রমাই। চুরি—তা বেশ—বেশ—কিন্তু ধরা পড়লেই মুস্কিল, মার খেতে হয়! চল্! [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

[কতিপয় লোক গোলমাল করিতেছে]

১ম ব্যক্তি। Police! Police! Ambulance!

২য়। Fire Brigade! Fire Brigade!

৩য়। মারা গেছে—মারা গেছে—

৪র্থ। চার পাঁচ জন!

৫ম। ঘটনাটা কি মশায়?

১ম। কে জানে কি ঘটনা! হয় accident না হয় Elopement!

[রিপোর্টারের প্রবেশ]

রিপো। Elopement? কোথায় মশায়? কে কাকে নিয়ে ভেগেছে? একটু দাঁড়ান মশায়! আমি নাম টামগুলো লিখে নিই—পুরুষটার নাম কি?

১ম। জানা নেই!

রিপো। পুরুষটী?

[৬ষ্ঠ ও ৭ম ব্যক্তির প্রবেশ]

৬ষ্ঠ। আরে পুরন্দরপুরের জমীদার!

৭ম। মেয়েটী কোহিনুর কীর্ত্তনওয়ালী। আমার ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের সময় কীর্ত্তন গাইতে এসেছিল—ঠিক তেমনটি আছে!

রিপো। মশায় অনুগ্রহ ক'রে আর একটিবার বলুন না। পুরন্দর বাবু কোহিনুর নামে এক পরমভক্ত কীর্ত্তনওয়ালার স্ত্রীকে গৃহের বাহিরে লইয়া যান—তারপর?

৬ষ্ঠ। আপনি কে মশাই ?

রিপো। খবরের কাগজের রিপোর্টার। কোথায় ধরা পড়ল বলুন ত ?

৬ষ্ঠ। ধরা পড়বে কেন ?

রিপো। ধরা পড়েনি ? So much the better for Purandar ! আগে love ছিল আপনি কেমন ক'রে জানলেন ?

৭ম। আপনি কি ব'লছেন মশাই ?

রিপো। আমি বলছি—পুরন্দর বাবুর সঙ্গে কোহিনুর বাবুর স্ত্রীর love affairsটা কতদিনের ব্যাপার ?

৭ম। বুদ্ধিটী আপনার রিপোর্টারের মতই বটে। পুরন্দর বাবু নয় মশাই—পুরন্দরপুরের জমীদার ভাস্করদেবের বাড়ীতে কোহিনুর বাইজী গান গাইতে গিয়েছিল।

রিপো। এমন সময় রাস্তায় elopement !

৭ম। না—accident ! মোটর গাড়ীতে আর ঘোড়ার গাড়ীতে ধাক্কা লাগে।

রিপো। আপনি দেখেছেন ? যদি অনুগ্রহ ক'রে details গুলো বলেন—আমি লিখে নিই। প্রথম—কার মোটর ? দ্বিতীয়—কোন কোম্পানীর গাড়ী ? তৃতীয়—কি রং, নম্বর কত ? চতুর্থ—ঘোড়ার গাড়ী ভাড়ার না বাড়ীর ? পঞ্চম—কোন্ গাড়ীতে ক'জন যাত্রী ছিল ? তাদের ভেতর স্ত্রী কতজন, পুরুষ কতজন ?

[সৎকার সমিতির সেক্রেটারীর প্রবেশ]

সঃ সে। মশাই এখানে একটী accident হ'য়েছে—তাতে কেউ মারা গেছে কি না বলতে পারেন ?

৭ম। না ! আপনি কে ?

সঃ সে। আমি All India নাইটিঙ্গেল সৎকার সমিতির সেক্রেটারী।

৭ম। All Indiaর সংস্কার কচ্ছেন? এই কাজটী যা আরম্ভ ক'রেছেন মশাই—খুব ভাল কাজ। আপনিই ভারত মাতার উপযুক্ত সুসন্তান। আমরা কুপুত্র। আর কত দিন লাগবে? আচ্ছা আসি মশায়—নমস্কার! [প্রস্থানোদ্যত]

রিপো। সেকি মশায় আপনি চ'লে যাচ্ছেন। আমার রিপোর্ট?

সঃ সে। কই—কে কে মারা গেছেন তা'ত বল্লেন না?

৭ম। আর কাউকে জিজ্ঞাসা করুন মশাই। সেই বেলা নয়টায় বেরিয়েছি—রাত্রি দশটা বাজে। আর পারা যাচ্ছেনা।

৬ষ্ঠ। ঐ যে যাঁদের accident—তারাই আসছেন। জিজ্ঞাসা করুন। একেবারে first-hand information.

[উভয়ের প্রস্থান]

[দৌলত ও কোহিনুরের প্রবেশ]

রিপো। মশাই আপনাদের accident হ'য়েছে?

দৌ। হয়ে থাকে হ'য়েছে, না হ'য়ে থাকে না হ'য়েছে। আপনার কাছে একটা পাখা কি আছে? সমঝো কি—

রি। আপনি কি পুরন্দর বাবু?

দৌ। না।

রি। আর আপনার সঙ্গে ঐ মহিলাটী, উনিই বুঝি কোহিনুর বাবুর স্ত্রী?

দৌ। সঙ্গে দোয়াত কলম নিয়ে বেরোও বাপু—আর একটা হাত পাখা নেই?

সঃ সে। আপনাদের মধ্যে মারা গেছেন কে মশাই? আপনি না আপনার সঙ্গের ঐ মহিলাটী—

দৌ। আমরা মারা গেছি? সমঝো কি—এ কি বলে কোহিনুর?

সঃ সে। না—ওঁরা বলছেন কিনা—বড় ভীষণ accident—আপনাদের মারা যাবার কথা ছিল।

দৌ। সমঝো কি—মারা ত এখনও যায়নি বাবু। আপনার কাছে পাখা কি নেই বাবু?

সঃ সে। আচ্ছা কেন মারা গেলেন না বলুন ত? এ রকম serious accident—অন্ততঃ ৫।৭ জন মারা যাবার কথা ছিল।

রিপো। accident কোথায় মশাই—elopement দেখছেন না?

সঃ সে' Elopementই হোক আর accidentই হোক; মারা ত গেলেন না কেউ! Calcuttaর সাপ্তাহিক মৃত্যু সংখ্যা মশায় বড়ই কম!

দৌ। আপনারা কি বলছেন মশাই? একটী মেয়েমানুষ জলতেষ্টায় মারা যাচ্ছে; আর আপনারা মশাই সমঝো কি—

সঃ সে। মারা যাচ্ছেন? তা হ'লে উনি কি এখন মারা যাবেন ব'লে আপনার মনে হয়? জয় মা কালী!

দৌ। বেরোও—শীগগির বেরোও। নইলে সমঝো কি আমি তোমাদের পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবো। এই পানওয়ালা—দে না বাবা এক গ্লাস বরফজল। এখনও দাঁড়িয়ে আছেন মশাই? (তাড়া করিল)

[রিপোর্টার ও সৎকার সমিতির সেক্রেটারীর প্রস্থান]

দৌ। লাগেনি ত ভাই কোহিনুর? ভাল ক'রে দেখনা হাত পা গুলো নেড়ে।

কোহি। বেশী না ব'কে একটা গাড়ী টাড়ী ডাক।

দৌ। রাত বেশী হ'য়ে গেছে। তা যাবে—গাড়ী কি আর পাওয়া যাবে না? একটু খানি এই খানটায় দাঁড়ান যাক, এস।

শ্যামল বাবুর উচিত ছিল, কিন্তু একটা দরোয়ান সঙ্গে দেওয়া ?

কোহি। বড়ই ব্যস্ত র'য়েছে—খেয়াল হয়নি।

দৌ। এই সবই যদি খেয়াল না করবে, তবে আর ভালবাসা কি ? সমঝো কি—মোটে ত মাসে দু'টী শ টাকা দিচ্ছেন। মাথা কিনেছেন আর কি !

কোহি। থাম না দৌলতরাম—রাস্তার মাঝখানে ও সব কথা কেন ?

দৌ। রাস্তার মাঝখানেও কইব না,—বাড়ীতেও তোমার শুনবার সময় নেই—তবে কইব কখন ? ঝলমল চাঁদ ছেলেটা ওদিকে তোমার তরে মরতে বসেছে। তিন শো টাকা ক'রে মাসে গুন্‌তে চায়—মুখপাতে এক স্যুট্ জড়োয়া—তা তোমার কাণেই পৌঁছায় না কথা, সমঝো কি—

কোহি। আরে পয়সা ত রোজগার করছি দৌলতরাম ! র'য়ে ব'সে দেখে শুনে কাজ করতে দাও না ! ঝলমলচাঁদ ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না ?

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। কিছু খেতে পাইনি গো, কিছু দেবে ?

দৌ। খেতে পাওনি ? এমন জোয়ান বয়েস—এমন দিব্যি চেহারা—সমঝো কি—চলো আমার সঙ্গে—ঝলমলচাঁদ লুফে নেবে।

কোহি। তুমি কি ক্ষেপে গেলে দৌলতরাম ? কেবল ঝলমলচাঁদ আর ঝলমলচাঁদ ! দাঁড়াও গো তুমি—কিছু দিচ্ছি। (পার্স হইতে পয়সা দিতে গেল—অন্যদিক হইতে রমাই আসিয়া তাহা ছিনাইয়া লইয়া গেল) কে কে—চোর চোর—

দৌ। ধর ধর—পুলিশ পুলিশ ! [প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

ভাস্কর দেবের বাটী

ভাস্কর, শ্যামল, চতুরীলাল, লক্ষ্মীপ্রসাদ, মেধানাথ

(নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত)

গীত

নবীন বসন্ত যে যায় যায় যায় রে
ফুল দল অবিরল,
ঝড়ে পড়ে পায়,
তার, ঝড়ে পড়ে পায় রে।
আছে এখন বেলা
এখন আছে ফুলের মেলা
আয় নেচে গেয়ে খেলিয়া যাই
ভুলের খেলা।
আপন প্রেমে আপনি যে জন
করিল হেলা।
সেই উদাসী পানে ধায় কেন মন
হায়, কেন প্রাণ তারে চায়
চলে যায় যায় যায় রে।

ভা। তোমার প্রোগ্রামের আর কি কি বাকী শ্যামল ?

শ্যাম। আর শুধু এই ওরিয়েণ্ট্যাল ড্যান্সটুকু,—সময় ১১টা থেকে ১২টা।

লক্ষ্মী। ওরিয়েণ্ট্যাল ড্যান্স? নাচবে কারা?

শ্যাম। নাম বলতে নিষেধ আছে—সব ভদ্রঘরের মহিলারা রয়েছেন।

চতুরী। দক্ষিণা?

শ্যাম। এঁদের কিছু দিতে হবে না। এঁরা নেবেনই বা কেন? হঁ্যা—তবে এঁদের একটা চ্যারিটী ফণ্ড আছে—তাতেই যৎ সামান্য হাজার দুই টাকা—

চতুরী। বেশ বেশ—দু'হাজার যৎসামান্য? শ্যামলবাবুর নজর উঁচু!

ভা। এগারটা প্রায় বাজে। এঁরা ready ত?

শ্যাম। হঁ্যা—তবে—

ভা। তবে কি?

শ্যাম। কিছুই ভাল লাগছে না—এ যেন—এ যেন—

চতুরী। শ্মশানে বসে রসগোল্লা খাওয়া!

লক্ষ্মী। এই ত্রিশ লাখ টাকার চেকটা কার নামে হবে?

ভা। নাম? এই খামখানা এইখানে রইল। (পকেট হইতে খাম লইয়া টেবিলে রাখিলেন) কাকে দেব ঐ ত্রিশ লাখ টাকা—তা ঐ খামের ভেতর এক টুকরো কাগজে লেখা আছে।

লক্ষ্মী। খুলবো?

ভা। এখন না—সময় হ'লে আমি বলবো'খন!

চতুরী। কোন আত্মীয়কে দিচ্ছেন তো? না কোন বন্ধুকে?

ভা। আত্মীয় ত্রিসংসারে কেউ নেই চতুরীলালবাবু! বন্ধু একমাত্র আছে এই মেধানাথ। তা ও স্বীকার করে না যে ও আমার বন্ধু! আমি সাহস করে ওকে টাকা দেবার কথা বলতেই পারি নি—বললে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হ'য়ে যেতো বোধ হয়।

মেধা। বাজে বকো না মহারাজ!

লক্ষ্মী। তবে কোন সৎকাজের জন্য গবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়ে যাচ্ছেন বুঝি টাকা?

চতুরী। তা হ'লে তার একটা লেখাপড়া হওয়া উচিত ছিল!

ভা। না—আমিই যখন বেঁচে রইলাম না—তখন আমার টাকা আর আমার টাকা কিসে? আমার ইচ্ছামত তা খরচ হওয়ার কি কারণ আছে? ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়—তবে ও টাকা কোন সাধু লোকের হাতে পড়ুক—তুনিয়ার ভাল হ'ক। আর যদি তাঁর সে ইচ্ছা না হয়—চোর বদমায়েসে পা'ক, আমি কি করবো?

শ্যাম। আপনি কি টাকাটা লটারী করবেন নাকি?

ভা। এক রকম! তবে সে কথা এখন থাক শ্যামল—এগারটা বাজলো—তোমার ওরিয়েণ্ট্যাল নাচ স্থরু কর। নইলে নাচের শেষ পর্য্যন্ত দেখা হয়ত আমাদের ভাগ্যে ঘটবে না!

(নৃত্য আরম্ভ—নৃত্য-শেষে বাহিরে কড়া নড়িল)

ভা। দরোয়ান!

শ্যাম। একি—মহারাজা চঞ্চল হ'চ্ছেন কেন?

ভা। সময় এসেছে! টেবিলের উপর ঐ খামখানা খুলুন, লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবু! প'ড়ে সবাইকে শোনান!

লক্ষ্মী। (পাঠ) "আজ রাত্তির এগারটার পর আমার কলিকাতার বাড়ীর সদর দরজায় সর্ব্বপ্রথম যে কড়া নাড়িবে—আমার ব্যাঙ্কের ত্রিশ লাখ টাকা আমি তাহাকেই দিব"—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

সকলে। এ্যাঁ!

(বেজী ও জমাদারের প্রবেশ)

জমা। মহারাজ ! এগারটার পর প্রথম কড়া নেড়েছে এই !

ভা। তোমার নাম কি ?

বেজী। আমি—আমি ছুটতে ছুটতে—

ভা। তোমার নাম কি ?

বেজী। আমার নাম ? হ্যাঁ—আমার নাম বেজী !

ভা। ত্রিশ লাখ টাকার চেকে বেজী নাম যে বেমানান হবে লক্ষ্মী-প্রসাদবাবু ! চেকে নাম লিখুন—বেজী—বেজী—বিজলী—বিদ্যুৎ—হ্যাঁ—নাম লিখুন শ্রীমতী বিদ্যুৎপর্ণা—

লক্ষ্মী। লিখবো ?

ভা। দেরী করবেন না—লিখুন ! বিদ্যুৎপর্ণা—এবারে সই !

[পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রবেশ]

পুলি। মাপ করবেন মহারাজ,—এক বেটী চোর—এই বাড়ীতে এসে ঢুকেছে।

সকলে। চোর ?

পুলি। আজ্ঞে হ্যাঁ—এই—

ভা। চোর ? (হাস্য)—তা বেশ ! আপনি ওকে নিয়ে যান—এই চেকটাও আপনি নিয়ে যান। এর নাম বেজী—ওরফে বিদ্যুৎপর্ণা ! একে যখন আপনারা ছেড়ে দেবেন—আজ হোক দু'দিন বাদে হোক—তখন এই চেকখানা ও'কে দেবেন। আমি ওকে ত্রিশ লাখ টাকা দান করেছি—এ তারই চেক।

পুলি। ত্রিশ লাখ টাকা ?

ভা। (বেজীকে) আমি তোমায় ত্রিশ লাখ টাকা দিয়েছি—আর তোমার নামকরণ করেছি বিদ্যুৎপর্ণা ! টাকা দেওয়াও আমার খেয়াল—

নাম বদলে দেওয়াও আমার খেয়াল! তুমি শুধু মনে রেখো ঐ কাগজখানা তোমার—ওটা পুলিশের কাছে গচ্ছিত রইল। খালাস পেয়ে পুলিশের কাছে চাইলেই কাগজ ফেরৎ পাবে। ওটা নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলেই এই বাবু (লক্ষ্মীপ্রসাদকে দেখাইলেন) তোমায় ত্রিশ লাখ টাকা দেবেন! ব্যাঙ্কের ঠিকানা এই চেকের ওপরেই লেখা আছে।

বেজী। আপনি আমায়—আপনি আমায়—

ভা। হঁ্যা—আমি তোমায়—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কোহিনুরের বাড়ী)

শ্যামল, কোহিনুর. দৌলতরাম

(কোহিনুরের গান)

গীত

পাপিয়া আজ কেন ডাকে সখি, পিয়া পিয়া।
শুনি, পিয়া পিয়া বোল ঝড়িছে আমার হিয়া।
এমনি মধুরাতি, ছিল সে মোর সাথী,
সে দিন পাপিয়া এমনি উঠিত ডাকিয়া
সে কি আজ এল তবে, চাঁদের মত নীরবে
হাসির জ্যোস্নাতে তার দশদিশি রাঙাইয়া॥

শ্যাম। বলি—দৌলতরাম?

দৌলত। বাবু!

শ্যাম। করকʼরে পাঁচ শো টাকা গুণে দিলাম—হজম কʼরে দিলে বাপধন? কথা ছিল কি?

দৌলত। কথা মাফিক কাম নেহি হোগা—তব্ দৌলতরাম ত হুজুরেই হাজির রʼয়েছে; সমঝো কি—দুটো কাণ জোরসে

মনে দেবেন, সব বন্দোবস্ত ঠিক, তারা এল ব'লে! বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এয়েছি যার যা ফি—আসবে না?

কোহি। আমার দেখনহাঁসি—বকুল?

দৌলত। দেখনহাঁসি,—বকুল এবং চোখের বালি পারুল—মনের কথা আঙ্গুর আর গঙ্গাজল, আপেল—সব আসবে। চাঁদের হাট বসবে সমঝো কি—এই এঁদো গলির তেতলায়। আমার কেরামতি দেখুন না একবার শ্যামলবাবু!

শ্যাম। খাবার দাবার?

দৌলত। সব তৈরী—কেবল সিদ্ধির কচুরীগুলো আসেনি এখনও—আর শ্যামপেন এক ডজন এয়েছিল—শেষটা ভাবলাম—যদি কম পড়ে, আর এক ডজন এনে রাখায় হানি নেই—আর ঐ বরফ তা নীচের দোকানেই পাওয়া যাবে আর লেডিকেনী—

শ্যাম। থাক থাক—সবই এয়েছে বুঝতে পারছি। তুমি এখন তা হ'লে খেতে বসে যাও! (উঠিল)

দৌলত। একি—আপনি রাগ ক'ল্লেন শ্যামল বাবু? আপনি উঠ্ছেন কেন বাবু? দৌলতরাম থা'কতে আপনাকে উঠ্তে হবে কেন বাবু?—আমি সত্যি সত্যি অকর্ম্মা নই বাবু!

শ্যাম। আমি আসছি একবার ও ঘর থেকে কিছু পয়সা কড়ি নিয়ে। পকেটে কিছু নেই, শেষকালে দরকারের মুখে তুমি বলবে—বাবু! আমার ট্যাঁক শূন্যি—আমি দেখব বাক্স না খুললে উপায় নেই—নেশাই মাটী! [প্রস্থান]

দৌলত। এমন ছোট নজর লোকটার! ছ্যাঃ ছ্যাঃ সমঝো কি—ভাই কোহিনুর! তোমায় তিনশ' তেত্রিশ বার বলে বলে

হাল্লাক হ'য়ে গেলাম—ঝলমলচাঁদ—দিলদরিয়া ছোকরা—তাজা বয়েস—

কোহি। পাঁচশো টাকা কি সবই খতম ক'ল্লে নাকি?

দৌলত। তা—ও একরকম খতমের দাখিলই বটে। গুণে দেখেছি—সাঁইত্রিশ টাকা রয়েছে মোটে! সমঝো কি—আমার দস্তরী আর রইল কি বল ভাই?

কোহি। থোক পাঁচশো টাকা খরচ ক'রে ফেল্লে—আমায় একটা চুলের ফিতেও কি ওর থেকে কিনে দিতে নেই?

দৌলত। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! চুলের ফিতে! বলে কোহিনুর বিবির চুলের ফিতের অভাব! তা ভেবে দেখতে গেলে—আবার প'ড়েছ যে কিপটে মাছিমারার হাতে—পাঁচশো খানি টাকা বার ক'রে দিয়ে সমঝো কি সতেরোবার হিসেব চায়!···হ'তো ঝলমলচাঁদ—

কোহি। দুত্তোর ঝলমলচাঁদ—

দৌলত। আহা সত্যি ভাই—এমন নধর চেহারা সমঝো কি একদিন বল না—নিয়েই আসি! দেখই না—আলাপই হোক না—তাও বলি—শ্যামল আর ক'দিন? ওর রাজা ত' নাকি হাসপাতালে গেছে—এমন তেমন হ'লে শ্যামলের চাকরীর দফা গয়া—

কোহি। বাজে বোকোনা দৌলতরাম! রাজা হাসপাতালে যাবার সময় তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে গেছে ওকে—জানো?

দৌলত। তিরিশ—হাজার? সত্যি? এ্যাঁ ভাই সত্যি? আমার গা ছুঁয়ে বল—সত্যি?

কোহি। দুত্তোর— [প্রস্থান]

দৌলত। (নোটগুলি গুণিতে লাগিল) কোহিনুরের কি আম্বা—

মোটে এই পাঁচশ' টাকা রয়েছে—এর থেকে আবার চুলের ফিতে—

[মন্নুর প্রবেশ]

মন্নু। ধম্মোবাপ্ কৈ? তার ছেলে এয়েছে—জল্‌দি খবর দাও।

দৌলত। ছেলে! শ্যামল বাবুর নিজস্ব ছেলে? তুমি?

মন্নু। ইয়ারকি পায়া হুয়া? ছেলে নিজস্ব নয়তো কি—তোমার মত বাটপাড় মোসাহেব খয়েরখাঁ হবে নিজস্ব? একটী চড়ে—(চড় দেখাইল)

দৌলত। আরে চট্‌তা কাহে? অত বড় গোলআলু প্যাটার্ণ চেহারা—শ্যামল বাবুর মতন ছেলেমানুষের ছেলে কি ক'রে হতে পারে—তা যদি আমি বোকা মুরুখ্যু মানুষ বুঝতে নাই পেরে থাকি—সমঝো কি—

মন্নু। খবর ভেজো বাবুকো—তোমার কথা শুনতে চায় কোন্ শালা? রাত আটটা বেজে গ্যাছে—ভিখেনের তাড়িখানায় পৌছুতে পারা দরকার ছিল আধ ঘণ্টা আগে! শ্বশুরবাড়ী যদ্দিন থাকি—তার আর চারা কি—মোদ্দা খোলা অবস্থায় এমন হাজরেতে গাফিলতি ইস্তক নাগাদ কখনও হয়নি। তবু দাঁড়িয়ে হ্যায়? একঠো ঘুসি—

দৌলত। ঘুসি না খেয়েই আমি খুসী আছি বাবা! সমঝো কি—বাবু টাকা আনতে ও ঘরে গ্যাছে—তুমি ব'সো বাবা—বাবুর নিজস্ব পুত্তুর—ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো! দু'এক গেলাস সরাব-উরাব—বাবা মশায়ের পরশাদ—যদি ইচ্ছে কর—ঐ রয়েছে!

(এক গ্লাস ঢালিয়া দিল)

মন্নু। রয়েছে বটে! ভিখেনের ভাঁড়টা শাপ দেবে—তা যাক্!

গলাটা ভিজুক ততক্ষণ! (মদ্যপান) দুত্তোর! একি? না আছে গন্ধ—না আছে সোয়াদ—এ খায় কি করতে?

দৌলত। আরে এ বলে কি? বিলিতি—বিলিতি—

মন্নু। দুত্তোর বিলিতি! বেঁচে থাকুক আমার ভিখেনের দিশি! শ্বশুর বাড়ীর নেমন্তন্ন যদ্দিন না আসে—ভিখেনের তাড়িখানায়—(সুরে)

"দিন যেন মোর কাটে,—
ভিখেন বাবার চ্যাটাইঢাকা তিন ঠ্যাংওলা খাটে—"।

দৌলত। (কাণে হাত চাপা দিয়া) বাপ্‌!

মন্নু। কি! তুই কাণে হাত চাপা দিলি যে? আমার গান খারাপ? আমার গলা বেসুরো? মারবো একটা গাঁট্টা—মাথা যাবে ছাতু হ'য়ে, তাতে যদি আমার আজন্ম শ্বশুরঘর কত্তে হয় সেও বি আচ্ছা!

দৌলত। গাঁট্টা মা'রলেই যদি আজন্ম শ্বশুরঘর বাস করা যায়, সমঝো কি আমিও না হয় কোহিনুরকে মারবো আজ আচম্‌কা এক গাঁট্টা! বলে—"শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী।" এ জন্মে তো আর ও পাঠ হ'ল না বরাতে—

মন্নু। হাঃ হাঃ হাঃ—মথুরাপুরীই বটে—

[শ্যামলের প্রবেশ]

শ্যাম। কে—মন্নু নাকি?

মন্নু। হ্যাঁ বাবা—এক গেরোয় ঠেকে গেছি! এক শালা বহু দিন ব'লছে তা'র মেয়েকে বিয়ে করতে—

দৌলত। শালারা ত চিরকাল বোন বিয়ে করতে বলে জানি—

মন্নু। তার যদি বোন না থাকে—তবে কি করবে সে? আছে মেয়ে—মেয়ের কথাই কইছে সে—

শ্যাম। তুমি একটু ও ঘরে যাও ত দৌলতরাম, আমায় একটু কথা কইতে দাও—

দৌলত। হ্যাঁ—নিজস্ব ছেলের সঙ্গে প্রেমালাপ—নিরিবিলিতেই হওয়া ভাল—

[প্রস্থান]

শ্যাম। বিয়ে তা—হ্যাঁ—একটা করা মন্দ কি? ঘর গেরস্তালী যদি সে গুছিয়ে রাখে—পেনাল কোডের ১০৯ ধারা বাঁচিয়ে চলা যায়!

মন্নু। যা বলেছো বাবা!—পিনেল কোডের দিকে নজর রেখে কাজ করতে হবে বৈ কি! তবে বিয়েটা করাই ঠিক? আমি এখন আসি—ভিখেনের আড্ডায়—

শ্যাম। দাঁড়াও—তুমি এয়েছ ভালই হ'য়েছে—কাল সকালে একবার প্রেসিডেন্সি জেলে যাবে?

মন্নু। যেতে আর আপত্তি কি বাবা! হামেসাইত যাচ্ছি! তবে বিয়েটা ঠিক হ'ল—এখন দিন কতক না গিয়ে পারলেই হ'তো ভাল!

শ্যাম। আরে না না—সে রকম যাওয়া নয়! একবার বেড়াতে যাবে! গেটের সমুখে রাস্তার ওধারপানে দাঁড়িয়ে থাকবে—একটা উদ্দেশ্য আছে—

মন্নু। উদ্দেশ্য যা থাকে বলবেন—নিতেন্ত পিনেলকোডে পড়ে যাই—তা আর করছি কি?—রাত হ'য়ে গেল—আমি চলি—ভিখেন শেষটায় ঢুকতে দেবেনা—

[প্রস্থান]

শ্যাম। দৌলতরাম!

[দৌলতরাম ও কহিনুরের প্রবেশ]

(কহিনুরের গান)

গীত

সখি ! দখিনা মলয়, ঝিরি ঝিরি বয়
কানে কথা কয় ধীরে ধীরে ধীরে।
চোরের মতন কেন ঘোরে অকারণ
আমার ফুলবন ঘিরে ॥
সখি ! ব'লে দিস্ মলয়ারে, যেন সে আসে না,
চাঁদের প্রিয়া আমি চৈতালি হেনা,
করুণা যাচে কেন মোর কাছে ফিরে ফিরে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

জেলখানার গেট

চতুরীলাল ও লক্ষ্মীপ্রসাদ।

লক্ষ্মী। কৈ—এখনও ছাড়ছে না যে?

চতুরী। ও—অনেক কিছু ঝামেলা আছে দাদা! একবার জেলার দেখবে—একবার বড় সাহেব দেখবে—মেলাবে ঝোলাবে—রামকে ছাড়তে রহিমকে ছাড়া হ'চ্ছে কিনা—দেখবে শুনবে—হিসেব করবে—তবে ত?

লক্ষ্মী। বেটার বরাত জোর!

চতুরী। তা আবার ব'লতে! চুরি মামলায় মোটে সাতটী দিন জেল!

লক্ষ্মী। আরে—সে ত হ'তেই পারে—না খেতে পেয়ে পেটের জ্বালায় চুরি করতে গেছে—প্রথম চুরি—কাঁচা বয়েস, হাকিমের দয়া ত হ'তেই পারে! তা নয়—আমি সে কথা ব'লছিনে! বলি—ত্রিশ লাখ টাকা পথে প'ড়ে পাওয়া—এ তোমার আমার বরাতে মাপে না—চতুরীলাল বাবু! সারাটা জীবন পরের ধনই যখের মতন পাহারা দিলাম!

চতুরী। আর আমি—ডিক্রী ক'রছি—নীলেমে জমীদারী ডাকছি সব পরের! এই যে শ্যামল ভায়া!

[শ্যামলের প্রবেশ]

শ্যাম। বাঃ বেশ! লক্ষ্মীপ্রসাদবাবু—চতুরীলাল বাবু নমস্কার!

লক্ষ্মী। কি—চাকরী চাইতে এসেছ? ম্যানেজারী বুঝি?

শ্যাম। যা জোটে! আপনি কি? ত্রিশ লাখ টাকা যাতে ব্যাঙ্ক থেকে সরে না যায় এই মতলব বুঝি?—আর চতুরীলাল বাবু—মামলা মকদ্দমার চার্জ্জ নেবার সদুদ্দেশ্যে আগমন ত?—তা—এ একটা বাচ্চা মেয়ে, এ আর মামলা করবে কার সাথে?

চতুরী। বাচ্চা মেয়েদের কি আর মামলার দরকার হয় না? দেওয়ানী না হোক—ফৌজদারী ত দাদা যখন তখন বেধে যেতে পারে। Outrage—abduction—divorce—bigamy—পেনাল কোডের আদ্ধেক ধারাই যে বাচ্চা মেয়েদের তরফ থেকে তৈরী—হাঃ হাঃ হাঃ—

লক্ষ্মী। ও কথা থাক! রাজাটার খবর কি—এঁ্যা? আছে এখনও—না হ'য়ে গ্যাছে?

চতুরী। ওর কোনও আত্মীয় আছে খবর রাখ শ্যামল? এক নম্বর মামলা বাধিয়ে দেওয়া যায়! ও রকম খেয়ালী লোককে পাগল সাব্যস্ত করা মোটেই শক্ত হবে না!

শ্যাম। না—আত্মীয় ওঁর কেউ নেই। আর লক্ষ্মীপ্রসাদবাবু যা জিজ্ঞেস ক'রছিলেন—আমি ঠিক খবর রাখতে পারিনি। নিজের কাজে বড় ঝঞ্ঝাটে ছিলাম—তবে সাত দিন observationএ থাকার কথা ছিল—বোধ হয় operation হবে আজ কি কা'ল। (জেলের গেট খুলিয়া গেল) দাঁড়ান মশাই, গেট খুল্লে দেখছি।

লক্ষ্মী। (উঁকি দিয়া) এত লোকও জেল খাটে! ভেতরে লোক দেখছো—সারবন্দী হ'য়ে বসে আছে। ঐ—ঐ—ঐ মেয়েটা নয়?

শ্যাম। থামুন না মশাই! মেয়েটাকে বেরুতে দিন আগে—দূর থেকেই গিলে খেতে চান যে!

লক্ষ্মী। চেকখানা কি ওকে দিয়ে দিয়েছে ব'লে বোধ হয় চতুরীদা?

[জেলের গেট হইতে বাহির হইয়া বেজী চারিদিকে চাহিতে লাগিল]

শ্যাম। আসুন আসুন—রাণী বিদ্যুৎপর্ণা আসুন! নমস্কার—

লক্ষ্মী। নমস্কার! নমস্কার!

চতুরী। আমায় চিনতে পারছেন না বোধ হয়? সেদিন দেখেছেন ত আমায়! আমি হ'চ্ছি আপনার উকিল! যা কিছু যুক্তি পরামর্শ সব আমি দেবো—আমার কাজই ঐ কি না!

লক্ষ্মী। আর টাকা—যা দরকার হয়, আমি আপনাকে দেবো! আমি হ'চ্ছি ব্যাঙ্কার। আপনার টাকা সব আছে আমার কাছে!

বেজী। হ্যাঁ—আপনাকে চিন্‌তে পারছি—সেই বাবুটী—

লক্ষ্মী। তিনিই রাজা—রাজা ভাস্করদেব! আমি হ'চ্ছি তাঁর ব্যাঙ্কার, তাঁর সব টাকা আমার কাছেই র'য়েছে। সেই টাকাই ত এখন আপনার কি না!

বেজী। হ্যাঁ—সেই রাজা আপনাকে দেখিয়ে বলেছিলেন বটে—যে আপনার কাছে কাগজখানা নিয়ে গেলেই আমি তিরিশ লাখ টাকা পাবো। এইটেই সেই কাগজ—নয়?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—এইত সেই চেক—দিন্—ওটা আমায় দিন্! (হাত বাড়াইল)

শ্যাম। আপনাকে দেবেন—তা এখানে কেন লক্ষ্মীপ্রসাদ বাবু? আপনি কি ব্যাঙ্ক পকেটে করে এখানে এনেছেন নাকি? রাণী ব্যাঙ্কে যাবেন—বা তাঁর ম্যানেজার রয়েছে, সে যাবে—গিয়ে আপনাকে চেক ফেলে দেবে—আপনি টাকা ফেলে দেবেন! ব্যস্! আপনার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেল!

লক্ষ্মী। ঢুকে গেল! ত্রিশ লাখ টাকা নিয়ে রাণী তোমার সিন্দুকে তুলে দেবেন—নয়? রাণীর কি এখন তেমন বাড়ীঘর আছে যে টাকা সেখানে রাখবেন? আর বাড়ীঘর থাকলেই বা কি? ত্রিশ লক্ষ টাকা ঘরে পুরে রাখবে চোর ডাকাতের গর্ত্তে দেবার জন্যে—এমন পাগল আজকালকার দিনে কে আছে? ব্যাঙ্ক ত দরকার হয়ই বড়লোকদের! চেক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার টাকা আমারই কাছে জমা দেবেন রাণী! যখন যা দরকার হয়—দু' টাকা দশ টাকা—কি বলেন রাণী? আমার লোক এসে রাণীর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবে!

বেজী। দেখুন—আপনারা ঝগড়া করছেন কেন? এই টাকার ব্যাপারটা কি—আমায় একটু বুঝিয়ে বলুন না!

চতুরী। আমি বলছি। ত্রিশ লক্ষ টাকা—সে কত টাকা জানেন?

বেজী। না—

চতুরী। সে অনেক! এই এত! (হাত দিয়া দেখাইল) সারা জীবন যা মন চায়—তা খরচ করলেও তা ফুরুবে না!

বেজী। এ্যাঁ—

চতুরী। ঐ টাকা সেই রাজা দিয়ে গেছেন আপনাকে।

বেজী। দিয়ে গেছেন ত এই কাগজখানা—কি বলে? চ্যাক?

লক্ষ্মী। ঐ—ঐ চেক আমায় দিন—আমি ত্রিশ লক্ষ টাকা আপনাকে দেবো!

বেজী। দেবেন?—আপনার খুব দয়া!

শ্যাম। না না—ওর দয়া টয়া নয় রাণীজি! ওর কাছে—মানে ওর ব্যাঙ্কেতে—রাজা টাকা জমা রেখেছিলেন। সেই টাকা রাজার হুকুমমত ও আপনাকে দেবে!

লক্ষ্মী। তুমি যে তুই-তোকারী আরম্ভ করলে শ্যামল ?

বেজী। আহা—থামুন না। আচ্ছা—ব্যাঙ জিনিষটা কি ?

লক্ষ্মী। ব্যাঙ্ নয়—ওটা ব্যাঙ্ক !

বেজী। ব্যাঙ্ক ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক হ'ল গিয়ে—অর্থাৎ হ'লাম গিয়ে আমি !

বেজী। আপনি ?

শ্যাম। হে ! হে ! হে ! কোনও মানুষ ব্যাঙ্ক হয় না রাণীজি ! ও আপনাকে বোকা ঠাউরেছে। ব্যাঙ্ক হ'ল গিয়ে—এই একটা বাড়ী—একটা জায়গা—আফিস—যেখানে লোকের—অনেক—অনেক লোকের অনেক টাকা থাকে !

বেজী। আমার টাকাও ব্যাঙ্কে থাকবে ?

লক্ষ্মী। থাকবে না ? ব্যাঙ্কে থাকবে না ত—

বেজী। ব্যাঙ্ক আপনার একার আছে—না আরও কারও আছে ?

লক্ষ্মী। আমার—হ্যাঁ আমারই আছে—আর যাদের আছে—

চতুরী। (হাসিয়া) সব বেজায় ছোট—কেমন ?

শ্যামল। হে ! হে ! হে ! রাণীজি ! ব্যাঙ্ক আছে অগুন্তি ! তার মধ্যে কতক এত বড় যে এই আমার লক্ষ্মীপ্রসাদের ব্যাঙ্ক তার কাছে হ'চ্ছে—এই পাহাড়ের কাছে ব্যাঙের ছাতা। সেই সব বড় ব্যাঙ্ক আপনাকে আমি দেখিয়ে দেবো—তাইতে আপনি টাকা রাখবেন !

বেজী। রাজা ত এঁর কাছেই রেখেছিলেন ?

লক্ষ্মী। এই—এই—রাণীর বুদ্ধি রাজবুদ্ধি ! তোমার ধাপ্পা সেখানে চ'লবে না শ্যামল ! বুঝুন রাণী ! রাজা ভাস্করদেব—কেউ কেটা

নয়—একটা দিকপাল লোক—একটা দুটা নয়—ত্রিশ লক্ষটা টাকা—যার কাছে রেখেছিলেন—

বেজী। বুঝেছি—আপনি লোক ভাল! তা টাকাটা আপনি আমায় কবে দেবেন?

লক্ষ্মী। ওতো আপনারই! যখন যত ইচ্ছে—বিশ টাকা পঁচিশ টাকা—পাঁচ টাকা দশ টাকা—

বেজী। টাকা যখন আমি নেবো—তখন গিয়ে বল্‌তে হবে "মশায় —আমায় এই এত টাকা দিন?" আপনার যদি দেখা না পাই—ফিরে আসতে হবে?

লক্ষ্মী। আহা—না না না, এই যে চেকটা দেখছেন, এর মতন চেক অনেক—অনেক আপনাকে আমি দেবো। এটাতে যেমন হাতের লেখা দেখছেন না—এ রকম লেখা তাতে থাকবে না। এই লেখার জায়গাগুলো থাকবে ফাঁক! আপনি সেই ফাঁকে লিখে দেবেন কত টাকা চাই! নীচে আপনার নাম সই করে' ব্যস্—চেকখানা একটা যাকে তাকে বিশ্বাসী লোক দিয়ে—আমার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবেন—টাকা চ'লে আসবে! কেমন—ভাল ব্যবস্থা নয়?

বেজী। ব্যবস্থা ভাল—কেবল একটু অসুবিধে হ'চ্ছে—

লক্ষ্মী। কোন অসুবিধে রাখবো না রাণীজি! প্রতি হপ্তায় হিসেব পাবেন! নিজে আমি আপনার পাশ বই রাখবো! লেজারে ব'লে দেবো—পাঁচ মিনিটে আপনার চেক পেমেণ্ট হয়ে যাবে!

বেজী। আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারলাম না বাবু—কি করবো—আমি বোকা বইত নই! কিন্তু অসুবিধেটা হ'চ্ছে কি জানেন? ঐ যে চেক লিখে নাম সই ক'রে দেওয়া বল্লেন—

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—আপনার সইয়ের নমুনা থাকবে আমার কাছে!

বেজী। আমি লিখতেই জানিনে ছাই—কি ব'লছেন আপনি—

লক্ষ্মী। এঁ্যা— (এক পা পিছাইয়া গেল—যেন মুখে চাবুক পড়িয়াছে)

চতুরী। হে! হে! হে! একটা টীপ সইয়ে দরখাস্ত ক'রে টাকাটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসে তুলে দেওয়াই বোধ হয় ভাল!

শ্যাম। ওসব প্যাঁচোয়া বুদ্ধি রেখে দাও ত চতুরীলালবাবু! বলি—কোর্ট অব ওয়ার্ডসে টাকা রেখে দিলে—তার পর? তোমার ভোগে লাগবে? উকীল যে এমন বোকা হয় তা জানা ছিল না!—শুনুন রাণীজি! আপনি এখন আমার বাড়ীতে চলুন! দেখে শুনে ঠাণ্ডা হ'য়ে একটা বিহিত করা যাবে! চেক যখন আছে—তখন ও টাকা তুলতে তো আপনি পারেনই—লিখতে জানুন আর না জানুন!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—তুলতে তো পারেনই—তা সে টাকা যার ভোগেই লাগুক শেষে।

শ্যাম। ওর কথায় কাণ দেবেন না—আমার গাড়ী রয়েছে সাথে—আমি আপনার কর্ম্মচারী—আমার বাড়ী সে আপনারই বাড়ী—চলুন সেখানে! খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করুন, সুস্থ হ'ন—তার পর সব কথা হবে!

চতুরী। একটা কথা না ক'য়ে পারি নে—বলি—তুমি ত থাক কোহিনুরের আড্ডায়! সেখানে রাণীকে নিয়ে রাখবে কোথা?—রাণী! আমি গেরস্ত ভদ্দরলোক, বাড়ীতে স্ত্রীকন্যা রয়েছে, আমার বাড়ীতে দু'দিন থাকলে কেউ টুঁ শব্দটীও ক'রতে পা'রবে না। আর শলাপরামর্শ যা দরকার—আপনার যে রকম চমৎকার বুদ্ধি দেখছি—

আমি আপনাকে চিনিনে যখন—

চতুরী। এঃ—চেনেন না ?—সেকি কথা ? আমি রাজা ভাস্করদেবের উকিল—

শ্যামল। আমি ম্যানেজার—

লক্ষ্মী। আমি ব্যাঙ্কার—

বেজী। চিনিনে যখন—তখন আপনাদের কারো বাড়ীতেই আমি যাবো না। বিশেষ ক'রে—যখন আমার দাদা র'য়েছে একটা—

সকলে। দাদা! তাইত—

বেজী। হ্যাঁ—দাদা আছে। দাদাও এখুনি বেরুবে এই জেল থেকে! আমি দাদার সঙ্গেই যাবো! আপনারা যদি সত্যিই আমার উপ্‌কার করতে চান—

সকলে। চাইনে ?

শ্যাম। যদি প্রাণ দিয়েও আপনার—

বেজী। না না—প্রাণ দিতে হবে না। আমায় কিছু টাকা ধার দিন!

সকলে। টাকা ? (যে যার পকেটে হাত দিল)

বেজী। আমি এই চেকের টাকা যখন নেবো—তখন আপনাদের দেনা আমি শুধে দেবো। আপাতক্ আমাদের ঘরে এক দানা চাল নেই—একটা কাণা কড়িও নেই—

শ্যাম। এই নিন—দু'শো টাকা!

চতুরী। এই নিন পঞ্চাশ! দরকার হয় আরও দেবো। আপনার বাড়ীর ঠিকানা দিন।

লক্ষ্মী। আমার সঙ্গে আছে মোটে ১৷৴৫ আনা। এই নিন—আর এই চেক বই রয়েছে, কত টাকা চাই বলুন—চেক লিখে দিচ্ছি—

শ্যাম। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—আবার চেক ?

বেজী। চেক চাইনে। এই ছ'শো, এই পঞ্চাশ আর এই ১।৴৫ আনা, এতেই আমাদের চল্‌বে। আর—দিন—আপনাদের ঠিকানা একটা কাগজে লিখে! আমি গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করবো।

শ্যাম। এ্যাঁ—আপনার ঠিকানা দেবেন না আমায় ?

বেজী। আমি থাকি নোংরা খোলার বাড়ীতে। সেখানে আপনার মত বাবু গেলে—আমি লজ্জায় ম'রে যাবো। আমি করবো, দেখা করবো!

লক্ষ্মী। আমার ঠিকানা—ঐ চেকে ব্যাঙ্কের ঠিকানা আছে। ঐখানেই আমায় পাবেন।

চতুরী। আমার ঠিকানা এই—(কার্ড দিল)

শ্যাম। আমার এই নিন!—আপনার কোন কাজে লাগতে পেলাম না—এমনি অভাগা আমি! আপনার কর্ম্মচারী—চাকর—তবু আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না—এ দুঃখ রাখবার কি জায়গা আছে!

বেজী। আপনারা তা হ'লে বাড়ী যান। আমি দাদার জন্যে একটু দাঁড়াবো এখানে।

(জেল গেট হইতে রমাই বাহির হইল)

দাদা! দাদা!

রমাই। আঃ! চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করিস্‌নি বেজি! এই নে—এই জামার ভাজের ভেতর জেলখানার দু'টো চাপাটী লুকিয়ে এনেছি। আজকের মতন হ'য়ে যাবেখ'ন আমাদের!

বেজী। চুপ্‌! চুপ্‌! তুমি একখানা গাড়ী ডাক দেখি।

রমাই। গাড়ী ?—ও অভাগ্যি! বেজীটা শেষে জেলে এসে পাগল হ'য়ে গেল!

শ্যাম। রাণীজির দাদা বুঝি ? আচ্ছা—আচ্ছা—আমিই গাড়ী ডেকে আন্‌ছি—কোথাকার ভাড়া হবে ?

বেজী। ভাড়া—ভাড়া! দাঁড়ান! গড়ের মাঠের ভাড়া ক'রবেন।

শ্যামল। গড়ের মাঠ ? আচ্ছা— [প্রস্থান]

[জেলগেট হইতে মেধানাথ বাহির হইল]

লক্ষ্মী। কি—ডাক্তার যে—তোমারও কি সাতদিন নাকি ?

মেধা। কি রকম—আপনারা সবাই এখানে ?

চতুরী। তুমি যে বড় ভেতর থেকে বেরুলে ? জেলখানার ভিজিটার বুঝি তুমি ?

মেধা। (মেধানাথ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল) আপনারা এখানে কেন ?

লক্ষ্মী। রাণীজিকে সেলাম দিতে।

মেধা। রাণীজি ?

লক্ষ্মী। আরে—তোমার নাম মেধানাথ রেখেছিল কে ? মেধার ভাণ্ডার শূন্যি দেখছি যে! যাকে রাজা ত্রিশ লক্ষ টাকা—

মেধা। ও—হ্যাঁ—এই মেয়েটীই বটে! ঠিক—মনে পড়েছে বটে। ওর বুঝি মামলায় সাতদিন জেল হ'য়েছিল ? হ্যাঁ—আজ খালাস হ'ল বুঝি ? বেশ—

লক্ষ্মী। রাজার কি হ'ল ? অপারেশন টপারেশন হ'য়ে—সে সব শেষ হ'য়ে গেছে বুঝি ?

[মেধানাথ লক্ষ্মীর দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল]

বেজী। বাবু—বাবু!

মেধা। (ফিরিয়া) আমায় ডাকছো ?

বেজী। হাঁ্যা বাবু, আপনি কোথায় থাকেন? আপনার ঠিকানা?

মেধা। আমার ঠিকানায় তোমার কি দরকার?

বেজী। দরকার? আপনি ডাক্তার তো? (ঢোঁক গিলিয়া) আমার এই দাদার ব্যারাম আছে—ওকে দেখাতে নিয়ে যাবো আপনার কাছে!

রমাই। আমার ব্যারাম?—

মেধা। আমি অনেক দূরে থাকি। সেখানে তোমার দাদাকে কেন নিয়ে যাবে? কাছাকাছি ঢের ডাক্তার পাবে, তাদের দিয়ে দেখিও— [প্রস্থান]

চতুরী। ডাক্তার, শোন একটা কথা!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান]

লক্ষ্মী। (রমাইকে) মহারাজা একটু রাণীজিকে বুঝিয়ে বলবেন। আমার ব্যাঙ্ক সত্যিই খুব ভাল ব্যাঙ্ক। উনি মেয়ে ছেলে, না জানতে পারেন। আপনার তো অজানা নেই—গ্রেট ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক—

রমাই। বেজি!

বেজী। এঁ্যা!

রমাই। ছ্যাখ—ওটা মন্নু নয়?

বেজী। সর্ব্বনাশ! মন্নই ত বটে—

রমাই। সর্ব্বনাশ কি! একটা চেনা লোক পাওয়া গেল—চল্ ওকে ডাকি!

বেজী। না! (লক্ষ্মীর প্রতি) বাবু—একটীবার দয়া করে দেখুন না—গাড়ীর কত দেরী?

লক্ষ্মী। বাঃ। তা আর দেখবো না। (রমাইয়ের প্রতি) মহারাজ আমার কথাটা মনে রাখবেন। [প্রস্থান]

রমাই। তুই পাগল হ'য়েছিস না আমি পাগল হ'য়েছি, কে বলবে? তুই যে এই সব বড় বড় বাবুকে ধ'রে বেড়ে হুকুম চালাচ্ছিস, এর মানেটা কি? আর ওরা যে তোকে রাণী রাণী ক'রছে তারই বা মানে কি?

বেজী। আমাকে বলছে শুধু রাণী—তোমাকে বলছে যে একেবারে মহারাজা!

রমাই। হাঁ—মহারাজা ব'লছিল বটে! সেকি আমায়?

বেজী। পাগল আমরা হইনি দাদা! পাগল হ'য়েছে ওরা সবাই! না—না—সবাই নয়—ঐ এক ডাক্তার লোকটা কেবল পাগল হ'তে বাকি আছে।

রমাই। গাড়ীর জন্যে কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকবি বল্? যদি গাড়ী ক'রতেই হয়—আর ভাড়ার টাকা (বেজী ঘাড় নাড়িল) সত্যিই তোর কাছে থাকে—তা হ'লে সত্যিই গাড়ী চড়াবি! তা বেশ! তা বেশ!! ঐ একটা খালি ট্যাক্‌সি যাচ্ছে—ও ট্যাক্‌সি—ও ট্যাক্‌সি—রোখ্‌কে! রোখ্‌কে!—

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মেধানাথের বাটী

পূর্ণিমা ও ফুল

ফুল। মা আমি সেই গানটা গাইব—তুমি বাজাও না!

পূর্ণিমা। এখন আর গায়না ফুল! বেলা অনেক হ'য়েছে।

ফুল। উঃ—বেলা অনেক হ'য়েছে তবে আর কি! তোমার বাজাতে মন নেই, তাই বল না!

পূর্ণিমা। তা নেইত—আমার মনটা ভাল লাগছে না ফুল!

ফুল। তা ভাল লাগবে কোত্থেকে? একটা মোটে মেয়ে, তাকে একটু আদর ক'রা নেই—একটু গান বাজনা শেখানো নেই, মন কি আর অমনি অমনি ভাল হয়!

পূর্ণিমা। মেয়ে যেন ক'থার জাহাজ!

ফুল। একটু বাজাও না মা! আমি বড় হ'লে কি আর বাজিয়ে দেবার জন্যে তোমায় তোষামোদ ক'রবো? নিজেই বাজাব, নিজেই গাইব।

পূর্ণিমা। নে বাপু নে—যা জেদ ধরবি—তার তো আর কাটান নেই!
(হারমোনিয়ম বাজাইতে আরম্ভ করিল।)

ফুল। তাইতো বলি, একটা মোটে মেয়ে তার কথা কি না শুনে পার?

গীত

মলয় হাওয়া আসবে কবে ফুল ফোটাতে,
বকুল চাঁপার বেল যুথিকার ঘুম ভাঙ্গাতে।

কৃষ্ণ চূড়ার ডালে ডালে
নাচবে তুমি, নাচবে তুমি,
নাচবে তুমি, এসে সাঁজ সকালে,
কোকিল ডাকে, আজ্‌কে এস, চাদ্‌নী রাতে ॥

ফুল। আচ্ছা মা—আমি বাজ্নাতে শিখবো ক'বে?

পূর্ণিমা। বড় হ'লে—

ফুল। বড় হব ক'বে?

পূর্ণিমা। বিয়ে হলে—

ফুল। বিয়ে হলে বড় হয়, না বড় হ'লে বিয়ে হয়?

পূর্ণিমা। বড় হলেই বিয়ে হয় বটে—কিন্তু যদ্দিন বিয়ে না হ'চ্ছে, বাপমায়ে স্বীকার কর'বে কেন যে মেয়ে বড হ'য়েছে!

ফুল। তা'হলে বিয়ে দিতে পা'রছনা ব'লেই আমায় ফ্রক্ পরিয়ে ছোট ক'রে রাখা—কেমন? এই খুল্‌লাম ফ্রক্, দাও আমায় একখানা বড় দেখে সাড়ী—

পূর্ণিমা। মেয়ের মুখে তুবড়ী ফুটছে যেন!

ফুল। বিয়ে না হ'লে বড় হওয়া যাবে না—বড় না হ'লে বাজনা শেখা যাবে না,—তাহলে আমায় দাও বিয়ে—এক্ষুণি!

পূর্ণিমা। হিঃ হিঃ হিঃ—

ফুল। ইঃ—হেসে একবারে গড়িয়ে পড়লেন মেয়ে! নিজে বাজনা শিখে, বে' থা সেরে গ্যাঁট হ'য়ে বসে আছেন কিনা! দেবে কি না:আমার বিয়ে—তা বল!

পূর্ণিমা। আচ্ছা—তা উনি আসুন—বলবো এখন। হিঃ হিঃ হিঃ—

মেধা। (নেপথ্যে)—ফুল—

ফুল। ঐ যে—ঐ যে—বাবা! মা—ক'থা মনে রেখ, ভুল হয় না যেন!

[মেধানাথের প্রবেশ]

মেধা। চট ক'রে দু'টো ভাত বেড়ে দাও তো পূর্ণিমা, সময় নেই—বড় দেরী হ'য়ে গেছে!

পূর্ণিমা। যাই! যাবে কোথায়? হাসপাতালে বুঝি?

মেধা। হ্যাঁ, আজই অপারেশন জানত?

পূর্ণিমা। ভগবান করুন—রাজা সেরে উঠুন।

মেধা। হ্যাঁ—রাজাকে সারিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র ভগবান! ডাক্তারী শাস্ত্র অপারগ—

পূর্ণিমা। যাই— (প্রস্থানোদ্যত)

ফুল। বাঃ—তুমি যে চললে গুটীসুটি! আমার কথা?

পূর্ণিমা। তুই নিজেই বল না— [প্রস্থান]

মেধা। কি কথা ফুল?

ফুল। কথা—আমার বিয়ে দেবে কবে?

মেধা। বিয়ে?

ফুল। হ্যাঁগো—বিয়ে! আমি যেন আর বিয়েও ক'রবোনা—বড়ও হব না—বাজনাও শিখবো না! ক'বে দেবে আমার বিয়ে—বল—

মেধা। কবে বিয়ে দিতে বলিস তুই?

ফুল। এক্ষুণি—

মেধা। বেশ, তা আসি—হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি—রাত এগারটার পর বাড়ীর দোরে যে এসে কড়া নাড়বে—তারই সাথে তোর বে' দোব!

ফুল। দেবে? দেবে? বাবাটী যেন সোণাটী, মা'টী যেন কি—কেবল ফাঁকি আর ফাঁকি! [নাচিতে নাচিতে প্রস্থান]

(মেধানাথ খবরের কাগজ উল্টাইতে লাগিল)

[পূর্ণিমার প্রবেশ]

পূর্ণিমা। খাবার দেওয়া হ'য়েছে—কাপড় ছেড়ে ফেল—

মেধা। না—সে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে, তুমি খাবার টেবিলে দিতে বল! অ্যাঁ—পূর্ণিমা—পূর্ণিমা— (লাফাইয়া উঠিল)

পূর্ণিমা। কি—কি—অমন করে উঠলে কেন?

মেধা। এই যে—এই যে—দেখছ— (কাগজ দেখাইলেন) Arrival —প্রফেসার ভন কার্ণফ—

পূর্ণিমা। কে সে?

মেধা। (বিচলিত স্বরে) কার্ণফ—কার্ণফ—পূর্ণিমা, জার্ম্মেণীর—জার্ম্মেণীর কেন—পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সার্জ্জন—

পূর্ণিমা। সার্জ্জেন! বুঝেছি—রাজাকে দেখাতে চাও বুঝি!

মেধা। এইমাত্র বলছিলাম না—রাজাকে সারিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র ভগবান! ভগবানই বুঝি কার্ণফকে পাঠিয়েছেন!

পূর্ণিমা। যত বড় ডাক্তারই হোক—কার্ণফ তো ডাক্তার ছাড়া কিছু নয়! তুমি বলছিলে তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র এ রোগ সারাতে অপারগ!

মেধা। সত্যি—কিন্তু কার্ণফ হ'চ্ছে সেই শ্রেণীর ডাক্তার—যারা ডাক্তারী শাস্ত্র সৃষ্টি ক'রে—

পূর্ণিমা। তা দেখ—ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন—এস খেয়ে নেবে এস—

মেধা। খাবার সময় আর কই পূর্ণিমা? কাগজে দেখলে না—

কার্ণফ অষ্ট্রেলিয়ায় চ'লেছে—উড়োজাহাজ থেমেছে কলকাতায় পাঁচ ঘণ্টার জন্যে! যদি রাজী ক'রাতে পারি—এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অপারেশন শেষ ক'রে তাকে ছুটী দিতে হ'বে—

পূর্ণিমা। খাবে না?

মেধা। খাব'খন গাড়ীতে কি হাসপাতালে—এখন এক মিনিটও—

[প্রস্থান]

পূর্ণিমা। তৈরী খাবার বরাতে হ'ল না—

[বামীর প্রবেশ]

বামী। মা!—

পূর্ণিমা। আমায় এখন বিরক্ত করিসনে বামী, আমি একটু বাদে নীচে আসছি!

বামী। একটা হ্যাংলা গোছের মেয়ে কোত্থেকে এসে বাড়ীতে ঢুকলো, তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে কিছুতেই যাবে না!

পূর্ণিমা। ভ্যালা আপদ, নিয়ে আয় ওপরেই—আমি আর উঠতে পারছিনে এখন! [বামীর প্রস্থান]

ভগবান রাজাকে ভাল ক'রে দাও! রাজা না বাঁচলে এ মানুষটা কি শোক সইতে পারবে?

[বেজীর প্রবেশ]

কে তুমি?

বেজী। আমি? আমি—ডাক্তারবাবু আমাকে চেনেন—আপনি বুঝি তাঁর ইস্তিরী—

পূর্ণিমা। হাঁ আমি তাঁর স্ত্রী—তোমার কি দরকার ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর কাছে?

বেজী। দরকার? আমার একটা জিনিষ—এই কাগজখানা আপনার কাছে রেখে যাব—(চেক দিল)।

পূর্ণিমা। চেক্ ! একি—ভাস্কর দেবের চেক্—তুমি ত্রিশ লক্ষ টাকা —তুমি সেই মেয়ে—তুমি ?

বেজী। আপনি আমার কথা জানেন দেখছি, ভালই হ'য়েছে। শুনুন —আমি জেল থেকে বেরুচ্ছি এইমাত্র। বেরুবামাত্র অনেক-গুলো লোক আমায় চা'রদিক থেকে ঘিরে ধরলো। কেউ টাকা দেয়—কেউ তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। চেক্ খানার ওপর সকলের নজর—এটা আপনার কাছে রেখে গেলাম !

পূর্ণিমা। আমি তোমার চেক রাখতে যাব কেন ?

বেজী। না রাখলে ওকি থাকবে ? চুরি ক'রে নিয়ে যাবে—কি কে'ড়ে নিয়ে যাবে। মন্নুকে লাগিয়েছে আমার পেছনে ! সেই ভয়ে আমি সোজা ডাক্তারবাবুর গাড়ীর পেছনে এখানে এসেছি !

পূর্ণিমা। তাইত !

বেজী। চেক্ রইল এখানে—যে ক'দিন আমি লিখতে না শিখি !

পূর্ণিমা। লিখতে শিখবে কি ?

বেজী। শিখবো না ত সই করবো কি ক'রে ? সই ক'রতে না পারলে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেব কি ক'রে ? জমা দেবার ব্যবস্থা আগে না করে টাকা তুলি কি ক'রে ? আমার মুস্কিলটা —আপনি ডাক্তার মানুষের ইস্তিরী এত ক'রেও বুঝতে পাচ্ছেন না কে'ন ?

পূর্ণিমা। তা ত্রিশ লক্ষ টাকা হাতে পেলে সকলেরই একটু মুস্কিল হয় —তোমার হ'বে তার আর আশ্চর্য্য কি ? তা দেখ, আমার স্বামী অর্থাৎ আমি যাঁর স্ত্রী—সেই ডাক্তারবাবু এখন ঘরে নেই—হুট্ ক'রে তোমার ত্রিশ লক্ষ টাকার চেক্ আমি তাঁকে না জানিয়ে নিজের কাছে রাখতে পারিনে ত !

বেজী। তাহ'লে চেক আপনার কাছে রাখতে হ'বেনা—আমাকে আপনার কাছে রাখুন!

পূর্ণিমা। এ্যাঁ! বেশ মেয়ে তো তুমি!

বেজী। তা ত্রিশ লাখ টাকার চেক হাতে ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে আমি কি মন্নুর হাতে মরবো নাকি! আমি রইলাম এখানে—যতক্ষণ ডাক্তারবাবু না ফেরেন।

পূর্ণিমা। আচ্ছা—তা থাক—আমি একখানা কাপড় দিচ্ছি, ঐ ছেঁড়া কালসিটে ন্যাকড়া খানা ফেলে দাও খুলে!

বেজী। কাপড়! তা আপনার কাপড় নিই কে'ন! আমায় দু'খানা শাড়ী আপনি কিনে আনিয়ে দিন! এই টাকা রয়েছে আমার কাছে! (টাকা বাহির করিল)

পূর্ণিমা। টাকা তোমার ছিল—তবে চুরী ক'রতে গেছলে কেন?

বেজী। ছিল না—ধার করেছি—যারা আপনারজন সেজে এসেছিলো—তাদের কাছে।

পূর্ণিমা। ওঃ—

বেজী। কাপড় দু'খানা—একটা সেমিজও কিনবো নাকি?

পূর্ণিমা। তা কেন না, তোমার তো টাকা রয়েছে ঢের!

বেজী। তা রয়েছে! দাদা অনেকগুলো টাকা নিয়ে গেছে—তবু এখনও রয়েছে বৈকি! দু'খানা কাপড়—দু'টো সেমিজ।

পূর্ণিমা। আর কিছু চাই না?

বেজী। আর যা চাই—তা ত কিনতে পাওয়া যাবে না বোধ হয়!

পূর্ণিমা। কিনতে পাওয়া যাবে না—সে কি জিনিষ?

সে জিনিষ একটা মাষ্টার!

চতুর্থ দৃশ্য

হাসপাতালের ওয়েটিংরুম

লক্ষ্মীপ্রসাদ, চতুরীলাল, শ্যামল।

লক্ষ্মী। ১।৴৫ আনাই লোকসান হ'ল বলে বোধ হচ্ছে।

চতুরী। হ্যাঁ—ও মেয়ে ভাগলবানী! দুর্ব্বুদ্ধি আর কারে বলে—পঞ্চাশ পঞ্চাশটে টাকা, তাও আবার মক্কেলের টাকা, ঝাড়াকসে ফেলে দিলাম!

শ্যাম। একেবারে ছুট্টে হাওয়া দিলে—যেন আমরা সুন্দর বনের বাঘ। চুলোয় যাক! আমাদের কথা মত চল্‌তিস্—তোরই ভাল ছিল—দশ জোচ্চ'রে ঠকিয়ে নেবে!

লক্ষ্মী। তুমি আবার একেবারে দু' দুশো টাকা ঝেড়ে দিলে!

শ্যাম। সে কত ভাবে কত যায়—তার জন্যে দুঃখ কি? মেয়েটার ব্যাভার দেখ একবার—ছোটলোক কি আর গাছে ফলে?

চতুরী। এই কার্ণফ্ লোকটা কোথা থেকে এ'ল হে শ্যামলবাবু?

শ্যাম। আস্‌মান্ থেকে!

চতুরী। তাইত' দেখছি! বলি—স্রেফ্ জোচ্চুরী নয়ত—এই মেধানাথের?

শ্যাম। মেধানাথের জোচ্চুরী কি রকম?

চতুরী। আরে বুঝ্‌ছ না—বিশ হাজার টাকা জমা দিয়েছে—অপারেশনের জন্যে। খরচা হয়তো দু'হাজারও হবে না, একটা বাজে লোক্‌কে কার্ণফ্ মার্ণফ্ বলে খাড়া করে—তাকে

দিয়ে ছুরী ধরা'তে পারলে—ব্যস—লে আও ফিস্ পনের হাজার টাকা—আধা আধি বখরা !

লক্ষ্মী। কথাটা ভেবে দেখবার মত কিন্তু শ্যামল ভায়া ! আমাদের অবশ্য ও টাকা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই—রাজা সুস্থ থাকতে যখন নগদ জমা দিয়ে গ্যাছেন—

শ্যাম। মাথা ঘামাবার কিছু নেই—কেমন কথা ? চিকিৎসায় লাগে—কোন কথা কইবার ছিল না—ফাঁকি দিয়ে যদি মেধানাথ নেয়—আমরাই বা দোষ ক'রেছি কি ?

লক্ষ্মী। রাজা বুদ্ধিমান হ'য়েও কাজটা কাঁচা কাজ করে গ্যাছেন—উচিত ছিল ব্যাঙ্কের ওপর ভার দিয়ে যাওয়া—চিকিৎসার খরচপত্র তদ্বিব করবার—

[নার্শ ও এসিষ্টেণ্টের প্রবেশ]

শ্যাম। মশাই ! অপারেশন কখন হবে ?

এ্যাঃ। আপনারা উঠে না গেলে নয় ! [উভয়ের প্রস্থান]

শ্যাম। দেখলেন—কি রকম অভদ্র দেখলেন ?

লক্ষ্মী। ভদ্র কর্ম্মচারী এক ব্যাঙ্ক ভিন্ন আর কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় না ভায়া—মিছে আপশোষ কেন কর !

[রিপোর্টারের প্রবেশ]

শ্যাম। আপনি কে ?

রিপো। আমি ইণ্ডিয়ান স্বরাজ কাগজের রিপোর্টার, আপনারা এখানে কি করছেন ?

চতুরী। ইণ্ডিয়ান স্বরাজ যাতে চট্ করে চলে আসে—তারই চেষ্টা করছি !

রিপো। ভাস্কর দেবের অপারেশন ত এইখানেই হবে—নয় ?

লক্ষ্মী। আপনি রিপোর্টার ?···কি রিপোর্ট লিখেছেন দেখি ?

রিপো। রিপোর্ট আগে কি লিখবো মশায় ? আগে অপারেশন হোক—

লক্ষ্মী। আরে মশায়—অপারেশন যদি হয় রাত বারোটায়—আপনি তারপর কখন রিপোর্ট লিখবেন—কখন প্রেসে দেবেন ? নতুন চাকরী আপনার—নয় ?

চতুরী। ছেলে মানুষ ! লিখে ফেলুন—লিখে ফেলুন—এইভাবে লিখুন—"অপারেশন টেবিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, সিনিয়র হাউস সার্জ্জন ডাক্তার অমুক—রাজার নিজস্ব ফিজিসিয়ান ডাক্তার মেধানাথ, আরও ঢের ঢের লোক—কার্ণফ সাহেব একটা খাকী রঙ্গের সার্ট পরে ছোরা চালিয়ে দিলেন বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র হস্তে—

রিপো। মশাই—না দেখে শুনে এ সব আমি লিখতে গেলাম কেন ? ভুল কথা যদি খবরের কাগজে বেরোয়—

চতুরী। ভুল কথা আপনার খবরের কাগজে বেরোয় না—থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে বেরোয় না—তবে বেরোয় কোথায় শুনি ?

লক্ষ্মী। আপনি কি আমাদের নাবালক পেয়ে ধাপ্পা দিতে এয়েছেন ?

শ্যাম। আরে ভুল কথা না ব'লে ওটাকে কল্পনা ব'লে ধরে নিলেই ত চুকে যায় !

[সৎকার সমিতির সেক্রেটারীর প্রবেশ]

আপনি কে মশাই ?

স—সে। আমি অল্-ইণ্ডিয়া নাইটিঙ্গেল সৎকার সমিতির সেক্রেটারী। রাজা ভাস্কর দেব—তাঁর অপারেশন হবে কখন ?

শ্যাম। আয়োজন সব করে ফেলেছেন নাকি ?

স—সে। তা একটা রাজা লোক—বৃহৎ আয়োজনই ক'রতে হবে বৈকি—সঙ্কীর্ত্তন—খাট—মালা—ফুল—

লক্ষ্মী। খরচা পাশ করিয়ে নিয়েছ হাসপাতাল থেকে ?

স—সে। মানে ? তা আমরা এয়েছিলাম—কথা বার্ত্তা এক রকম হয়ে গ্যাছে এ্যাকাউণ্টস্ ডিপার্টমেন্টের সাথে।

[মেধানাথ বাহির হইতে আসিয়া ভিতরে প্রস্থানোদ্যত]

শ্যাম। কার্ণফ্ এয়েছে—মেধানাথ বাবু ? (মেধানাথ মাথা নাড়িল)

চতুরী। সত্যই লোকটা—কার্ণফ ত' ডাক্তার ?

লক্ষ্মী। আঃ—আঃ—কি বল চতুরীলাল—তা নয় ডাক্তার বাবু! বাঁচবেই না যখন—ডাক্তারী সায়েন্সেই যখন বলেছে বাঁচবেনা—তখন শুধু শুধু খরচা বাড়াবার জন্য কেন আর কার্ণফ্‌কে ডাকা ?

[মেধানাথ লক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া ভিতরে প্রস্থান করিল]

(নেপথ্যে হুইসেল)

রিপো। এ কিসের হুইসেল মশাই—(ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখিয়া লিখিতে লাগিল)।

স—সে। আমি জানি! ও হুইসেল মানে সব রেডি—অপারেশন আরম্ভ হবে ! সবাইকে যার যার যায়গায় ঠিক তৈরী থাকবার সঙ্কেত—নার্স—এসিস্‌টেণ্ট—যে নাড়ী ধরবে,—যে ক্লোরফর্ম দেবে— (আবার হুইসেল)

রিপো। এবার আবার কি ?

স—সে। ছুরি বসেছে—

শ্যাম। চট্ পট্ হ'য়ে গেলে বাঁচি—(ঘড়ি দেখিয়া) নাঃ—আমার আর দাঁড়াবার যো নেই—নেহাৎ না এলে কেমন দেখায়—তাই আসা!

কিন্তু—কাজের যা ক্ষতি হল ! সারা সকালটা গেল জেল গেটে একটা ছ্যাঁচড়া মেয়ের তোয়াজ করতে—সারা বিকেল—

(কয়েকজন এসিস্ট্যাণ্ট ভিতর হইতে আসিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল)

চতুরী। ও লোকগুলো বেরিয়ে গেল যে ?

স—সে। ওদের কাজ হয়ে গ্যাছে।

চতুরী। অপারেশন হ'য়ে গেল ?

লক্ষ্মী। ছুরিতে ধার থাকলে একটা মানুষকে আর কেটে ফেলতে কতক্ষণ লাগে ?

শ্যাম। শেষ খবরটা পাওয়া যায় কার কাছে ? (ভিতরে উঁকি দিল)

লক্ষ্মী। ভেতরে উঁকি দিচ্ছ কেন ? রক্তারক্তি দেখে শেষে রাত্তিরে খাবার মুখে উঠ্‌বে না— (উঁকি দিল)

চাতুরী। তা নয়—খাবার মুখে উঠ্‌বে না কেন—তবে ঘাড়ধাক্কা না দেয়— (উঁকি দিল)

রিপো। কার্ণফ্‌ লোকটার চেহারা একবার— (উঁকি দিল)

স—সে। কখন লাস ছাড়বে কে জানে— (উঁকি দিল)

[দ্বারপথে মেধানাথ]

সকলে। মেধানাথ—ও মেধানাথ !

[মেধানাথের প্রবেশ]

(সকলেই অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে মেধানাথের দিকে চাহিল)

মেধা। ভয় নেই—আপনাদের রাজা বেঁচে গ্যাছেন— [প্রস্থান]

(সকলেই স্তম্ভিত)

স—সে। বাঁচলো—এ্যাঁ ?

রিপো। কার্ণফে্‌র মাথায় একটু টাকের মতন দেখলাম না মশাই ?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বস্তি

রাঘব ও মন্নু

রাঘব। তোর মতলবখানা খুলে বলতে পারিস মন্নু? আজ দশ বছর ধ'রে মেয়ে নিয়ে তোর পেছনে পেছনে ঘুরছি—তোর আর বে' করবার সময় হয় না! বছরের ছ'মাস থাকবি জেলে, বাকি ছ'মাস পথে পথে! এদিকে মেয়ে আমার বুড়িয়ে গেল! তুই আজ আমায় সাফ জবাব দে বাপু!

মন্নু। রাখ বাপু! এখন আমার মাথার ঠিক নেই! বেজী গেল কোথায় বল দেখি?

রাঘব। ওঃ—বেজীর ওপর ঝোঁক প'ড়েছে বটে! তাই সৈরভীকে বে' করবার কথা উঠলেই ধম্মোবাপের ওজর আর তাড়ীখানার ওজর—কেমন কি না? দেখ মন্নু—আমার নাম হ'চ্ছে রাঘবচন্দোর! তুই যখন মায়ের কোলে, তখন আমি ডাকসাইটে গুণ্ডা! তখনই আমার নাম র'টে গেছে রাঘব বোয়াল! আমার মেয়েকে অপগেরাহ্যি! তোর কত বড় আস্পর্দ্ধা একবার দেখে নোব!

মন্নু। দেখে নেবে তা নিও! মোদ্দা আমার ধম্মোবাবা যা বলে—পিনেল কোড বাঁচিয়ে কাজ ক'রো! বেজী—আরে রাধেমাধব,

বেটী ত্রিশ লক্ষ টাকা মেরে ব'সেছে, নইলে কে ওর নাম মুখে আ'নত ?

রাঘব। ভিখেনের আড্ডায় আজ দিনের বেলায়ই ঢুকেছিলি বুঝি ? নেশাটা বড় জোর হ'য়েছে—না ? লাখ বেলাখ স্বপন দেখছিস্ কেবল !

মন্নু। কথা বিশ্বেস না কর—আমার এইটি ! (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন) মোদ্দা টাকা সে পেয়েছে ! ত্রিশ লাখ টাকা ! আর সে টাকা তার পাবার কথা ছিল না—পাবার কথা ছিল আমার !

রাঘব। তোর ? হে ! হে ! হে ! এক কলসী জল মাথায় ঢালতে হ'ল দেখছি ! সৈরভী—

মন্নু। আরে—আমার মানে আমার ধম্মোবাপের ! ধম্মোবাপের টাকা আর ধম্মোপুত্তুরের টাকা—ওকি আর পেরথক ? বেজী এদিকে আসেনি তাহলে— [প্রস্থানোদ্যত]

রাঘব। তুই চল্লি যে ? বে'টার তাহ'লে হবে কি ?

মন্নু। তুমি যে বড় বে'আন্দাজ ঝামেলা বাড়িয়ে তুললে বাপু ! বলছি—ধম্মোবাপের মত হ'য়েছে, একটু হাতের কাজগুলো মিটলেই—একদিন বসে বিয়েটা করে ফেলা যাবে। বুড়ো যা হবার তা তো হ'য়েছে তোমার মেয়ে ! আর দু'টো দিন দেরী হ'লে কি এমন পিনেল কোড অশুদ্ধ হ'বে তাতে ?

রাঘব। তুই আবার তাড়ীখানার দিকে চল্লি ? আর নেশা করিস নি বাবা—নর্দ্দামায় গড়াগড়ি খাবি এখন !

মন্নু। নর্দ্দামায় গড়াগড়ি খাক তোমার বুড়ো মেয়ের সাতগুষ্টি ! মোটে পেটে গেল না একটি ফোঁটা—ও আমায় নর্দ্দামা দেখাচ্ছে।

রাঘব। বুড়ো মেয়ের সাতগুষ্টি? মারবো একটি লাথি!

মন্নু। লাথি মারতে আমরাও জানি বাবা! কেবল রক্ষে যে পিনেল কোড বাঁচিয়ে চলতে হয়। যাই—না-হক চেঁচিয়ে ফল নেই—বেজীকে খুঁজে বার করতেই হ'বে। [প্রস্থান]

রাঘব। বেটা—নেশাখোর অকর্ম্মা! নেতান্ত মেয়ের বিয়ের দায়, নইলে ওকে তিন কাহুটী দিয়ে বস্তি থেকে বার ক'রে দিতাম। রাঘবচন্দোরের সঙ্গে চালাকি! [প্রস্থান]

[নানারকমের কাপড় জামা পিঠে ও মাথায় করিয়া রমাইয়ের প্রবেশ]

রমাই। ঘরটা তালা বন্ধ করলে কে? কাপড়গুলো রাখি কোথায়? ও সৈরভী—সৈরভী! সিলিকের লুঙ্গিটা যা কিনেছি—বেশ! আর সাহেবী টুপিটা, আর লাল রঙের এই জামাটা—ও সৈরভী, সৈরভী! একটা রাজালোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে, তা সৈরভী সুন্দরীর কানেই পৌছোয় না!

[সৈরভীর প্রবেশ]

সৈরভী। কে র‍্যা? ওমা তুই এলি কোথা হ'তে? এত জামাকাপড় কার?

রমাই। যে পয়সা দিয়ে কিনেছে—তার!

সৈরভী। তুই কিনেছিস? পয়সা পেলি কোথায়?

রমাই। তোর ঠেঙ্গে নিয়েছিনু যে!

সৈরভী। কথার ছিরি দেখ না! আমি তোকে দেবোই বা কেন—আর দিতে পাবোই বা কোথা থেকে? আমার কি রোজগেরে ভাতার আছে যে কাঁড়ি কাঁড়ি এনে আমায় দেবে, আর আমি রাস্তার লোক ডেকে বিলিয়ে দোব?

[প্রস্থানোদ্যত]

রমাই। তুই চল্লি যে! টুপিটে বেশ—নয়?

সৈরভী। [হাসিয়া] কি চেহারাই বেরিয়েছে গুণোধরের!

রমাই। তোরও চেহারা বেরুবে এখন! এই দেখ্! (দু'খানা কাপড় হাতে করিয়া) একটা তোর, একটা বেক্সীর! লাল নিবি না নীল নিবি? নীল নিবি না লাল নিবি? জলদি বল জল্দি—

সৈরভী। আমি নোব কেন তোর কাপড়? দিবি তো নীলটেই দে!

রমাই। এই নে—প'রে ত্যাখ—দিব্য মানাবে!

সৈরভী। চুরী করেছিস বুঝি?

রমাই। যাই করি—তোকে দিয়েছি, তুই পর!

সৈরভী। না—তোর কাপড় তুই নিয়ে যা! তুই আমার কে—যে তোর কাপড় আমি পরবো?

রমাই। তা যদি বলিস তো তুই বা আমার কে—যে নিত্যি নিত্যি তোর হাঁড়ি থেকে ভাত বার করে নিয়ে এসে আমি খেতে বসবো?

সৈরভী। তোর যেন খেতে ছিল না!

রমাই। তোর বুঝি মেলাই প'রতে আছে? মন্নু দিয়েছে—না?

সৈরভী। মারবো মুড়ো খ্যাংরার বাড়ী! মন্নু! আমি তার কাপড়ের পিত্যেশে বসে আছি কি না!

[কাপড় ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান]

রমাই। ও সৈরভী—সৈরভী! ওরে রাগ ক'রে যাস্নি—নিদেন তোর কাপড়খানা নিয়ে যা! দু'ত্তোর—মাগী বুড়ী—হাবড়া—হ্যাংলা—ক্যাংলা! না নিলি কাপড়—নেই,—বেক্সা দু'খানাই পরবে! (কাপড় তুলিয়া লইয়া) ও যদি পরতো—ওকে মানাতো বেশ!

[রাঘবের প্রবেশ]

রাঘব। এই ব্যাটা কাপড়েবালা! আমার বস্তিতে ফিরি করছিস, আমায় একখানা কাপড় দিতে নেই? দু'দিন বাদে মেয়ের বিয়ে—আরে রেমো নয়? তুই বহুরূপী সেজেছিস নাকি?

রমাই। ফিরিওলাও নই, বহুরূপীও নই—ঘরটা খুলে দাও!

রাঘব। ঘর! ঘর খুলবো? আমার ভাড়া দেবে কে? ও হ'চ্ছে না! একবার যখন তোমায় বা'র করতে পেরেছি বাপধন—আর ঢুকতে দোব না। সাড়ে উনপঞ্চাশ বাকি!

রমাই। হিসেব করো—সাড়ে উনপঞ্চাশ না—তেত্রিশ!

রাঘব। তেত্রিশ? সেদিন হিসেব ক'রে নিজে মুখে স্বীকার ক'রে গেলি—সাড়ে উনপঞ্চাশ—

রমাই। সেদিন হিসেব হ'য়েছিল—সে না-দেবার হিসেব। টাকা যদি নিতে হয় ত অন্য রকম হিসেব ক'রতে হ'বে! হিসেব ধর—এক বছর আট মাস—

রাঘব। এক বছর আটমাস কি রকম? দু'বছর—

রমাই। আগের দিকে তো দু'মাস ঘরে ছাউনি ছিল না, পরের দিকে দু'মাস ঘরের ভিৎ খুঁড়ে গ্যাছে! সে চারমাসের ভাড়া দোব না! দোব না—ক'রবে কি?

রাঘব। বাদ বাকি দিবি নাকি? তাহ'লে এক বছর আটমাসই—

রমাই। কুড়ি মাসে সাত সিকে ক'রে—কর হিসেব!

রাঘব। পঁয়ত্রিশ—

রমাই। তার দু'টাকা মাফ—রইল তেত্রিশ— (টাকা বাহির করিল)

রাঘব। সত্যি সত্যি টাকা! অ্যাঁ—টাকা! ও—রেমো—

রমাই। দু'টাকা মাফ তো? তেত্রিশে রফা হয় ত এই নাও—

না হয় ত টাকা রইল ট্যাঁকে—আমার কাপড়ের বস্তা নিয়ে আমি দোসরা বস্তিতে চ'লি!

রাঘব। আরে রেমো—তুই আমার ছেলের মতন—বেজী আর সৈরভী আমার একবয়েসী—তোকে দু'টাকা মাফ দেবো—হে! হে! হে! দে টাকা দে—(হস্ত প্রসারণ)

রমাই। সৈরভী আর বেজী একবয়েসী? বেজীর ঠানদি, মানে আমার ঠানদি বেঁচে থাকলে সৈরভীর চেয়ে বেশী বুড়ো দেখাত না—এ আমি হলফ ক'রে ব'লতে পারি!

রাঘব। সে কথা মরুকগে! তুই টাকা দিবি তো দে!

রমাই। সে কথা মরবে? ওরে আমার মরা রে! যে মিথ্যেবাদী পাষণ্ড বলে বেজী সৈরভীর মত বুড়ো—তার ঘরে বাস ক'রবে মহারাজা রমাইবল্লভ? আমায় দোসরা বস্তিই দেখতে হল!

রাঘব। আরে ঠাট্টা বুঝিসনে কেন বলতো রেমো? (রমাইয়ের হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইল) এই নে চাবি! ঘর খুলে ব'সগে যা! বেজী কই?

রমাই। বেজী আসবে দু'একদিন বাদে! সে এক বড়োলোক বাবুর বাড়ীতে আছে।

রাঘব। বড়োলোক বাবু? হে! হে! হে!—তা সোমত্ত বয়েস—বড়লোক বাবু হ'বে বৈকি দু'এক জনা!

রমাই। টাকা দিয়েছি তো টাকা দিয়েছি—তোর ঘরে ঢুকবে কোন চামার? আমার বেজীকে তুই তেমনি পেলি? ছোট লোক, ইতর! চ'ললাম আমি ১৭নং খালপার! ভাল ভাল ঘর, দিলদরিয়া বাড়ীওলা—রাজামহারাজার মান রেখে কথা কইতে জানে!

রাঘব। আরে বাপ একালের ছোকরাদের মেজাজই মানোয়ারী মেজাজ! আরে কি আর ব'লেছি আমি? ও বাপ্ রমাই-বল্লভ! কি খাবে বল—

রমাই। আচ্ছা, তাহ্লে আমি যাই ঘরে! খবরদার—বেজীর নামে ওসব নোংরা কথা বারদিগর বা'র করেছ কি বাপধন—তোমার বুড়ো মেয়েরও খাতির রাখবো না, তোমার ভাঙ্গা খোলার ঘরেরও মায়া ক'রবো না! সোজা চলে যাব ১৭নং খালপার! এই কাপড়টা নিয়ে যাও—সৈরভীর জন্যে এনেছি—(কাপড় ছুঁড়িয়া দিল) তা সে রাগ ক'রে নিলে না!

[প্রস্থান]

রাঘব। রাগ করে নিলে না? আমার মেয়ে হয়ে? (কাপড় লইয়া) ও সৈরভী—সৈরভী—ওরে ও বোকা মেয়ে—

[সৈরভীর প্রবেশ]

সৈরভী। কি চেঁচাচ্ছ বাপু? আমার কি কাজ কর্ম্মো নেই?

রাঘব। আরে কাজকম্মো তো আছেই। রেমোটা এয়েছে—বেজী আবার সাথে আসেনি। ছোঁড়াটাকে একটু ভালমন্দ রেঁধে খাওয়া না!

সৈরভী। তোমার কি শীগগীর ভালমন্দ কিছু হ'বে নাকি! ভূতের মুখে রামনাম! সেদিন দেখি দুটো পান্তোভাতের তরে মানুষটাকে তুমি গোবেড়েন ক'রলে!

রাঘব। সে ক'থা থাক—ও কি খেতে টেতে ভালবাসে জানিস্? একবার না হয় বাজারটা ঘুরে আসি!

সৈরভী। আমি জানবো কোত্থেকে? সেকি আমার ভাই না ভা—(অর্দ্ধোক্তি) যে আমি খবর রাখব—সেকি খেতে ভালবাসে?

রাঘব। ভাইত নয় জানি! তবে বিড় বিড় ক'রে কি বললি, তা যদি করে নিতে পারিস তো নে এই বেলা! নীলেম্বরী খানা রাগ করে ফেলে গেছিস—বোকা আর কাকে বলে? ওর ট্যাকা আছে রে—হাতিয়েছে কোথাও! দেখ—আমি বাজার থেকে কাদা-চিংড়ী নিয়ে আস্‌ছি! কটলেট ক'রে খাওয়াবি— (প্রস্থানোদ্যত) মোদ্দা নীলেম্বরী খানা পরে রাঁধতে বোস! [প্রস্থান]

[রমাইয়ের প্রবেশ]

রমাই। হেঃ হেঃ হেঃ—কাপড় নিয়েছিস্ তা হ'লে? বেশ—বেশ!

(সৈরভী ও রমাইয়ের দ্বৈত গীত)

গীত

সৈ—এই রইল তোর সাধের বসন।
রমাই—নীল সাড়ীতে বুঝি তোর উঠলো না মন?
সৈ—বল দেখি বসন-চোরা হ'লি কখন থেকে?
রমাই—যেদিন থেকে মন্দ হ'লাম
(ঐ) চন্দ্রবদন দেখে,
সৈ—বলি চোরকে দিয়ে আস্কারা
ঘরছাড়া ওরে মুখপোড়া,
মোর, কুলমান জাতি খোয়াব কি শেষে।
রমাই—আমি যার জন্য কর্‌নু চুরি,
সেই বলে হায় চোর
সৈ—পথ ছাড়্ বলছি,
রমাই—যাবি যদি তবে এই সাড়ীতে
ছুঁইয়ে যা তোর চরণ!

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেধানাথের বাড়ী

পূর্ণিমা ও বেজী।

বেজী। হ্যাঁ দিদি—রাজার খুব অসুখ করেছিল ?

পূর্ণিমা। করেছিল—তা ত সেরে গেছে।

বেজী। তুমি রোজই দেখতে যাও ?

পূর্ণিমা। তা যাই—তুই যাবি একদিন ?

বেজী। যেতে ইচ্ছে করে—কিন্তু—

পূর্ণিমা। কিন্তু কি ?

বেজী। সেরে যখন গেছেন দু'দিন বাদেই যাব। একটু ক'থা ক'ইতে আগে শিখি—

পূর্ণিমা। কথা ? কথা কইবার কি দরকার সেখানে ? যাবি—গিয়ে দেখে চলে আসবি।

বেজী। বেশী না বলি—একটা কথা আমায় বলতেই হ'বে, আর কিছু নয়—শুধু বলবো যে আমি সত্যি সত্যি চোর নই !

পূর্ণিমা। এই ক'দিনে তুই যে রকম বদলে গেলি বেজী—অবাক কাণ্ড !

বেজী। যে পরশপাথর ছুঁয়েছি দিদি !

পূর্ণিমা। পরশপাথরই বটে। ত্রিশ লক্ষ টাকার একখানি চেক, অনেক অঘটন ঘটাতে পারে !

বেজী। পরশপাথর চেক নয়—পরশপাথর তুমি ! তোমার কাছে না এসে যদি শ্যামলের বাড়ী যেতাম—তাহ'লে কি হ'ত ?

লিখতেও শিখতাম না, কথা কইতেও শিখতাম না! একদিন ভোরবেলায় খালের জলে আমায় পাওয়া যেত—গলার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ছুরীর এত বড় এক পোঁচ!

পূর্ণিমা। যাক্ যে ক'টা জিনিষ তোর মত ত্রিশ লাখ টাকার মালিকের জানা দরকার—তা তুই প্রায় শিখে ফেলেছিস্!

বেজী। প্রায় শিখে ফেলেছি—কি-কি দিদি?

পূর্ণিমা। এই ধর—একটুখানি লিখতে শেখা! চেকে সই ক'রতে হ'বে, প্রেমপত্র লিখতে হ'বে! তা লিখতে তো তুই শিখে ফেলেছিস্! টেলিফোনে বন্ধুদের সঙ্গে কথা ক'ওয়া! এটা তোকে শেখাতে হ'বে—আজই শেখাব। বামী—

[বামীর প্রবেশ]

বাইরের ঘর থেকে টেলিফোন আর বইটা নিয়ে আয়! তারপর—কবিতা আওড়ান! তা ক্রমে হবে! [বামীর প্রস্থান]

বেজী। কবিতা—একটা কবিতা বলনা দিদি?

পূর্ণিমা। শুন্‌বি? হে নব নাগর চিরকিশোর—

এখনো যামিনী হয়নি ভোর!
কোথা যাবে ছিঁড়ে বাহুর ডোর—
নিঠুর কালিয়া হে চিত-চোর!

বেজী। মনে হ'চ্ছে—সাপের মন্তর! (বামী টেলিফোন লইয়া আসিল)

পূর্ণিমা। এই যে রাখ এখানে। এইটে হ'ল গিয়ে রিসিভার, এই দিকটা কাণে দিতে হয়! যাকে টেলিফোনে ডাকবি—তার নম্বর আগে খুঁজে বার ক'রতে হয়! তুই কাকে টেলিফোনে ডাকবি? ভাস্করদেব?

বেজী। না—না—পুলিশ—

পূর্ণিমা। হিঃ হিঃ হিঃ—সব সময়ে তোর মাথায় ঘুরছে চোর আর পুলিশ—তা বেশ, এই পুলিশ। এই দেখ সব থানার নাম, কোন থানা চাই বল!

বেজী। ধর—এই শিয়ালদা—

পূর্ণিমা। এই এস্-এ শিয়ালদা—বড়বাজার 927 ডাকতে হ'বে! এইটে তুলে কাণে ধরলেই শুনতে পাবি 'Number please' অর্থাৎ ক'ত নম্বর—

বেজী। আমি কি বলবো?

পূর্ণিমা। Barabazar 927! অমনি—তুই যেই বলবি! 927, তারা ব'লবে Hallo!

বেজী। হ্যাঁলো?

পূর্ণিমা। না না হ্যাল্লো—তারপর তুই বলবি—

বেজী। কি বলবো?

পূর্ণিমা। বলবি তোমরা থানা তো? যা তোর বলবার—তুই বলবি।

[বামীর প্রবেশ]

বামী। মাসীমা—তোমার দাদা এয়েছে!

বেজী। দাদা! এতরাত্রে?

পূর্ণিমা। এত রাত্রে তুই বাইরে যেতে পাবিনি কথা ক'ইবার জন্যে! সে বরং এখানে আসুক—আমি ও ঘরে যাচ্ছি!

[পূর্ণিমা ও বামীর প্রস্থান]

[রমাইয়ের প্রবেশ]

রমাই। কেমন আছিস বেজী! কিছু টাকা না হ'লেই নয়।

বেজী। টাকা আর কই! চেক তো ভাঙ্গান হয়নি!

রমাই। কাল আমার বে'—চেক্ ভাঙ্গান হয়নি বললে চলে?

বেজী। বে’? কোথায় বে’?

রমাই। সে যেথায় হোক! তুই এদ্দিন চেক ভাঙ্গাসনি—ক’রছিস কি?

বেজী। লিখতে শিখছি!

রমাই। বড় কাজই ক’রছ! আরে—চেকটা ভাঙ্গিয়ে নিয়ে টাকাগুলো আমার কাছে দিয়ে তুই নিশ্চিন্দি হ’য়ে ব’সে লিখতে শেখ না! আমি তোকে সকালে একটা, বিকেলে একটা, রাত দু’পুরে একটা—এই তিনটে মাষ্টার রেখে দোব—না হয় যাবে আমার তিন পাঁচা ১৫৲ টাকা! চেক ভাঙ্গান না হ’লে চলে কি ক’রে?

বেজী। এই হবে দু’ একদিনের ভেতরেই।

রমাই। এই দু’একদিন দু’একদিন ক’রে মন্নুতো তাকে এই বিশ বছর ধরে ঘোরাচ্ছে। ফের আমি দু’একদিন বললেই সে ভাববে এরও মন্নুর মত ফাঁকি দেবার মতলব, বে’ ক’রবার মন নেই।

বেজী। মন্ন? তুমি কি সৈরভীকে বিয়ে ক’চ্ছ নাকি?

রমাই। এঁ্যা—তাইত—ক’থা ফাঁক হয়ে গেল দেখছি!

বেজী। সৈরভী! আরে সেই বুড়োটে, বোকাটে সৈরভী—তাকে তুমি বে’ ক’রতে গেলে কেন?

রমাই। বে’ করতে গেলাম কে’ন? তার সে নীলেম্বরীপরা চেহারা তো তুই দেখিস নি!

বেজী। তোমার কোথায় আমি রাজকন্যের সঙ্গে বে দোব—

রমাই। রাজকন্যে! তা—তা রাজকন্যে তো বেশ!

বেজী। হ্যাঁ বেশ! দেখে শুনে একটা পদ্মফুলের মত রাজকন্যের সঙ্গে তোমার বিয়ে দোব—তুমি একটা বুড়োটে—ছিঃ ছিঃ—

রমাই। ছিঃ ছিঃ ই বটে—তাহ’লে—

বেজী। বটে নয়? তুমি ও সব পাগলামী ছেড়ে দাও! আমি
চেকটা ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছি দু'একদিনের ভেতরই! তারপর মস্ত
বড় বাড়ী নোব! তুমি থাকবে, আমি থাকিব—আর থাকবে
তোমার রাজকন্যে-বৌ—গা-ভরা গয়না, মুখ-ভরা হাসি—

রমাই। বেশ! বেশ! তাহলে তাই! ও সৈরভী থাক, বুড়োটে—
বোকাটে যখন—তখন ও থাক! (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিল)

বেজী। আর কি কথা? রাত অনেক হ'ল—বাড়ী যাবে না?

রমাই। বলছিলুম কি—রাজকন্যে—মুখ-ভরা হাসি আর গা-ভরা গয়না-
সে ত বেশ! কিন্তু সৈরভীও কা'ল যা একবার ফিক্ করে হাসলে
—তুই যদি দেখতিস বেজী—

বেজী। মরণ আর কি!

রমাই। আর গা-ভরা গয়না—আমি দুটো কাণের ফুল কিনে দিইছি—
কি যে জৌলুস খুলেছে—বেজী—তুই যদি দেখতিস্—

বেজী। কখখনো না! ও সব হ্যাংলা মানুষের ত্রিসীমায় তুমি আর
যেতে পাবে না!

রমাই। তাতো যাবই না! কিন্তু ওর হাঁড়ির পান্তোভাত অনেক
খেয়েছি বেজী! আর কুঁচো চিংড়ীর চচ্চোড়ী বেজী! ও বড়
দুঃখু করবে! তোর রাজকন্যে আর পালাচ্ছে কোথায় বল—তুই
কিছু মনে করিসনে—সৈরভীকে এখনকার মত—আপাতক্—

বেজী। তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে। যাও—বাড়ী গিয়ে ঘুমোও
গে—

রমাই। তাতো ঘুমোবই! কিন্তু সৈরভী সত্যিই বুড়ো হয়নি বেজী!
বিয়ের জল পড়লে আমার চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই দেখাবে!
তুই আবার রাগছিস—আমি যাই— [প্রস্থান]

[বেজীর আলো নিভাইয়া শয়ন—মনু র প্রবেশ]

এই যে টেলিফোন—বড়বাজার ৯২৭—

মনু। টেলিফোন!

বেজী। Hallo—শেয়ালদার থানা তো? দেখুন মনু এয়েছে আমার বাড়ীতে চেকটা চুরি ক'রবে বলে। শুনছেন? চেক—ত্রিশলাখ টাকার—যেটা রাজা আমায় দিয়েছেন!

মনু। ওরে বাবা! কি ক'রে টের পেল!

বেজী। আপনারা জল্‌দি আসুন—এসে তাকে পাকড়ান।

মনু। ওরে বাবা—তাহ'লে তো আর বেশী দেরী করা চলে না! জোরই করতে হ'ল দেখছি!— (ছোরা বাহির করিল)

[ফুলের প্রবেশ]

ফুল। আজ আর আমি ঘুমুই নি—রাত এগারটার পর কে এলে বাবু তুমি? বাবা যে ব'লেছিল—রা'ত এগারটার পর যে এসে দোরে কড়া না'ড়বে—

বেজী। কে রে—ফুল? তুই এখনো ঘুমোসনি?

ফুল। রোজ রোজ বর এসে ফিরে যায়—আজ তাই জোর করে জেগে রইছি! কড়া নাড়ার শব্দ শুনিনি—তবে পায়ের শব্দ শুনিছি! বাবাকে ডাকি—বিয়ে হবে!

বেজী। পায়ের শব্দ— (আলো জ্বালিল)

মনু। এ্যাঃ— (পলায়ন)

বেজী। চোর—

ফুল। বর—

তৃতীয় দৃশ্য

হাসপাতালসংলগ্ন উদ্যান

ভাস্করদেব ও মেধানাথ।

ভা। তোমায় ধন্যবাদ দেবো কি গাল দেবো তা ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছিনা ডাক্তার!

মেধা। কোনটাই আমার প্রাপ্য নয়।

ভা। নয়? আমায় এ রকম জোর ক'রে বাঁচিয়ে তোলা—

মেধা। বাঁচিয়েছেন কার্ন‌ফ্!

ভা। তাকে ডেকে এনেছ—তুমি!

মেধা। তাকে পাঠিয়েছেন--ভগবান!

ভা। এবার আর তোমায় রেহাই না দিয়ে পারা গেলনা! ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছ যখন—তখন আর তোমায় চোর ব'লে ধরা চলে না। কিন্তু এখন আমি করি কি?

মেধা। চট্‌পট্ সেরে ওঠ—আর ক'রবে কি!

ভা। সেরে উঠে—তার পর? যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে—এখন?

মেধা। বিলিয়ে দিয়েছ ব'লে আপশোষ হচ্ছে নাকি?

ভা। যদি বলি—হ'চ্ছে—?

মেধা। তা হ'লে আমি বলি - দরকার নেই আপশোষ! এই নাও তোমার ৩০ লাখ টাকার চেক! ছিঁড়ে তিন টুকরো করে ফেলে দাও! তোমার টাকা তোমারই রইল—।

(চেক বাহির করিল)

ভা। এঁ্যা চেক—এ চেক তুমি কোথায় পেলে ?

মেধা। যেথাই পাই—এই নাও !

ভা। (একটু ঘুরিয়া আসিয়া) তুমি যে আমায় এমন ছোটলোক মনে কর মেধানাথ—এ আমি আগে কোন দিন বুঝতে পারি নি ! ও চেক —তুমি কোথা থেকে পেলে জানতে চাইনে—তবে ও আর তুমি আমাকে দেখাতে এসোনা !

মেধা। বেশ— (পকেটে রাখিল)

ভা। মেয়েটার সঙ্গে তোমার খুব ভাব হ'য়েছে বুঝি ?

মেধা। বিদ্যুৎপর্ণা ?

ভা। আরে—হঁ্যা হঁ্যা—সেই চোর মেয়েটা ! সে এখনও চেক ভাঙ্গায়নি যে ?

মেধা। প্রথম—জেলে গিয়েছিল—তার পর এখন ভাবছে !

ভা। কি ভাবছে ?

মেধা। ভাবছে—এ টাকা তার নেওয়া উচিত হবে কিনা ?

ভা। যার টাকা সে দিয়েছে, নেওয়া উচিত হবে না কেন ?

মেধা। টাকাটা এখন যদি সে নেয়—তাহ'লে তার হ'ল ত ?

ভা। হ'ল বইকি !

মেধা। সে যদি তোমায় দেয়—তোমার নেওয়া উচিত হবে ?

ভা। আমায় ?—তুমি আমায় গরীব দেখে অপমান করছো নাকি ? সে হ'ল একটা চোর—আর আমি—

মেধা। রাজা !

ভা। রাজা হই বা না হই—ভাস্করদেব ত বটে ! তার সঙ্গে আমার তুলনা ?

মেধা। অর্থাৎ তুমি অন্যকে ছোট দেখতে ভালবাস—কিন্তু নিজে ছোট হ'তে চাও না!

ভা। হেঁদো-কথা ছাড়! সে কি আমায় ফেরৎ দেবার জন্যেই চেকটা তোমার হাতে দিয়েছে?

মেধা। যদি বলি—তাই?

ভা। তা হ'লে ব'লব সে আমায় না চিন্‌তে পারে—কিন্তু তুমি আমার এতকালের বন্ধু হ'য়েও—এখনও চিনলে না কেন? আমার কাছে চেক ব'য়ে নিয়ে না এসে—তখুনি তার মুখের ওপর ব'লে দিলে না কেন, ভাস্করদেব দান গ্রহণ করে না?

মেধা। স্থিরোভব রাজা! সে চেক দিয়েছে আমায়—ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে তার নামে হিসেব খোলবার জন্যে! তোমায় ফেরৎ দেবার জন্যে নয়! ফেরৎ দেবার দরকার আছে তাও সে জানে না। তার ধারণা তোমার পকেটে এখনও কোটী কোটী টাকা মজুত আছে।

ভা। কোটী কোটী টাকাই বটে! একেবারে চিদানন্দ-রূপঃ শিবোহং শিবোহং!

মেধা। কোথাও কিছু নেই—নয়?

ভা। হাতের আংটী ফাংটীগুলো পর্য্যন্ত আসবার দিন চাকরবাকরদের দিয়ে এলাম! নইলে সেগুলো বেচেও একটা মুদিখানার দোকান টোকান করা যেতো!

মেধা। এক যদি—হাসপাতালে যে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলে—তার ভেতর কিছু বেঁচে থাকে—

ভা। হ্যাঁ—ঠিক বলেছ! সত্যি ত' বিশ হাজার নিশ্চয় সব খরচ হয়

নি : দেখতো—দেখতো—অন্ততঃ দু'টো হাজার টাকাও যদি থাকে—মার দিয়া কেল্লা !

মেধা। দেখছি আমি একবার একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টে—

[প্রস্থান]

[illegible]। কার্ফ্ আর কের্দ্দানী দেখাবার জায়গা পেলেন না ! ছি ! ছি !—যে মরবার জন্য সব বন্দোবস্ত পাকা ক'রে বসে আছে, তাকে বাঁচিয়ে দেওয়ায় যে কত বড় অসুবিধে ঘ'টতে পারে —তা একবার তাঁর চিন্তা ক'রে দেখবার দরকার ছিল ! দায়িত্বজ্ঞানহীন—অনধিকারচর্চ্চাকারী ! জার্ম্মানীতে বাড়ী—যাবি অষ্ট্রেলিয়ায়—মাঝখান থেকে প'ড়ে ক'লকাতায় তোর এ অঘটন ঘটিয়ে দিয়ে যাওয়া কি উচিত হ'য়েছে ?

[রিপোর্টারের প্রবেশ]

রিপো। মশাই—দেখুন !

ভা। কাকে চান ?

রিপো। রাজা ভাস্করদেব—অর্থাৎ ভাস্করদেব—যিনি আগে রাজা ছিলেন—অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব রাজা ভাস্করদেব !

ভা। অর্থাৎ রাজার ভূত ভাস্করদেব—তার কাজে আপনার কি দরকার ?—ধরুন আমিই—

রিপো। আপনি ? মাফ্ করবেন ! আপনার মনে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা জার্নালিষ্ট লোক—কর্ত্তব্যের খাতিরে এমন সব প্রশ্ন করতে হয়—হ্যাঁ—আমি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—দাঁড়ান আগে আমার পরিচয়টা দিই ! আমি হচ্ছি ইণ্ডিয়ান স্বরাজ কাগজের রিপোর্টার ! কর্ত্তব্যের খাতিরে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে হ'ল !

ভা। সব রিপোর্টার আপনার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হ'লে ইণ্ডিয়ান স্বরাজ বহুদিন আগেই এসে যেত' !

রিপো। আপনি বুদ্ধিমান লোক—বুঝতেই তো পারছেন—রিপোর্টারের মত রিপোর্টার, জার্নালিষ্টের মত জার্নালিষ্ট—হ্যাঁ বিলেতে ছিলেন ষ্টেড্ সাহেব—আর এদেশে আছে—(বুকে হাত দিল) ! এখন কথা হ'ল কি—কার্ণফ্ যখন আপনার বুকে ছোরা বসালেন—আপনার তখন কি মনে হচ্ছিল—বলুন ত !

ভা। মনে হচ্ছিল—ভগবান ! মরে আর যাই হই না কেন—গাধা হই সেও বি আচ্ছা, কিন্তু ইণ্ডিয়ান স্বরাজ কাগজের রিপোর্টার—রিপোর্টারের মত রিপোর্টার, জার্নালিষ্টের মত জার্নালিষ্ট যেন না হই ! আপনি আসুন, আমার ওষুধ খাবার সময় হ'ল !

রিপো। দাঁড়ান—আর একটা কথা—কাগজে দেখা গেল, আপনি যথাসর্ব্বস্ব দান ক'রেছেন একটা চোর মেয়েকে ! এখন তা হ'লে আপনি করবেন কি ?

ভা। আর যাই করি—রিপোর্টারী করবো না ! আপনার অন্ন মারা যাবার ভয় নেই—আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরে যান !

(লাঠি দ্বারা দ্বার দেখাইলেন)

রিপো। আপনার হাতে অত বড় লাঠি না থাকলে আরও দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম—যথা—আপনি যে চোর মেয়েটাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করেছেন—সে—

ভা। সে আপনারই মাসতুতো বোন—যান ! [রিপোর্টার ভয়ে ভয়ে পলাইল] ভাল গেরো—

[ভিতরে প্রস্থান]

[শ্যামল ও লক্ষ্মীপ্রসাদের প্রবেশ]

শ্যাম। চেকখানা হাতে আ'সবে আ'সবে ক'রেও আ'সছে না দাদা! কিন্তু তোমার ভয় নেই—ও হ'য়ে যাবে এখন! আমার লোকের হাত দিয়েই তুমি চেক পাবে! আমার লোকের হাতেই তুমি পেমেণ্ট করবে—ধীরে সুস্থে! তোমার কোন' বেগ পেতে হবে না!

লক্ষ্মী। সে সব বন্দোবস্ত যখন তুমি করেই ফেলেছ—তখন রাজার কাছে এলে কেন?

শ্যাম। রাজার কাছে—হেঃ হেঃ হেঃ! রাজার কাছে এসে সময় নষ্ট করব—এত বেশী সময় আমার নেই দাদা! ব্যাঙ্কে ফোন ক'রে জানলাম তুমি হাসপাতালে রাজার কাছে এসেছ—তাই সময় থাকতে তোমায় হুঁসিয়ার ক'রে দেবার জন্যে—হ্যাঁ—রাজার কাছে বেফাঁস কিছু ক'য়ো না! বরং দেখা যখন এখনও হয়নি—তখন তড়াং করে গাড়ীতে চড়ে পিট্টান দেওয়াও মন্দ নয়!

লক্ষ্মী। চেক যদি তুমি হাতে পেতে সে ছিল অন্য কথা! পাওনি যখন—

শ্যাম। আরে পাব—পাব! তোমার চাইতে গরজ আমার হাজার গুণ বেশী!—চট্‌পট্ কিছু টাকা হাতে না পেলে মান-ইজ্জত আর বজায় থাকে না দাদা!

লক্ষ্মী। তোমার? বল কি হে? সেদিন রাজার দেওয়া ত্রিশ হাজার টাকা পেলে!

শ্যাম। সে একটা বাড়ী কিনেছি! কোহিনুর ব'ল্লে বাড়ীর বাঁধা আয়—একটা বাঁধা আয় থাকলে—দু'দিন যদি চাকরী নাও থাকে—

লক্ষ্মী। কোহিনুর বল্লে? বাঃ—দিব্যি সতী লক্ষ্মী ত'! নিজের গয়নাগাটী কিছু না চেয়ে—

শ্যাম। আরে গয়না ত দিচ্ছিই—চাইবে কি আবার? গয়নাও তার—বাড়ীও তার! সে আর আমি কি আলাদা নাকি?

লক্ষ্মী। বাড়ীও তার—মানে—তার নামে বুঝি?

শ্যাম। হ্যাঁ—তা বৈ কি—

লক্ষ্মী। বাঃ—বেশ! যে দামে খরিদ—সেই দামে বিক্রি! একটু স'রে দাঁড়াও ত ভাই—তোমার যে এত বুদ্ধি তার পরিচয় আমি কোনদিন পাইনি—

শ্যাম। মানে?

লক্ষ্মী। রাজার খোঁজটা করি আগে—

শ্যাম। চেকটা পেলেই তা হ'লে—

লক্ষ্মী। তোমার পরামর্শের ভেতর আমি আর নেই—শ্যামল ভায়া! যে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে মেয়েমানুষকে বাড়ী ক'রে দেয়,—তার সঙ্গে কারবার—বুকের পাটা যার আমার চেয়ে বেশী চওড়া, সেই করুক! এই যে রাজা!

[ভাস্করদেবের প্রবেশ]

ভা। এই যে শ্যামল—এস ভাই! আসুন লক্ষ্মীপ্রসাদবাবু—সব কুশল তো?

শ্যাম। মহারাজার দেহ এখন—

ভা। এই বেঁচেই উঠলাম ব'লে বোধ হ'চ্ছে! তুমি কাজকর্ম্ম কিছু ক'রছো?

শ্যাম। বিশেষ কিছু করে উঠ্‌তে পারিনি এখনও! একবার লক্ষ্মীরামপুরের নবাবের বাড়ীতে যাবার বরাত আছে! তাদের

ম্যানেজারী খালি! বেরিয়ে ভাবলাম মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাই! (প্রণাম)

ভা। ভাল হ'ক ভাই! তুমি দেরী ক'রনা—আগে চাকরীটার চেষ্টা দেখ!

শ্যাম। হ্যাঁ—মহারাজের কাছে সময়ান্তরে এসে সুখ-দুঃখের কথা কইব! লক্ষ্মীপ্রসাদ-দা—ব্যাঙ্কে দেখা করবো! [প্রস্থান]

ভা। তার পর লক্ষ্মীপ্রসাদবাবু—কি খবর বলুন?

লক্ষ্মী। খবর—আপনার সে চেক ত' এখনও পেমেণ্টের জন্য আসেনি!

ভা। জানি।

লক্ষ্মী। জানেন?

ভা। হ্যাঁ—মেধানাথ ব'লছিল।

লক্ষ্মী। আসে নি যখন—তখন এক কাজ ক'রলে হয় না?

ভা। আমার করবার আর কি আছে বলুন?

লক্ষ্মী। বেঁচেই যখন থাকতে হ'ল,—হ্যাঁ, ও টাকা যে আপনি দান করেছিলেন—সে বাঁচার সম্ভাবনা নেই মনে ক'রেই ত!

ভা। তা গ্রহের ফেরে বাঁচতে যখন হ'লই—তখন দানটা নাকচ্ ক'রে দেওয়া যাক—কেমন? (হাস্য)

লক্ষ্মী। ঠিক নাকচ্ নয়—সেটা ভাল দেখায় না! আমায় অনুমতি করুন আমি মেয়েটার কাছে গিয়ে একটা রফা নিষ্পত্তি—সে একমুঠো ভাতের কাঙাল—পাঁচ হাজার টাকা ধ'রে দিলে সে বাহু তুলে নেত্য করবে!

ভা। বাদবাকী সব ফেরত নিয়ে আমরাও সব ঠ্যাং তুলে নেত্য ক'রবো—কেমন?

লক্ষ্মী। মহারাজ ভেবে দেখুন, আপনাকে সেদিন যা ব'লেছিলাম—সত্তর বছর আপনাকে বাঁচতে হবে! কষ্ট সহ্য করতে তো পারবেন না—সে রকম ভাবে মানুষ হন নি আপনি! টাকা না থাকলে—

ভা। আপনি সে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে—

লক্ষ্মী। করবো? করবো? তা হ'লে ঐ কথা বলি গিয়ে—পাঁচ হাজার তো?

ভা। ে◌ কথা নয়—তাকে বলুন গিয়ে—যাতে ক'রে তার ত্রিশ লাখ টাকা আপনার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে না নেয়! তাকে মেধানাথের বাড়ীতে পাবেন—যান!

লক্ষ্মী। এ্যাঁ—আপনি—

ভা। বলি—আপনার গায়ে ত বিঁধছে ঐ জিনিষটা? ত্রিশ লাখ টাকা নানা ভাবে খরচ ক'রে ব'সে আছেন—এখন হুট্ ক'রে বার ক'রতে হ'লে একটু তক্‌লিফ্—

লক্ষ্মী। মহারাজ! আমি ত আর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক নই!

ভা। যান—জলদি যান! মেধানাথ আজই যাবে চেক নিয়ে আপনার ব্যাঙ্কে—

লক্ষ্মী। খবরটা দিয়ে অন্ততঃ উপকার করলেন রাজা! মেয়েটার কাছেও যাব এখুনি—ব্যাঙ্কেও এখান থেকে একটা ফোন ক'রে দিয়ে যাই—! শেয়ার ডিবেঞ্চার যেখানে যা ধরে রেখেছি—সব যে দাম মেলে তাতেই ছেড়ে দিয়ে ত্রিশ লাখ টাকা গুছিয়ে রাখুক! মোটা টাকা গচ্ছা গেল আর কি?

ভা। তা হ'লে তাড়াতাড়ি করুন একটুও সময়তো নেই!

লক্ষ্মী। আপনার মাথা খারাপ আগে জানলে কি আপনার টাকা শেয়ারে খাটাই? বরাতে ছিল লোকসান! নমস্কার!

[প্রস্থান]

ভা। লোকের স্বার্থের জন্যে আমায় জোচ্চোর হ'তে হবে—মন্দ আব্দার নয়!

[মেধানাথের প্রবেশ]

মেধা। ও রাজা! কিছু নেই!

ভা। কিছু নেই—বল কি? বিশ হাজার টাকা বিলকুল শোধ? ম'রে গেলে সৎকারও হ'তো না—বল?

মেধা। কার্ণফকে আনবার দরুণ অনেক বাড়তি খরচ হ'য়ে গেল কিনা! কিছুত নেই-ই—হাসপাতাল ফণ্ড ধার দিয়েছে উপরন্তু তোমার নামে ৩।৶০ আনা!

ভা। ধার! বাধালে গেরো! ধার এখন শুধি কি ক'রে?

মেধা। ও ৩।৶০ আনার জন্যে তোমার চিন্তা করতে হবে না—ও আমি দিয়ে দেবো এখন!

ভা। তুমি? তোমার কাছেই বা আমি ৩।৶০ আনা ধার ক'রতে গেলাম কেন? সেবারে রেডিয়াম সেট্ আনবার জন্যে তোমাকে আমি পাঁচ লাখ টাকা ধার দিতে চেয়েছিলাম—তুমি নিয়েছিলে?

মেধা। আচ্ছা রাজা—কোথায় পাঁচ লাখ আর কোথায় ৩।৶০!

ভা। যে পাঁচ লাখ—সেই ৩।৶০—ধার যা—সে ধারই! ধার যদি আমার থাকে সে হাসপাতালেই থাক—যখন পারি—আমি দেবো! তোমার কাছে—বন্ধুলোকের 'কাছে কখন' ধার করবো না!

মেধা। তা ক'রো না! এখন তা'হলে তুমি ৩।৶০ শোধ করবার উপায় ভাবতে থাকো—আমি এই চেকখানা ভাঙ্গাবার জন্যে ব্যাঙ্কে যাই!

ভা। উপায় আর কি ভাববো? দেখি—একটা চাকরী বাকরী—তা কি কাজই বা জানি—চাকরীই বা আমায় দেবে কে?

মেধা। দান নেবে না—ধার নেবে না—ব্যবসা করবার মূলধন নেই—চাকরী করবার বিদ্যে নেই—

ভা। বিদ্যে না থাকলেও করা যায়—এমন চাকরী কিছু নেই নাকি? দেখো ডাক্তার! একটা দরোয়ানী-টরোয়ানী জুটিয়ে দিতে পার না? এই লম্বা চওড়া শরীর—

মেধা। দরোয়ানী?

ভা। কোন গতিকে চোক কাণ বুজে মাসখানেক দরোয়ানী ক'রে—দেনাটা শোধ ক'রে ফেলা আর কি! তার পর পল্টনে নাম লিখিয়ে পাড়ি দেবো! তোফা ইজ্জতের কাজ—

মেধা। তা—দরোয়ানী যদি কর—তার ব্যবস্থা আমি করতে পারি! বিদ্যুৎপর্ণা নতুন বাড়ী কিনছে—সে আবার তোমারই সেই বাড়ী! দরোয়ান দু'চারজন তার ত চাই-ই—আমি ব'লে দিলেই—

ভা। বিদ্যুৎপর্ণা? আমার পয়সায় বড়মানুষ সেই চোর মেয়েটা? তার কাছে কখনও আমি দরোয়ানী করতে পারি?

মেধা। আঃ! সে তোমায় কি চিনে রেখেছে নাকি? সেই এক দিন এক মিনিটের জন্যে দেখা—তায় আবার তখন তাকে পুলিশে করেছে তাড়া! তোমার মুখের দিকে চাইবার ফুরসুৎ ছিল নাকি তার?

ভা। তা যদি ধর—ব্যারামে ভুগে আমার চেহারাও একটু বদ্‌লেছে। তারপর কয়েকদিন যদি না কামাই—

মেধা। দিব্যি গালপাট্টাওয়ালা দরোয়ান ব'নে যাবে! নাম হবে ভাস্করদেবের জায়গায় তস্কর দোবে! আমি এখন একবার ব্যাঙ্কে যাই তা হ'লে!

ভা। চাকরীটা তা হ'লে—

মেধা। ও ধর—হ'য়েই আছে—যদি তোমার করাই স্থির হয়!

ভা। কিন্তু শেষকালে চিনেই যদি ফেলে—বড়ই লজ্জার কথা হবে যে ডাক্তার!

মেধা। আরে কি ক'রে চিনবে রাজা! রাজা ভাস্করদেব দরোয়ানী করতে গেছে এ কি স্বপ্নেও কেউ ভেবেছে নাকি? চিনলেও নিজের চোখকে অবিশ্বাস করবে!

ভা। তা বটে ঠিক! তুমি তা হ'লে যাও—ওর টাকাটা ভাঙ্গিয়ে এনে দাও! টাকা না পেলে ত ও আর দরোয়ান রাখতে পারছে না!

মেধা। মোদ্দা নিজেই শেষে ফাঁস ক'রে না দাও—এই এক ভাবনা! রাজামানুষ—দরোয়ান হ'য়ে শেষকালে মাথা ঠিক রাখতে পারবে তো?

ভা। তার আর হ'য়েছে কি! অর্জ্জুনকে বৃহন্নলা সাজতে হ'য়েছিল, ভাস্করদেব তস্কর দোবে হবে—তার আর বিচিত্র কি?

[মেধানাথের প্রস্থান]

[সৎকার সমিতির সেক্রেটারীর প্রবেশ]

সঃ-সে। মশাই—হাসপাতালের খবর সব ভালই বোধ হয়?

ভা। আপনি আবার কে?

সঃ-সে। আমি অল-ইণ্ডিয়া নাইটিঙ্গেল সৎকার সমিতিব সেক্রেটারী।

ভা। সৎকার সমিতি? তা আপনারা কি আজকাল পুলিশের মত রোঁদে বেরুতে সুরু করেছেন নাকি?

সঃ-সে। তা কখন কার কি আপদ-বিপদ হয়—একটা সৎকাজের ভার যখন মাথা পেতে নিয়েছে আমাদের সমিতি—

ভা। হাসপাতালের খবর বোধ হয় ভালই—অর্থাৎ আপনার সৎকাজ করবার সুযোগ আজ আর এখানে মিলবার কোন সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না!

সঃ-সে। সেই যে ভাস্করদেব পড়তা খারাপ ক'রে দিয়েছে—সেই থেকে সাকুল্যে তিনটে সৎকার করেছি—একটা বুড়ো, একটা খোঁড়া, একটা আমার নিজের ঠানদি—আর কোথায়ও—

(মাথা নাড়িল)

ভা। ভাস্করদেব খারাপ করে দিলে?

সঃ-সে। বলেন কেন মশাই—ভদ্রলোকের যদি কথার ঠিক না থাকে—দেখুন নিজে থেকে সৎকারের টাকা জমা দিলে হাসপাতালে, আমরা উদ্যোগ-আয়োজন ক'রে ব'সে রইলাম—শেষকালে সব—ছ্যাঃ—

ভা। সব ছ্যাঃ?

সঃ-সে। ছ্যাঃ নয়? মবলগ টাকা খরচ হ'য়ে গেল সমিতির—

ভা। কিসে?

সঃ-সে। খাট—মালা—ফুল—

ভা। বেচে দাও গে না—

সঃ-সে। বেচেই দেবো ভেবেছিলাম, শেষটায় জানতে পারা গেল, সহরে আরও তিনটে রাজার সসেমিরে অবস্থা চ'লেছে—

আজকাল একটাও যদি লেগে যায়—অন্ততঃ আর কেউ না হোক, শ্যামনগরের রাজার যক্ষ্মা,—দু' বছর ত' হল, ক'দিন আর টিকবে ?

ভা। খাট না হয় যক্ষ্মারোগীর কাজে লাগবে—কিন্তু মালাটা ত শুকিয়ে গ্যাছে !

সঃ-সে। কি আর করছি বলুন ! সৎকাজে কত বিঘ্ন যে হয় ! ভাস্করদেব লোকটাকে একবার দেখতে পাওয়া যায় কোথায় —বলতে পারেন ?

ভা। কেন—গলা টিপে শেষ ক'রে দেবেন নাকি ?

সঃ-সে। আরে না—মুখের উপর দুটো কথাও ত' শুনিয়ে দিতে পারবো ! ব্যাটা মিথ্যুক, জোচ্চোর, ঠগ, কথা দিয়ে পেছিয়ে যায়—

ভা। আমিই ভাস্করদেব !

সঃ-সে। আপনি ! এঁ্যা—এঁ্যা—তা কিছু মনে করবেন না। একবার যা করেছেন—তা করেছেন ! এর পর যখন সত্যি সত্যিই মরতে ব'সবেন—আমাদেরই খবর দেবেন ! বিরাট আয়োজন ক'রে নিয়ে যাবো ! খাট—মালা—কীর্ত্তন—

[প্রস্থান]

[চতুরীলালের প্রবেশ]

ভা। আবার—চতুরীলাল বাবু যে ! কেমন আছেন ?

চতুরী। এই আপনার অনুগ্রহে এক রকম ! দেহটা একটু সুস্থবোধ ক'রছেন কি রাজা ? আমি ত আপনার চিন্তায় আহার-নিদ্রা বর্জ্জিত—

ভা। আমার চিন্তায় ? বলেন কি ?

চতুরী। বুদ্ধির ভুল—তখন টাকাটা একটা চোট্টা মেয়ের হাতে দিয়ে দিলেন! তা যদি বেঁচে থাকতে না হ'ত, বিশেষ কথা ছিল না। কিন্তু এখন এর একটা বিহিত ত' ক'রতেই হবে!

ভা। কি বিহিত করবেন?

চতুরী। সে আমি ক'রে নেব এখন! সাধে কি ব'লছি আমি আহার-নিদ্রা বর্জ্জিত হ'য়ে—আপনার কথাই ভাবছি? আইনের ফাঁক বার করতে হ'লে আইন পড়া চাই, নজীর খোঁজা চাই—অমনি হয় কি?

ভা। আইনের ফাঁক—পেলেন নাকি কিছু?

চতুরী। পাবো না? ধানচাল দিয়ে আইন পড়েছি ভেবেছেন নাকি? সব ঠিক করে নেবো। আপনার ডাক্তার-বন্ধু আছে মেধানাথ, আর উকিল-বন্ধু আছি আমি—আপনার ভাবনাটা কি?

ভা। মেধানাথকেও চাই বুঝি—আইনের ফাঁকটাকে প্রশস্ত করবার জন্য?

চতুরী। সে আমরা দু'জনে পরামর্শ করে নেবো এখন। প্রথম এমন কিছু খরচা নয়—এই হাজারখানেক টাকা হয়তো দরকার হবে! তা সে মেধানাথ র'য়েছে—হ'য়ে যাবে এখন! আমার নিজের হাতে এখন কিছু নেই আজকাল—থাকলে আপনার জন্যে খরচ করবো—এ আর একটা বেশী কথা কি?

ভা। কি ব্যাপার বলুন ত'?—হাজার টাকা কিসে খরচ?

চতুরী। একটা পিটীশন কেবল! মেধানাথ সার্টিফিকেট দেবে—রোগের যাতনায় আপনার মাথার ঠিক ছিল না—যখন চেকটা সই করে দেন তখন—

ভা। তখন আমি পাগল ছিলাম—কেমন ?

চতুরী। এই—এই—সত্যি ভেবে দেখুন—ঘটনাটা কেমন অসম্ভব রকমের ঘটনা! একটা অজানা অচেনা চোর মেয়ে এসে ঢুকলো—আর ত্রিশ লক্ষ টাকার চেক আঁচলে বেঁধে বাড়ী চলে গেল—শুনলে কে না বলবে—

ভা। হ্যাঁ—সবাই বলবে বটে যে রাজা ভাস্করদেব পাগল!

চতুরী। এই—এই—বুঝেছেনই ত! খবর নিয়েছি, চেকটা এখনও পেমেণ্ট হয় নি! ভগবান রক্ষে করেছেন! আজই কোর্টে গিয়ে এক্ষুণি ব্যাঙ্কের ওপর একটা stop-payment অর্ডার বার ক'রে দিয়ে—আপনাকে দিয়েও করা'তে পারা যায়—কিন্তু তাতে পাগল সাব্যস্ত করার পক্ষে একটু গোল হ'তে পারে।

ভা। পাগল সাব্যস্ত করা'তে কিছু গোল হবে না চতুরীলালবাবু! কারণ আমি বোধ হয় সত্যি সত্যিই পাগল হবো!

চতুরী। এ্যাঁ—না না—ভয় কি আপনার ? আমি ও ত্রিশ লাখ টাকা আপনার উদ্ধার করে দেবই—নইলে আমি চতুরীলালই নই! আপনি পাগল হ'তে যাবেন কি দুঃখে ? কিছু ভাববেন না আপনি!

ভা। ভাবছিনে—কিন্তু পাগল বোধ হয় আমি হবই! কিসে বুঝছি জানেন ? আজ ক'দিন থেকে মানুষ দেখলেই আমার তাকে পিটোতে ইচ্ছে হ'চ্ছে! (লাঠি ঘুরাইতে লাগিলেন)

চতুরী। মানুষ দেখলেই পিটোতে ইচ্ছে হ'চ্ছে ? কি ভয়ানক!

(ত্রস্তে দূরে সরিল)

হাসপাতাল জায়গা, এক্ষুণি টের পেলে হাতে পায়ে বেড়ী

দিয়ে রাঁচি পাঠিয়ে দেবে—টাকা উদ্ধার হ'লেও আর ভোগে লাগবে না!

ডা। কি করবো—ঐ একটা ঝোঁক—যখন মাথায় আসে আজকাল—দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না! এই—এই—আপনি সাবধান! আপনাকে পিটোবার জন্যে এ্যায়সা ঝোঁক হ'চ্ছে আমার—

(লাঠি দ্বারা প্রহার)

চতুরী। ওরে বাবা—ওরে বাবা—আপনার কি জ্ঞানগম্যি লোপ পেল না কি! ওরে বাবা—ওরে বাবা—আমি আর আসবো না—আমি আর আসবো না!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেজীর নূতন বাড়ী

(মেধানাথ ও পূর্ণিমা)

মেধা। (হাসিয়া) বেজীকে জিনিষটা ভাল করে বুঝিয়ে দিও। কোনরকমে ফাঁস করে না দেয় সে রাজাকে চিন্‌তে পেরেছে। দরোয়ান—না ঠিক যেন দয়োয়ানই !

পূর্ণিমা। রাজার কিছু নেই জানলে ও চেক ভাঙ্গিয়ে টাকা নিত না কিছুতেই !

মেধা। বেশ—রাজাও টাকা ফেরত নেবে না, বেজীও চেক ভাঙ্গাবে না—লাভের ভেতর চোর-ডাকাতে চেকখানি নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা বের ক'রে নিয়ে আসবে !

পূর্ণিমা। সেদিন তো চোর এসেই ছিল—ভাগ্যিস্ ফুল—

মেধা। ফুলের বিয়ে করার বাতিক মস্ত বড় কাজে লেগে গেছে সেদিন !

পূর্ণিমা। বেজী আসছে—তুমি যাও—

মেধা। কেন—এ অধম ডাক্তার কি রাণী বিদ্যুৎপর্ণার দরবারে স্থান পাবার অযোগ্য ?

পূর্ণিমা। রাণীর এখন প্রেমোন্মাদ অবস্থা—এ অবস্থায় উপস্থিতি

সহ্য করা যায়—এক প্রণয়ীর, আর দূতীর! তুমি তো দুটোর একটাও নও।

মেধা। না—তা আর হ'তে পেলাম কই!— (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

পূর্ণিমা। মানে? (মেধানাথের মুখ দুই হাতে ধরিয়া) তোমার চোখে কি জল নাকি? হা হতোহস্মি! তোমার পেটে পেটে এত! শেষকালে একটা বেজীর প্রেমে প'ড়লে? ও মা—আমি স্বামী বিলিয়ে দিয়ে প্রাণে বাঁচবো কি ক'রে?

মেধা। প্রাণ আজকাল আর মানুষের যেতে চায় কই? সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও রাজা প্রাণে বেঁচে গেলেন! আর তুমি একটা স্বামী বিলিয়ে দিয়ে মারা পড়বে? এ হতেই পারে না!

[প্রস্থান]

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। তোমাদের কি হচ্ছিল দিদি?

পূর্ণিমা। হচ্ছিল—তা তোকে বলতে গেলাম কেন?

বেজী। নেই বা বললে! আমি নিজের চোখে দেখেছি যখন—

পূর্ণিমা। ছাই দেখেছিস!

বেজী। ছাই দেখেছি মানে? তুমি দু'হাতে ডাক্তারদাদার মুখখানি ধ'রে চোখের দিকে তাকিয়ে—আমি দেখিনি?

পূর্ণিমা। তা ত দেখেছিস—কিন্তু তার চোখের ভেতর আমি কি দেখলাম—তাত আর তুই দেখিসনি!

বেজী। তা দেখিনি বটে!

পূর্ণিমা। তুইও দেখবি—সেতো এখনো কাছে আসেনি—মন্তর তন্তর প'ড়ে আগে তাকে কাছে নিয়ে আয়—তবে ত—

বেজী। কি যে বল!

পূর্ণিমা। সত্যি ভাই—যদি খেয়ালী মানুষটাকে শাসনে আনতে পারিস—

বেজী। আমি যে চোর দিদি!

পূর্ণিমা। কিছু বলা যায় না ভাই! ফুলশর যাকে বেঁধে—তার জাত-কুল বিচার থাকে না!

বেজী। আমার না আছে রূপ—না আছে গুণ!

পূর্ণিমা। গুণ না থাক আগুণ তো আছে—নয়ন কোণে—

বেজী। তুমি রাজাকে বড্ড ছোট ক'রে দিচ্ছ দিদি!

পূর্ণিমা। যাক্ রাজাও ছোট নয়, তুইও ছোট নো'স! তা এখন রাজা যাতে তোকে ভালবাসে—তোর বশ হয়— তাই ক'র দিকিনি!

বেজী। আমি! আমি বড় ভয় পাচ্ছি দিদি! এর চেয়ে রাজা টাকাটা যদি ফেরৎ নেন—আমি খুসি হ'য়ে বস্তিতে ফিরে যেতে পারি—

পূর্ণিমা। তা ত রাজা নেবে না! এক যদি তোকে নেয়, তবেই তোর টাকা নিতে পারে! তুই বোকা নো'স—কি আর বোলবো—(হাসিয়া)—রাজা এক্ষুণি আসবে—নতুন মনিবকে সেলাম দিতে! দুটো ফুলের মালা তোকে পাঠিয়ে দেব নাকি?

বেজী। মরণ আর কি!

পূর্ণিমা। (ফিরিয়া) খবরদার—ধরা দিবিনি! তুই তাকে চিনিস্ এ কথা বুঝতে পারলে সে ছুটে পালাবে! [প্রস্থান]

[ভাস্করদেবের প্রবেশ]

ভাস্কর। রাণীজী—

বেজী। অ্যাঁ—আমায়? হ্যাঁ আমিই রাণী বটে! রাণী বিদ্যুৎপর্ণা—

ভাস্কর। আমি দরোয়ানী করতে এসেছি! মেধানাথবাবু আমায় আসতে বলেছিলেন!

বেজী। আপনার—তোমার নাম?

ভাস্কর। নাম—তাই ত—নাম—হ্যাঁ নাম—তস্কর দোবে!

বেজী। তস্কর দোবে—তস্কর! হিঃ হিঃ হিঃ—

ভাস্কর। লোকের নাম শুনে হাস—রাণীদের বুঝি এমনি রীতি?

বেজী। মানুষের নাম তস্কর! তস্কর বলে চোরকে ত!

ভাস্কর। ব'ল্লেই বা! আমি চোর না হ'য়েও হয়ত চোর নাম নিয়েছি—আর কেউ চোর হ'য়েও হয়ত রাণী—রাজা সেজে ব'সে আছে—

বেজী। তুমি যখন চাকরী ক'রবে ব'লে এসেছ—আর আমার যখন একজন লোক রা'খতেই হবে—তখন ঝগড়া ক'রে লাভ নেই! তোমার নাম তস্করই হোক আর যাই হোক—আমি নাম ধ'রে তোমাকে ডাকবো না, দরোয়ানজী বলে ডাকবো!

ভাস্কর। তা বেশ—এ মন্দ কথা নয়!

বেজী। কত মাইনে চাও তুমি?

ভাস্কর। তিনটাকা সাত আনা—

বেজী। তিনটাকা সাত আনা? হিঃ হিঃ হিঃ—

ভাস্কর। একপয়সা বেশী নয়, একপয়সা কম নয়! এতে হাসবার কি আছে? আমার একটা ধার আছে—শোধ দিতে হবে!

বেজী। দরোয়ানেরা অনেক বেশী মাইনে পায়ত এর চেয়ে!

ভাস্কর। তুমি—আপনি অনেক দরোয়ান রেখেছেন এযাবৎ বুঝি?

বেজী। তুমি—বহু জায়গায় দরোয়ানী ক'রেছ এযাবৎ বুঝি?

ভাস্কর। ঝগড়া করা হবেনা কথা হচ্ছিল—এই আবার এক নম্বর ঝগড়া বেধে ব'সল—

বেজী। আচ্ছা ঝগড়া মিটিয়ে নিচ্ছি! মাইনে তিনটাকা সাত আনাই মঞ্জুর! এখন আমার যা বলবার আছে—শোন—

ভাস্কর। বল—বলুন—

বেজী। কাপড় চোপড়—আমি যা দেব তাই প'রতে হ'বে—

ভাস্কর। তার আর হয়েছে কি—একবারে চট না হ'লেই আমি প'রতে পারবো—

বেজী। বাড়ীতে তুমি চট্ পর কি তেরপল্ পর—আমার দেখবার দরকার নেই! রাণীর একটা ইজ্জত আছে! রাণীর দরোয়ান গরদ ভিন্ন অন্য কিছু প'রলে রাণীর ইজ্জতের হানি হবে!

ভাস্কর। গরদ পরবে দরোয়ান? রাণীগিরি তোমাকে—আপনাকে—বেশীদিন ক'রতে হবেনা—দু'দিনে সব—ফুঃ—

বেজী। সে চিন্তা ত তোমার নয়! খাবার—এখান থেকে বামুন যা দেবে তাই খেতে হবে। নিজের হাতে ড়াহরকি ডা'ল আর ভূষিকা রোটী পাকানো—চ'লবে না!

ভাস্কর। (স্বগত) বাপ্! রান্না ক'রতে হলেই গেছলাম আর কি! এ ভালই হ'ল!

বেজী। এতে এত ভাববার কি আছে? বামুন দেবে একটুখানি হয় ত পোলাও মাংস—নয় ত একটুখানি রাব্ড়ী লুচী—খেলে বদহজম হবার সম্ভব নেই!

ভাস্কর। তা কোন রকমে পোলাও মাংস, রাব্ড়ী-লুচিতেই চালিয়ে নোব—তার আর ক'রছি কি! চাক্‌রী ক'রতে এয়েছি যখন! হ্যাঁ—কাজ আমায় কি ক'রতে হবে?

বেজী। সেটা ভেবে দেখে পরে ব'লবো! আজ আপাততঃ—আমি একখানা সাদা চেকে নাম সই ক'রে দিচ্ছি—যা দাম লাগে

তাই দিয়ে একটা ভাল মোটর গাড়ী কিনে আনা হোক—আর একটা ড্রাইভার—তুমি মোটর চালাতে জান?

ভাস্কর। জানলেই বা চালাব কেন? আমি দরোয়ানী ক'রতে এসেছি—ড্রাইভারী ক'রতে ত আসি নি!

বেজী। দরোয়ানী ক'রবে একজন—ড্রাইভারী ক'রবার জন্যে আবার আলাদা লোক আনতে যাব নাকি? ৩৷৵০ আনা মাইনে অমনি অমনি? আমায় বোকা ঠাওরান হয়েছে—বটে? আমি রাণীগিরি ক'রতে জানিনে—বটে?

ভাস্কর। উঃ! কি রাণীগিরির চোট! সাদা চেকে সই ক'রে দরোয়ানের কাছে ফেলে দেওয়া—আমি যদি চেকে যা ইচ্ছে টাকা লিখে নিয়ে চলে যাই!

বেজী। নাওনা—তা হলে ত বাঁচি! [প্রস্থান]

ভাস্কর। যেমন বোকা—তেমনি বদরাগী! যাঃ—একটা মাস কোন গতিকে চোক-কাণ বুজে থেকে দেনাটা শুধতে পারলেই—বাপ্! [প্রস্থান]

[ফুলকে কোলে করিয়া চুমু খাইতে খাইতে বেজীর প্রবেশ]

ফুল। ও কি! ও কি! ও কি মাসী-মা—আমায় অত ক'রে শুধু শুধু চুমু খা'চ্ছ কেন? (কোল হইতে নামিল)

বেজী। এমন মজার মানুষ—ফুল!

ফুল। মজার মানুষ—ফুল? কি মজা ক'রলাম আমি—বাঃ রে!

বেজী। তুই নয়—তুই নয়—ঐ—ঐ—ঐ—

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

ফুল। মাসী-মাটা হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাবে দেখছি!

[মন্নুর প্রবেশ]

তুমি কে হে ?

মন্নু। চিনলে না? আমি সেই যে রাত্রি বেলায় এসেছিলাম—তুমি বর ব'লে চেঁচিয়ে উঠলে!

ফুল। বর! তুমিই বর বটে? তা তুমি সেদিন দৌড়ে পালালে কেন? বিয়েটা হ'ল না! আমি আর কতদিন ছোট থাকবো বল দেখি ?

মন্নু। তা অনেকদিন! পীনেল কোড বলে—ষোল বছর না হ'লে মেয়েরা সাবালক হয় না!

ফুল। তুমি ব'লছ কি বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে ?

মন্নু। বিয়ের মন্তরগুলো ভুলে গেলাম কি না—আউড়ে দেখছি! তুমি তা হ'লে আমায় বিয়ে ক'রবে? ঠিক ত ?

ফুল। করবো না? তুমি আজ রাত্রেই এগারোটার পর এস না! আমি আজ এ বাড়ীতেই থাকবো—আজও—কালও—এখন কয়েকদিন থাকবো—

মন্নু। এ বাড়ীতে? ফ্যাসাদ হ'ল—

ফুল। ফ্যাসাদ কি? তুমি এসে দোরে ঘা দেবে! বাবাকে আমি ডেকে দোব—তিনি উঠে তোমায় নিয়ে আসবেন ভেতরে—বে হ'য়ে যাবে!

মন্নু। দেখ, এখানে এই চারদিকে কড়া পাহারা—এর ভেতরে বে' হওয়া সুবিধে হবে না! তার চেয়ে তুমি যদি রাত্রে চুপিচুপি আমার সাথে চলে এস—আমার বাড়ীতে গিয়ে নিরিবিলিতে বিয়ে হতে পারে!

ফুল। পারে? তা'হলে তুমি রাত্রে এস—আমি যাব তোমার সঙ্গে! এস কিন্তু— [প্রস্থান]

[রাঘবের প্রবেশ]

রাঘব। তুই এখানে কেনরে মন্ন্?

মন্ন। এই—এই—এই—আর কিছু নয়—অনেক দিন তোমাদের দেখতে পাইনি—ভাবনু একবার—

রাঘব। শুনলি বুঝি যে রাঘব আর বস্তিতে থাকে না—থাকে রাজবাড়ীতে? জানলি বুঝি সৈরভী রাণীর ভেয়ের বৌ হয়েছে? দেখলি বুঝি যে—সতেরোবার জেল ফেরতা চোর যে মেয়েকে দশ বছরের ভেতর বে' করবার ফুরসুৎই পেলে না—সে মেয়েরও রাজা-বর জোটে? তা বেশ হ'য়েছে, এসেছো—দেখে যাও—শুনে যাও—

মন্ন্। বে'টা তা হ'লে হয়েই গেছে—বটে—বটে!

রাঘব। বটে নয়? অত গয়নাগাঁটি, কাপড়-জামা, খাট-পালঙ্ক চুরি ক'রতে গিয়েও কারো বাড়ীতে কখন দেখনি বাছাধন!

মন্ন্। চুরি করতে গিয়েও দেখিনি—বটে—বটে!

রাঘব। এখানে চুরি-বাটপাড়ী করবার মতলব তা বলে ক'রনা মাণিক! এখানে দোরে দোরে ভোজপুরী পাহারা—আর ভেতরে—পাহারা রাঘব চন্দোর—যার নাম র'টে গিয়েছিল রাঘব বোয়াল—তুমি জন্মাবার আগে—

মন্ন। তোমার নাম র'টেছিল রাঘব বোয়াল—আর তোমার মেয়ের নাম র'টেছিল তাড়কা রাক্ষুসী—সে আমি জন্মাবার আগেই—বটে—বটে! [প্রস্থান]

রাঘব। কি বল্লি বেটা ছিঁচ্কে চোর? আমার মেয়ে তাড়কা

রাক্ষুসী? যা—দৌড়ে ধ'রতে গেলে পাছে গরদখানা ছিঁড়ে ছুটে যায়—যা'কগে ছোটলোক—

[রমাই ও সৈরভীর প্রবেশ]

রমাই। কে ছোটনোক—ও শ্বশুর?

রাঘব। ঐ—মন্ন এয়েছিল, বেশ চার ক'থা শুনিয়ে দিয়েছি! সৈরভীর গয়না-কাপড়-গাড়ী-ঘোড়া-চাকর-চাকরাণী-শুনে বাছাধনের চক্ষু-স্থির আর কি!

রমাই। ও—খুব শুনিয়ে দিয়েছ মন্নুকে? বেশ—বেশ—বেজী আগে বিয়ে হ'তে দেবেনা ব'লে খুব রুখে উঠেছিল বটে, শেষ যখন দেখলে—যে আমিও ডবল রুখে উঠলাম সৈরভীকে বিয়ে ক'রবই ব'লে, তখন—

রাঘব। হেঃ হেঃ—ব্যাটাছেলে আর কাকে বলে? এই তো চাই! সে হ'ল মেয়েমানুষ—তায় ছোট বোন—বরাতের ফেরে টাকাটা তোমার হাতে না পড়ে তার হাতে প'ড়েছে বলে তো, দাদা যে—সে ছোট বোনের হুকুমবরদার হয়ে থাকতে পারেনা—সৈরভী—তোর কোমরে তো কোন গয়না দেখছি নে!

সৈরভী। কোমরে আবার কি গয়না পরবো?

রাঘব। তবেই হয়েছে! ওরে—কোমরে কি নাম ভাল তার—ইয়া মোট্টা মোট্টা গয়না পরে মেয়েমানুষে! তোকে ফাঁকি দিয়েছে রে—ফাঁকি দিয়েছে! দেওয়ার ভেতর গলায় সরু লিকলিকে ক'গাছি হার!

রমাই। লিকলিকে সরু—ঐ হার লিকলিকে সুরু হ'ল—ও শ্বশুর? সৈরভী কি জাহাজের কাছি গলায় পরবে? বেজী নিজে

যা পরে—সৈরভীকে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিয়েছে! এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে গয়না কিনলে—

রাঘব। আরে—ছেলেমানুষ! এক কাঁড়ি টাকাই দেখেছ—তার ভেতর টাকায় বারো আনা যে দালালের দস্তুরী! বলি—হাতে ক'রে কিনলে কে? ওই ডাক্তারটা বুঝি?

রমাই। তা কেনা-কাটা ত ঐ ডাক্তারই করছে!

রাঘব। তোমার তাহ'লে আর বাছা সংসার ক'রে খেতে হবে না! একে তোমার মেয়েমানুষের হাতে টাকা—তায় মোড়ল হ'য়েছে যত উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা, কোথাকার-কে-ঠিক-নেই এক ডাক্তার! টাকা যদি নিজের হাতে না আনতে পারো বাপ—তবে সৈরভী পথে বসবে—এ আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি! [প্রস্থান]

সৈরভী। বাবা যাবে কবে?

রমাই। কোথায় যাবে? অ্যাঁ?

সৈরভী। যাবে ওর বাড়ী! আবার কোথায়?

রমাই। কেন রে? একটা মোটে বাপ—তাকে তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলি কেন তুই! আর সেখানে গিয়ে ও খাবে কি? রেঁধে দেবে কে?

সৈরভী। ও রাঁধুনী রাখুক বরং, মাইনে আমি দোব! এখানে থা'কিলে শেষকালে আমার পেল্লায় ঝগড়া হবে ওর সাথে—দেখছিস নে ওর ঘর-ভাঙ্গানো বুদ্ধি!

রমাই। ঝগড়া হবে? বেশ—বেশ—তাহ'লে ত শ্বশুরকে ছাড়া হয় না কিছুতেই—

সৈরভী। অ্যাঁ—

রমাই। ঝগড়া যেটা আমার সাথে হবার কথা—সেটা যদি বাপের সাথে করিস্—

সৈরভী। তোর সাথে ঝগড়া হবে? আগে কক্ষণ হয়েছে ঝগড়া?

রমাই। আগে কখনো তোর সাথে বিয়ে হয়েছে?

সৈরভী। বিয়ে হ'লেই ঝগড়া হয় বুঝি?

রমাই। হয় না? সকলেরই হয়!

সৈরভী। সকলের কথা ছেড়ে দে, আমাদের কথা অন্য রকম—

রমাই। অন্য রকম কিসে?

সৈরভী। অন্য রকম নয় কিসে? সব মেয়ে বিয়ে হ'লে তবে বরকে ভাত বেড়ে দেয়—আর আমি? বিয়ের কত আগে থেকে—

রমাই। লুকিয়ে লুকিয়ে—বাপের বকুনি খেয়েও—তা বেশ—তা বেশ!

(কতিপয় নর্ত্তকী সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল)

রমাই। ব্যাপার কি রে—এরা কারা?

সৈরভী। বুঝলি নি? বেজী রাণী হ'য়েছে ত? তাকে তোয়াজে রাখবার জন্যে মাইনে-করা নাচওয়ালী এয়েছে আর কি!

রমাই। বেজী রাণী হ'য়েছে—তা আমিও তো রাণীর ভাই হ'য়েছি! কই আমায় তোয়াজে রাখবার ত কোন ব্যবস্থা হ'চ্ছে না!

সৈরভী। তোকে তোয়াজে রাখবার জন্যে আমিই ত র'য়েছি!

রমাই। তুই তো রয়েছিস—কিন্তু এরাও বেশ! কোনোটী লম্বা, কোনোটী গোল, কোনোটী চ্যাপ্টা—সবাই কিন্তু বেশ!

সৈরভী। সবাই বেশ? বটেরে ড্যাক্‌রা— (প্রহার)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কোহিনুরের বাড়ী

দৌলতরাম ও কোহিনুর

দৌলত। এ সব তোমার বড্ড ছেলেমানুষী হ'চ্ছে ভাই কোহিনুর! গলার অসুখ নিয়েও তুমি মুজরো গেয়ে সংসার চালাবে—আর বাবুসাহেব চাকৃরীবাকৃরী খুইয়ে এসে—নবাব খাঞ্জেখাঁর মত ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং চাপিয়ে নবাবী করবেন—এ কেমন-ধারা ব্যবস্থা?

কোহি। গলাটায় অসুখ হ'য়েছে বটে—দিনকতক গলাটাকে রেহাই দিতে পা'রলে—হ'ত ভাল!

দৌলত। রেহাই হবে তোমার আর ম'লে—যদি তুমি ওই অলুক্ষুণেটাকে বিদেয় না কর! ঝলমলচাঁদ তোমায় রাণীর হালে বসিয়ে খাওয়াবে! খোস মেজাজে—কখন দু'খানা সখের গান গাইলে তার সামনে ব'সে—গলার অসুখ সারলে অবিশ্যি—শুনবে! না গাও—তাও বলবে না যে ভাই কোহিনুর একখানা গান গাও! তোমার চেহারা দিনান্তে একবার দেখতে পেলেই ছেলেটা ব'র্ত্তে যায়।

কোহি। আঃ—দাঁড়া না—যা হয় একটা বিহিত করবই ত! এই সেদিন বাড়ীখানা দিলে—একটা চক্ষুলজ্জা আছে ত!

দৌলত। বলি চক্ষুলজ্জা ক'রে কি জানটা দেবে? মুজরোয় তুমি যদি আর বেরোও—আমি আত্মহত্যে হ'ব ভাই কোহিনুর!

তুমি ঘেয়ো গলায় গান গেয়ে পয়সা আনবে—আর ঐ ধম্মের ষাঁড় তাই ব'সে ব'সে গিলবে—এ আমি চোখে দেখতে পারবো না—তা তোমায় বলে দিচ্ছি—বলে দিচ্ছি—বলে দিচ্ছি!

[প্রস্থানোদ্যত]

কোহি। যা'স কোথা তুই রেগে মেগে?

দৌলত। যাই একবার ঝলমলচাঁদের কাছে! একবার তাকে খবরটা দিই অন্ততঃ! শেষকালে সে আমায় দূষবে যে আমার কোহিনুরের অমন ব্যামো—তুমি আমায় একটী মুখের কথা কইলে না—আমি কি এতই পর! [প্রস্থান]

কোহি। একটি পয়সা যার নেই—তার ওপর আর মায়া কদ্দিন রাখা যায়! একটা বোঝাপড়া ক'রতেই হবে!

[শ্যামলের প্রবেশ]

কিগো—চাকরী-বাকরী কিছু হল?

শ্যামল। যা তা চাকরী তো আর করা যায় না ভাই! আর ভাল একটা কিছু জোটাব—তাতে সময় চাই! দেখি—চেষ্টা ত ক'রছি দশ জায়গায়! রাজা ভাস্করদেবের অত বড় এষ্টেটের ম্যানেজারী ক'রেছি—চাকরী কি আর পাবো না!

কোহি। সময় তো চাই—তা তো বুঝলাম! এখন দিন চলে কিসে বল! আমার গলায় হ'ল অসুখ—ডাক্তার বলে কীর্ত্তন গাইলে প্রাণটি যাবে! আমার রোজগার বন্ধ, তোমার রোজগার বন্ধ—দিন চলে কিসে?

শ্যাম। বড্ডই মুস্কিল হ'ল! বাড়ীটে না হয় বাঁধা দেবার চেষ্টা করা যা'ক—এখন তো চলুক—তারপর দেখা যাবে!

কোহি। বাড়ী? বাড়ীটে বাঁধা দেবে? কোন বাড়ী?

শ্যাম। আহা—আমিই ত দিয়েছি বাড়ী তোমায়! আমিই আবার খালাস করে দেবো—ভাবনা কিসের?

কোহি। মানুষের ভালমন্দ হ'তে এক মিনিট লাগে না! সারা জীবন ধ'রে দিলে ত আমায় সবে ঐ আড়াই কামরার বাড়ী! তা আবার যদি—

শ্যাম। ব'লছো কি কোহিনুর? বছর অন্ততঃ তিন হাজার টাকার নতুন গয়না—লোহার আলমারীটে খুলে হিসেব ক'রে দেখ ত একবার—কত টাকার গয়না জমেছে!

কোহি। হিসেব করগে ব'সে তুমি! দৌলতরাম রোজ ব'লছে—যাক্'গে সে কথা—এতকালের সম্পর্ক কাটাতে অবিশ্যি আমার মন নেই—কিন্তু ভেবে দেখো—পেটে খেতে না পেলে বিয়ে-করা বৌ বশ থাকে না—তা আমরা ত কি বলে—

[প্রস্থান]

শ্যাম। ঠিক ধারণায় আনতে পারছিনে—এ কথাটা ব'ল্লে কোহিনুর বটে ত? দৌলতরাম বলে—হুঁ—আগে দৌলতরামকে চাব্‌কে বিদেয় ক'রবো—তারপর অন্য কথা! কিন্তু টাকা ত কিছু চাই!

[মন্নুর প্রবেশ]

মন্নু। ধম্মোবাপ! কিছু টাকা বোধ হয় আসে—একটা চক্কোর আছে হাতে!

শ্যাম। (লাফাইয়া উঠিল) টাকা! (আত্মসম্বরণ করিয়া)—বল শুনি চেকটা তো—হাত করতে পারা গেল না। অতগুলো টাকা—

মন্নু। সে যা গেছে ফস্‌কে—তা আর আপশোষ ক'রে হবে কি!

এখন ভেবে দেখ—পিনেল কোড যদি বাঁচাতে পারা যায়—এ বাড়ীতে হবে না—মেয়েটাকে হয়ত দু'একদিন লুকিয়ে রাখতে হবে—এমন বেশী দিন নয়—বেজী তাকে যে রকম বে-আন্দাজ ভালবাসে দেখলাম, টাকা বের ক'রে দিতে পথ পাবে না—লাখ বেলাখ না দিলেও অন্ততঃ দশ বিশ হাজার—

শ্যাম। কিরে—কি? ব্যাপারখানা কি?

মন্ন্। এগিয়ে এসো—কাণে কাণে কই—সে বড় বিষম চক্কোর! বর সেজে ওই বিয়ে-পাগলা মেয়েটাকে—

(পরামর্শ)

তৃতীয় দৃশ্য

ভাস্করদেব ও মেধানাথ

মেধা। এইটেই বুঝি তোমার শোবার ঘর হ'য়েছে রাজা? এই ঘরটীতেই আমরা সেদিন ব'সেছিলাম!

ভা। হুঁ!

মেধা। (বসিয়া) দিব্যি গদিখানা ত'! কিন্তু তুমি অত গম্ভীর হ'য়ে উঠলে কেন বল দেখি? হ'য়েছে কি?

ভা। বরং জিজ্ঞাসা কর—হয়নি কি! গরদ প'রছিলাম—আজ স্নান ক'রে উঠে দেখি গরদ নেই—রয়েছে বেনারসী! মাথার জন্যে একটা মুকুট দিলে না কেন—তাই ভাবছি!

মেধা। মুকুট না—টোপর! টোপর দেবার সময় ত এখনও যায়নি! রাণী ত কুমারী।

ভা। তুমি আমার সাথে বেইমানী করলে না কি ডাক্তার?

মেধা। বেইমানী কি রকম?

ভা। তুমি নিশ্চয় ওদের বলে দিয়েছ—আমি রাজা ভাস্করদেব!

মেধা। চুপ-চুপ-চুপ—দেওয়ালেরও কাণ আছে! কোন গতিকে যদি বুঝতে পারে যে তুমি—বুঝ্‌লে কি না—তুমি সত্যিকারের দরোয়ান নও—তুমি যার নাম করলে সেই,—তা হ'লে আর এক মিনিটও তোমায় চাকরী করতে হবে না! পুনর্মূষিকের গল্প জান ত? ইঁদুর মুনির কৃপায় হ'ল বাঘ—বাঘ হ'য়ে

মুনিকেই খেতে গেল! তোমাকে রাজা বলে বুঝতে পারলে—মেরে তাড়াবে!

ভা। রাজাকে মেরে তাড়াবে—দরোয়ানকে ত' মাথায় করে এদিকে নৃত্য করছে!

মেধা। তা-যার যেমন রুচি! সে কথা যাক্! সারা বিকেল বাড়ী ছিলে না! কোনও কাজে পঠিয়েছিল বুঝি? চিঠি-টিঠি বিলি—না কি?

ভা। চিঠি বিলি? দরোয়ান রেখেছে বাপের জন্মে—যে জানবে—যে দরোয়ানকে দিয়ে কি করা'তে হয়? ব'লে দিতে গেলেও ধ'মকে উঠবে—বলে—তোমায় যা করতে বলি তাই কর না! মাইনে দিয়ে লোক রেখেছি—হুকুম শুন্‌বে না?

মেধা। তা হ'লে গিয়েছিলে কোথায়?

ভা। গিয়েছিলাম—এল্‌ফিনষ্টোনে—ছবি দেখতে!

মেধা। হেঃ হেঃ হেঃ—

ভা। হেঃ হেঃ হেঃ—ই বটে! বলে কি জান? একটা ভাল ছবি এসেছে শুন্‌লাম এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে—তুমি গিয়ে দেখে এস—সত্যি সত্যি সেটা ভাল কি না! যদি ভাল হয়—কাল আমায় নিয়ে যাবে!

মেধা। পয়সা চার আনা দিয়ে দিয়েছিল ত—টিকিট কিনবার? বড়-লোকের আবার ভুল হয় কি না—ও-সব বড়!

ভা। পয়সা চার আনা? বক্স! বক্স! ব'ললে কি জান—বক্স গুলোতে ছারপোকা আছে কি না—নিজে ব'সে দেখে আসতে চাও!

মেধা। তাই ত—জুলুম হ'চ্ছে তো বেজায় তোমার ওপর! ছবি দেখা—বক্‌সে বসা!

ভা। আর—মোটরে চড়া? নিজে পছন্দ ক'রে গাড়ী কিনতে হ'য়েছে—উঠ্‌তে ব'সতে সে শালার মোটর সঙ্গের সাথী হয়ে আছেই! পায়খানায় যাব—তাও মোটর!

মেধা। বেশ! বেশ! এমন জা'নলে ডাক্তারী ছেড়ে এ দরোয়ানীটে আমিই নিতাম!

ভা। মাইনে পাব মাসকাবারে ৩।৶০ আনা! এদিকে দেখ—পকেটে চেক বই—আগাগোড়া পঞ্চাশখানা পাতায় বিদ্যুৎপর্ণা নাম সই করা—সব সাদা পাতা!

মেধা। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের চেক! মালিক তো তাহলে তুমিই—দায়ে অদায়ে ধার কর্জ্জ দিও দাদা! চলি এখন!

ভা। আরে চলবে তো—একটা পরামর্শ দিয়ে যাও! কাল তো বিষম সমস্যা রয়েছে—কি করি বল দেখি?

মেধা। হ'ল কি আবার?

ভা। গ্রহের ফের! এসে বলেছি যে ছবিটে ভাল! অমনি হুকুম হ'য়েছে কাল যেতে হবে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনে রাণীকে নিয়ে আমায়!

মেধা। যেয়ো—তার আর কি!

ভা। যেয়ো তার আর কি? বলি তোমাব আর কি! আমায বস্‌তে হবে বক্‌সে ওঁর পাশে! নইলে ওঁর একা একা ভয় করে! কচি খুকী!

মেধা। তা ব'স না!

ভা। তা ব'সনা? সেদিন উত্তরায় ব'সে জানিনে আমি! সে ছবিও যত এগোয়—রাণীও তত এগোয়!

মেধা। এগোয়? ছবিটে খুব ভাল লেগেছিল বুঝি? স্নমুখে ঝুঁকে পড়ে—

ভা। স্নমুখে নয়—স্নমুখে নয়! পাশের দিকে—আমার দিকে! শেষকালে পর্দ্দায় কি একটা হাসির ব্যাপার ঘটতে—একেবারে হাস্‌তে হাসতে গড়িয়ে প'ড়ল গায়ের ওপর!

মেধা। হ্যাঁ—লজ্জা সরম ও সব বস্তির মেয়েদের একটু কমই হয় বটে!

ভা। তুমি ভাই কাল বৌদিকে—না হয় অন্ততঃ ফুলকে রাণীর সঙ্গে গছিয়ে দিতে চাও ভাই!

মেধা। সে কি ক'রে হয় ভাই! এতদিন বাড়ী-ঘর ছেড়ে প'ড়ে র'য়েছি এখানে—কাল বাড়ী না গেলে আর চলে না! আমার যে দরোয়ানটা—সে আবার মোটেই রাণীর দরোয়ানের মত নয় —কখন কি সরায় বাড়ী থেকে—ভয়ে ভয়ে দিন কাটছে!

[প্রস্থান]

ভা। বিপদকালে কেউ কারো নয়! শেষকালে মেধানাথও এখন কথা রাখে না! যাক্—যা আছে বরাতে—গিলে তো খেতে পারবে না? (শয়ন)

[নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

গীত

জাগো রূপের কুমার, কেন অলস ঘুমে
কাটাও রাতি।
হের দুয়ারে দাঁড়ায়ে
বধূর সাজে তব জাগার সাথী

আসে বারে বারে সে যে অভিসারে—
তার বুকের ভাষা মুখে কইতে নারে—
মোরা বাসর ঘরে
এলাম জ্বাল্‌তে বাতি।

ভা। (ঘুম ভাঙ্গিয়া) মানে? এর মানে? রাতদুপুরে নাচগান? দরোয়ানের ঘরে? রাণীটের মাথা খারাপ নাকি? ওহে—ও! কে কার কথা শোনে—গান গেয়েই চলেছে! বলি—নাচওয়ালীরা—শুন্‌ছো?

১—ন। এঁ্যা—আপনি কে?

ভা। আমি যেই হই! বলি আমার ঘরে রাতদুপুরে তোমরা এ উৎপাত ক'চ্ছো কেন? সারাদিন খেটে পিটে এসে কোথায় একটু ঘুমোবো—

২—ন। আপনি ঘুমোবেন এখানে?

ভা। সেই রকমই তো হুকুম পেইছি—এই ঘরে আমি শোব!

৩—ন। আমরাও ত হুকুম পেইছি—এই ঘরে আমরা না'চবো।

ভা। নিশ্চয় ভুল! শোবার ঘরে কখনও নাচা চ'লতে পারে না!

৩—ন। ভুলই সম্ভব! নাচের ঘরে কখনও শোয়া চ'লতে পারে না!

ভা। বলছি—এটা আমার শোবার ঘর।

১—ন। আমরাও বলছি ত—এটা নাচের ঘর!

ভা। নাচবার ঘর? তা হ'লে আমার শোবার ঘর কৈ? বলি—দরোয়ানকে একটা শোবার জায়গা ত দিতে চাও তোমরা!

২—ন। দরোয়ান? আপনি দরোয়ান? হিঃ হিঃ হিঃ—

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ —

ভা। কি রকম? এতে হাসবার কি পেলে তোমরা?

৩—ন। দরোয়ানের মতই চেহারা বটে!

ভা। দরোয়ানের মত চেহারা নয়—তবে কিসের মত চেহারা? এতো ভালো আপদ! (উঠিয়া গিয়া) বাইরে আবার বিষ্টি প'ড়ছে—নইলে গাছতলায় গিয়ে শুয়ে প'ড়তাম! তোমরা যাবে কি না ঘর থেকে?

২—ন। আমাদের ঘর—আমরা যাবো কেন?

ভা। তোমাদের ঘর? কখখন' নয়—ভাগো—

সকলে। ওরে বাপরে—মেরে ফেল্লে রে! কোথাকার ডাকাত দরোয়ান রে!

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। এমন বেয়াড়া হল্লা ক'রছিস তোরা—ব্যাপার কি?

১—ন। আমাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—আমাদের মা'রতে চায়!

বেজী। কে? ও—দরোয়ানজী! (উপবেশন)

ভা। বলি—রাণীজী! এটা আমার শোবার ঘর তো?

বেজী। তা বই কি!

২—ন। কি বলছেন রাণীজী—এটা আমাদের নাচবার ঘর নয়?

বেজী। তাও বটে বৈকি!

ভা। বটে বৈকি? শোবার ঘর—নাচবার ঘর এক?

বেজী। তা দোষ কি? রাজাদের শোবার ঘরে নাচওয়ালীরা নাচে না?

নর্ত্তকীরা সকলে। নাচে না?

ভা। রাজাদের? তা না'চতে পারে বৈকি রাজাদের ঘরে! কিন্তু এটাতো রাজার ঘর নয়—এটা দরোয়ানের ঘর!

বেজী। উহুঁ—এটা রাজারই ঘর বটে! দেখছ না সাজানো গোছানো—তবে আপাতক—

ভা। আপাতক দরোয়ানকে থা'কতে দেওয়া হ'য়েছে—কেমন?

বেজী। হ্যাঁ—যে ক'দিন রাজা না আসেন!

ভা। রাজা না আসেন? রাজা আবার কোত্থেকে আসবেন?

বেজী। ও—ভুল ব'লেছি! কোত্থেকে আসবেন আবার? এই কাছাকাছি থেকেই একটা রাজা ধ'রে নেবো আর কি!

ভা। একটা রাজা ধ'রে নেবেন?

২—ন। না নিয়ে করেন কি? রাজা নইলে কি রাণীর চলে?

ভা। তা না চলে—না চলুক! আমার একটু না ঘুমোলে চ'লবে না! ৩।৵০ আনা মাইনের জন্যে রাত জেগে ব'সে থাকতে পারবো না!

বেজী। বিনে মাইনেয় রাত জা'গতে পেলে কত দরোয়ান ব'র্ত্তে যায়—তুমি ত' তবু ৩।৵০ আনা মাইনে পা'চ্ছ! নেহাৎ ঘুম পায়—কা'ল দিনের বেলায় প'ড়ে ঘুমিও! এখন ত তোমার জন্যে কাজের ক্ষতি হ'তে পারে না!

ভা। কাজের ক্ষতি!

বেজী। ওরা নাচগান অভ্যেস না রাখলে—রাজা যখন আসবেন—তখন তাঁর সামনে দাঁড়াবে কি করে? নাচ হবে বেতালা—গান হবে বেসুরো!

ভা। ওদের অভ্যেস রাখবার জন্যে আমার ঘুম—

বেজী। ঘুমের দাম তো ৩।৵০ আনা পাচ্ছো! তোমরা সেই নাচটা নাচ ত'—রাজা রাণীকে ঘিরে যেটা না'চতে হয়—বল্‌ছিল!

১—ন। রাজা মোটে নেই তো—ঘিরবো কাকে? শুধু এক রাণীতে ত আর হয় না!

বেজী। ওঃ—তা তাতে আর কি হ'য়েছে—রাজা নেই—দরোয়ান তো রয়েছে!

ভা। দরোয়ান রয়েছে? সর্ব্বনাশ!

বেজী। দরোয়ানকে রাজা ব'লে ভেবে নাও না! আমি ত রয়েছি রাণী!

ভা। কখনও না! রইলো তোমার চাকরী—

বেজী। দেনাটা শুধবে না—কেমন? চিরকাল দেখেছি—লোকে দেনা ক'রলে আর শোধ ক'রতে চায় না! কলিকাল তো! মানুষমাত্রেই দমবাজ! তোমার উপকারের জন্যে ভালমানুষের ছেলেরা ৩।৶০ আনা ধার দিলে—এখন তুমি একটু রাজা সেজে দু'দণ্ড ব'সলে দেনাটা শোধ যায়—তা তুমি ক'রবে কেন? কলিকাল যে!

ভা। নাও—কোথায় বসতে হবে—বসাও! দেনাই শোধ হক, তার পর—বরাতে যা আছে—তাই হবে!

২—ন। এই যে—রাণীর পাশে!

১—ন। এই ভাবে—চাইতে হবে রাণীর দিকে!

৩—ন। হাসতে হবে আড়নয়নে!

৪—ন। হাতখানা ধ'রতে হবে!

২—ন। ফুলের মালা প'রতে হ'বে! (মালা পরাইল)

ভা। বেশ—ডুবেছি—না ডুবতে আছি!

৪—ন। হাত ধ'রছো—ও কি রকম হাত ধরা? ফাঁকি? ও রকম ভয়ে ভয়ে ধরার কাজ—? (ধরাইয়া দিল)

ভা। লোক-দেখানো ধরা ত—ও ওতেই চলবে!

১—ন। তা কখনও চলে ? আমরা গান যে গাইব—তোমাদের ভাব দেখে তবে তো আমাদের ভাষা ফুটবে !

ভা। ভাষা একটু কম করেই ফোটাও না বাছা ?

২—ন। বাপ্ !—ভাষার মালিক ত আমরা নই !

৩—ন। গান বেঁধে দিয়েছেন ওস্তাদ—একটু এধার ওধার নড়ন চড়ন হ'বার যো কি ! আয়রে গানটা ধরি—

গীত

মুখে তাদের চপল হাসি—
ঢুলু ঢুলু নয়না।
বুকের মাঝে বাজে বাঁশী
মুখে কিছু কয় না।
সখি ! অধর আসে, অধর ছুঁয়ে'
তনুলতা প'ড়ছে নুয়ে—
স্বপন আজি সফল হ'ল
বাকি কিছুই রয় না।

বেজী। তুমি হা'সছো না দরোয়ানজী !

ভা। হাসছি বইকি— (হাস্য)

বেজী। বাঃ—ও তো হ'ল অট্টহাসি ! চপল হাসি তো ও নয় !

ভা। আমি চপল হাসি কখনও জীবনে হাসিনি—জানিও না কেমন করে হাসতে হয় !

বেজী। তার আর হ'য়েছে কি ! এই দেখিয়ে দে'ত—

১—ন। (হাসি দেখাইল)

ভা। এঃ—ও রকম হাসি! গা ঘিন ঘিন করছে!

বেজী। তারপর—ঢুলু ঢুলু নয়না—তা তো মোটেই হয়নি!

ভা। এক ভরি আফিং নিয়ে এস—তাই খেলে যদি নয়না ঢুলু ঢুলু হয়!

বেজী। বুকের মাঝে তোমার বাঁশী বাজছে তো?

ভা। বাজছে না আবার? একেবারে সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি স ত স্বর—সাত-সাত্তা উনপঞ্চাশ পর্দ্দায় চীৎকার করছে!

বেজী। মিছে কথা ব'লছ তুমি! দেখি তোমার বুকে কাণ পেতে!

(তথাকরণ)

ভাস্কর। এঃ—একরাশ চুল মাথায়! চোখে মুখে ছয়লাপ!

বেজী। বুকে কিছুই কয় না! কথা কইছ কেন অত?

নর্ত্তকীদের গীত

অধর আসে অধর ছুঁয়ে—
তনুলতা প'ড়ছে নুয়ে!
স্বপন আজি সফল হ'ল
বাকী কিছুই রয় না।

ভাস্কর। বাকী কিছুই রয়না! রইল এই ৩।৶০ আনা মাইনের চাকরী! তিন জন্ম যদি দেনা শোধ নাও হয়—তাও স্বীকার! বাকী কিছুই রয়না! [প্রস্থান]

বেজী। অ্যাঁ! একি হ'ল?

১—ন। হবে—হবে—অত চটপট্ কি হয়? সবুরে মেওয়া ফলবে!

২—ন। অনেক রাত হ'য়েছে—চলুন রাণীজী—ঘরে চলুন!

১—ন। দারোয়ান যে এত নিষ্ঠুর হয়—তা কে জানতো!

[সকলের প্রস্থান]

[অন্যদিক দিয়া মন্নু ও ফুলের প্রবেশ]

মন্নু। চুপ—কথা কইলেই লোকজন এসে প'ড়বে—বিয়েটা হ'তে দেবে না!

ফুল। তুমি কিছু ভেবোনা বর! বিয়ে না ক'রে আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই!

মন্নু। ভাবছি নে কিছুই—কেবল এক ভাবনা পিনেল কোড শেষ পর্য্যন্ত বাঁধলে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

[পূর্ণিমা ও বেজীর প্রবেশ]

পূর্ণিমা। রাজা রাগ ক'রে বেরিয়ে গেল—এ্যাঁ? মহাদেবের তপোভঙ্গ ক'রতে গিয়ে শেষকালে মদনভস্ম?

বেজী। আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে দিদি!

পূর্ণিমা। গলায় দড়ি তা ব'লে দিওনা দিদি! তা হ'লে এত পরিশ্রম ত বর্‌বাদ গেলই তোমার—রাজাটাও ভেসে গেল!

বেজী। দিদি—কি দিয়ে তাকে ভোলাবো? কি ফাঁদে তাকে ধরবো?

পূর্ণিমা। ওকি—তুই কাঁদছিস যে? রাজা নিতান্ত ভেসে যায়—তার আর তুই কি ক'রবি? তাঁর ভালর জন্যেই ত! বলি তোর ত আর কিছু এসে যাচ্ছে না! তোর যখন টাকা আছে—তখন কত রাজা তোর পায়ে এসে গড়াগড়ি দেবে!

বেজী। অমন কত রাজা! অমন রাজা আর দুনিয়ায় কেউ নেই দিদি! যে কিছু চায় না—তার চেয়ে বড় কে?

পূ। ও—তোর অবস্থাও ত বড় সুবিধের নয়!

বেজী। তুমি যাও দিদি, ঘরে যাও! আমি আ'স্‌ছি!

পূ। আস্‌ছি মানে? আর একদফা অভিসারের মতলব নাকি? আজ থাক—একদিনে বেশী উৎপাত ভাল নয়!

বেজী। না দিদি—আমি শুধু আড়াল থেকে একবার দেখবো—তিনি ঘরে আসেন কি না! আমার ভয় হ'চ্ছে—বাস্তবিকই যদি—যদি তিনি রাগের মাথায় রাতারাতি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যান!

পূ। আরে না না—দেনা শোধ না ক'রে সে কোথাও যাবে না! তা দেখ্—তুই দেখ্ একটু আড়াল থেকে! আমি যাই—আর দাঁড়াবো না! তোর ডাক্তার-দাদা আবার আমায় ঘরে না দেখে হয় তো ভা'ববেন এক দরোয়ান নিয়ে বুঝি সবাই কাড়াকাড়ি সুরু ক'রেছে!

[প্রস্থান]

বেজী। একবার বাইরে গিয়ে দেখবো না কি কোথায় গেলেন! এ্যাঁ—ঐ না—

[অন্তরালে প্রস্থান]

[ভাস্করের প্রবেশ]

ভা। না—এখানে আর থাকা নয়! থাকলে প্রাণেই মারা যাবো! বেঁচে থাকলে দেনা শোধ করা যাবেই! দুত্তোর—গরদ বেনারসী—

(আলমারী হইতে নিজের কাপড় বাহির করিলেন)

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। দরোয়ানজী!

ভা। একি—রাণী আবার!

বেজী। কা'ল বায়স্কোপে যেতে হবে ক'টায়?

ভা। পাঁচটায়!

বেজী। তুমি লুকোচ্চো—ওটা কি?

ভা। ও আমারই জামাকাপড়!

বেজী। হুঁ!

ভা। এসেছেন—ভালই হ'য়েছে! সইকরা চেকবই কোথায় ফেলে যেতাম—মুস্কিলই হ'ত আর কি! এই নিন!

(চেকবই দিতে গেলেন)

বেজী। ফেলে যেতাম মানে?

ভা। মানে—আমি আর চাকরী করবো না। আজ রাতেই আমি চ'লে যাচ্ছি!

বেজী। চ'লে যাচ্ছি মানে? বলা নেই—কওয়া নেই, হিসেব নিকেস নেই, একটা নতুন লোক দেখে নেবার সময় দেওয়া নেই—'যাব' বল্লেই যাওয়া যায় নাকি?

ভা। এই রইল চেকবই! আপনি যখন ঘরেই দাঁড়িয়ে রইলেন—আমি বাইরে গিয়েই কাপড়জামা ব'দলে চ'লে যাই!

[প্রস্থানোদ্যত]

বেজী। দেনা শোধ?

ভা। সকলের বরাতে সব থাকে না! আমার বরাতেও দেনা শোধ করা নেই!

বেজী। আর আমার বরাতেও নেই বোধ হয় তোমায় দরোয়ান রাখা—কেমন?

ভা। তার জন্যে আর দুঃখ কি? হাতের তুড়ি দিলেই গণ্ডায় গণ্ডায় দরোয়ান তুড়িলাফ খেতে খেতে দৌড়ে আ'সবে!

বেজী। এত রাত্রে বাইরে যাবে—পুলিশে ধরে যদি?

ভা। আমি ত আর চুরি করি নি—আমায় পুলিশে ধরবে কেন?

বেজী। আমি যদি চেঁচিয়ে বলি—তুমি আমার—তুমি আমার যা হয় একটা কিছু চুরি ক'রে পালা'চ্ছ?

ভা। সেটা খুবই স্বাভাবিক বটে! যা ব্যাপার হ'য়ে গেল—এর পর সে রকম বলেন যদি—আমি আশ্চর্য্য হবো না!

বেজী। ব্যাপারের সূত্রপাত যারা করে—তাদের দোষ কোন কালেই কেউ দেয় না! শেষ যারা ধরা পড়ে—তাদের ঘাড়েই চাপে যত দোষ!

ভা। সূত্রপাত! কে ক'রেছে সূত্রপাত?

বেজী। যে ঘুঁটে-কুড়ুনীকে রাণী ক'রেছে, সূত্রপাত করেছে সেই!

ভা। হুঁ! চিনেই ফেলেছে দেখছি! ঘুঁটেকুড়ুনীর কি রাণী হ'য়ে ভাল লাগছে না?

বেজী। এ দান কে চেয়েছিল? আসল জিনিষটা লুকিয়ে রেখে কতকগুলো বাজে টাকাকড়ি—

ভা। টাকাকড়ি বাজে?

বেজী। এ আমি চাইনে—চাইনে—যদি—যদি—

ভা। থাক! যদি কি—তা আর শুনবার আমার আগ্রহ নেই! বলি —রাণীজী টাকা-পয়সা চান না—শুনতে পাই কি—রাণীজী কি এসব ফেলে দিয়ে তাঁর খোলার ঘরে আবার ফিরে যেতে চান?

বেজী। নিশ্চয়ই চাই—যদি না—

ভা। থাক! যদি না কি—সেটা আর আমি জিজ্ঞাসা করবো না!

রাণী আবার ঘুঁটেকুড়ুনী সাজতে রাজি আছেন—এইটুকু শুনেই আমি খুসী! এ রকম রাজি বড় একটা কেউ থাকে না! যারা মুখে বলে যে রাজি আছি, তারাও প্রায়ই সত্যি কথা বলে না!

বেজী। সত্যি কথা বলে না?

ভা। যে ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রতো, সে বেনারসী পরছে—যে বেলোয়ারী চুড়ি প'রে ভা'বত বড় বাহার খুলেছে—আজ হীরে-মাণিকে তার গায়ে ইন্‌জেকসন দেবার জায়গা নেই—এতেও যদি সে আজ বলে—আমি বেনারসী ছেড়ে আবার ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রতে পারি—হীরে-মাণিক ফেলে দিয়ে—

বেজী। যদি বলে সেটা বাজে কথা—কেমন? (ভাস্করদেব ব্যঙ্গহাস্যে মাথা নাড়িলেন)—বাজে কথা নয়! কে চেয়েছিল বেনারসী প'রে হীরে-মাণিক গায়ে চড়িয়ে রাণী সাজতে? তুমি সাজিয়েছিলে—তাই আমি সেজেছিলাম! নইলে—নইলে—এই নাও! এই নাও!

(এক একখানি অলঙ্কার খুলিয়া রাজার সম্মুখে ফেলিতে লাগিল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সহরতলীতে বাগানবাড়ী

শ্যামল ও কোহিনুর

কোহি। তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে যে বড়? গলাটা টিপে ধরে গয়না ক'খানা খুলে নেবে নাকি? যে টাকার খাঁকৃতি তোমার এখন!

শ্যাম। অত যদি ভয়—তবে এলে কেন?

কোহি। ব'ল্লে বেড়াতে যাবো,—বেড়ান যে কলকাতার বাইরে মাইল দশ তফাতে এই ভাঙাবাড়ী—তা কে জানতো বল? সত্যি আমার ভাল লাগছে না এখানে! তোমার মতলব কি?

শ্যাম। মতলব লাখখানেক টাকা রোজগার! আর সে মতলব হাঁসিল করবার পক্ষে তোমায় ক'রতে হবে একটু সাহায্য!

কোহি। বুঝলাম না—চুরি-ডাকাতির ভেতর আমি নেই বাপু! শেষকালে এই বয়সে যদি একটা ফ্যাসাদে পড়ি—

শ্যাম। আরে না না—তোমার ফ্যাসাদ কি? তোমারও ফ্যাসাদ নেই—আমারও নেই। সে সব খুলে ব'লছি তোমায়! শোন—আগে তুমি ও ঘর থেকে ঘুরে এস দেখি একটীবার!

কোহি। মানে? ও ঘরে ঢুকবো—আর তুমি বাইরে থেকে

শেকল :বন্ধ করে দিয়ে সাথীদের ডাকতে যাবে নাকি?
ওমা!—একি খুনের সাথে এ কোথায় এসে পড়লাম আমি!

শ্যাম। আরে তুমি কি পাগল হ'লে নাকি কোহিনুর? আমি তোমায় ক'রবো খুন? আচ্ছা—ঘরে না যাও—ঐ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখ—বিছানায় একটী ছোট্ট মেয়ে ঘুমুচ্ছে!

কোহি। এ্যাঁ—ছোট্ট মেয়ে? (দেখিয়া আসিল) তাইতো বটে! এ কার মেয়ে গা?

শ্যাম। মেয়ে যারই হোক্—এখন এ দু'একদিন থাকবে এখানে, একে দেখতে হবে তোমায়!

কোহি। ও বাবা—আমি পারবো না—কি লোকের না কি লোকের মেয়ে!

শ্যাম। ভাল লোকের মেয়ে—তোমার জাত যাবে না ওকে ছুঁলে! ও এখানে থাকবে! ওকে রেঁধে দুটী খাওয়াবে—যাতে না কাঁদে-কাটে—ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখবে!

কোহি। কাঁদবে কেন? বলি ব্যাপারটা খুলেই বলনা কি! কার মেয়ে চুরি ক'রেছ?

শ্যাম। যারই মেয়ে হোক্! চুরি করেছি একথা খাঁটি। চুরি ক'রেছি—আর যার মেয়ে তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছি যে কাল রাত এগারোটার মধ্যে লক্ষটী টাকা নগদ যদি হেদোর কোণে না পৌছে দেয়—তা হ'লে তার মেয়েকে মেরে ফেলা হবে!

কোহি। ওরে বাবা! আমি এর ভেতর নেই—ওরে বাবা—

শ্যাম। আরে সত্যি ত আর মেয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে না! তাদের ত্রিশ লাখ টাকা রয়েছে—আর মেয়েটার জন্যে এক লাখ ছাড়বে না?

কোহি। ত্রিশ লাখ টাকা!—একি বেজীর মেয়ে নাকি? বেজীর এত বড় মেয়ে?

শ্যাম। মেয়ে বেজীর নয়, তবে মেয়ে যারই হোক, বেজী ওর জন্যে লক্ষ টাকা দেবে এ কথা ঠিক! তুমি যদি লক্ষ টাকা চাও, চলে এস—আমার সাহায্য কর! আর যদি না চাও—যাও—আমি নিজেই যা জানি করবো!

কোহি। টাকা তারা দেবে ঠিক—নয়?

শ্যাম। দেবে না? বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে দেবে!

কোহি। আর কোন গোল হবে না—কি বল?

শ্যাম। গোল হবার ভয় থাকলে আমি কখনও এ কাজে হাত দিই? ভদ্রলোকের ছেলে—মান-ইজ্জত নেই?

কোহি। তাহ'লে আমি আসছি—একটীবার বাড়ী থেকে ঘুরে!

শ্যাম। বাড়ী থেকে ঘুরে! আবার বাড়ী কেন?

কোহি। বাঃ! দু'দিন চারদিন যদি থাকতে হয়, বাড়ীতে একটা বন্দোবস্ত ক'রে আসতে হবে না? দু'একখানা কাপড়চোপড়ও আনতে হবে ত? না খেয়ে থাকৃতে পারা যায় বরং, এ গরমে স্নান না ক'রে পারবো কি ক'রে? ভাল কথা—বাড়ীর ত এই অবস্থা—ভেঙ্গে-গ'লে প'ড়ছে—কলে জল আসে ত?

শ্যাম। কল নেই—পাতকো আছে!

কোহি। পাতকো?

শ্যাম। জলটাও একটু পচা—তা লক্ষ টাকা রোজগার করতে হ'লে দু'এক দিন একটু অসুবিধে ভোগ ক'রতে হবে বৈকি!

কোহি। যাই হোক—আমি আসছি বাড়ী ঘুরে!

শ্যাম। আচ্ছা—তোমার যেয়ে কাজ কি? তার চেয়ে আমিই গিয়ে

তোমার কাপড়-জামা নিয়ে আসছি! বাড়ীতেও ব'লে দিয়ে আসি যে গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে পা ভেঙ্গে তুমি হাঁসপাতালে গেছ!

কোহি। পা ভাঙ্গুক আমার শত্তুরের! তুমি চ'লে যাবে—আর আমি একা থাকবো এই যক্ষীপুরীতে? এক মিনিটও নয়!

শ্যাম। তবে যাও! মোদ্দা দু'ঘণ্টার ভেতর ফেরা চাই! মেয়ে উঠলে খেতে দিতে হবে—নয় চেঁচিয়ে যদি পাড়া মাথায় করে—

কোহি। চুরি ক'রে আনলে—সেই থেকেই ঘুমুচ্ছে?

শ্যাম। ঘুমুচ্ছে—উঠছে—ক্লোরাফর্ম দিচ্ছি! তা হ'লে তুমি আর দেরী ক'র না—

কোহি। না! [প্রস্থানোদ্যত]

শ্যাম। আর শোন—শোন! ঘুণাক্ষরেও যেন কাউকে কিছু ব'ল না।

কোহি। পাগল আর কি!

[প্রস্থান]

শ্যাম। বেফাঁস বেরিয়ে গেল বেজীর কথাটা মুখ দিয়ে—কোহিনুর কি শেষে—আরে নাঃ—এত কালের ভালবাসা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেজ্ঞীর নূতন বাড়ী

মেধানাথ, ভাস্করদেব—ভাস্করদেবের হাতে একখানি চিঠি।

ভা। এ ত বড় ভয়ানক ব্যাপার ডাক্তার!

মেধা। লক্ষ টাকা আমার নেই—কি করি?

ভা। টাকার জন্য ভাবছিনে—তোমাদের রাণী শুনলেই দিয়ে দেবে!

মেধা। মেয়েটা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে হয়তো, অথচ রাত ১১টার আগে আমাদের ক'রবার কিছু নেই!

ভা। না—করবার আর কি আছে?—এক পুলিশে খবর দেওয়া—তা পুলিশ ত' আর একদিনে মেয়ে খুঁজে বার করতে পারছে না নিশ্চয়ই! আবার—চোরেরা চিঠিতে যা লিখেছে—পুলিশে খবর দিলেই মেয়েকে—রাণী কি এখনও খবর পান নি?

মেধা। একবার খবর নিয়েছিলাম—রাণীর ঘরের দরজা বন্ধ, ঘুম ভাঙ্গেনি!

ভা। দেখ আর একবার! ব্যাঙ্ক থেকে যদি টাকা আনতে হয়—চেক বই যদিও আমার কাছে র'য়েই গেছে—

মেধা। তবু তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে বৈ কি! আমি ধা'র বলেই নেব— [প্রস্থান]

ভা। রাণীর বরাত জোর! মেধানাথ কখনও আমার কাছে একটা পয়সা ধার নেয়নি—রাণীর বেলায় নিতে হ'ল!

[পূর্ণিমার প্রবেশ]

পূ। রাজা !

ভা। বৌদি !

পূ। ফুলকে আর ফিরে পাব কি ?

ভা। বৌদি ! বুঝে দেখুন—ফুলকে তারা সরিয়েছে—টাকার জন্য ! টাকা পেলে তারা মেয়ে দেবে না কেন ? মেয়ে রেখে ত' তাদের অসুবিধে ভিন্ন সুবিধে কিছু নেই ! আপনি ভেতরে যান !

[মেধানাথের প্রবেশ]

মেধা। নাঃ—রাণীকে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না ! ঘরেও নেই—কোথাও নেই !

ভা। দেখ-বস্তিতে ফিরে গেল নাকি !

[রমাইয়ের প্রবেশ]

রমাই। ওহে দরোয়ান ! চিঠিখানা তোমরা কেউ পড় ত। আমার জানালা দিয়ে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে ! দরজা বন্ধ—আমরা সব ঘুমোচ্ছিলাম—

ভা। আবার চিঠি ? পড়তো ডাক্তার !

মেধা। (পড়িয়া) একি—রাজা ! রাজা ! শোন চিঠি !—
'দাদা— রাণীগিরি আমার সইল না ! আমি আমাদের বস্তির খোলার ঘরে ফিরে যাচ্ছি ! তোমরাও এস ! এ বাড়ীর একটী কাণাকড়িও এনো না।'

বেজী।

রমাই। এঁ্যা !

ভা। তাই তো—সত্যি সত্যি—

রমাই। পাগল হ'য়েছে—নিশ্চয় পাগল হ'য়েছে—

মেধা। রমাই বাবু—আপনি বস্তিতে ছুটুন! রাণীকে ফিরিয়ে আনুন! আমিও যেতাম—কিন্তু আমার ঘোরতর বিপদ! কাল রাত্রে আমার মেয়ে চুরি গেছে!

রমাই। চুরি—বল কি? এই সাতমহলা বাড়ী—লোকজন, চাকর, দরোয়ান—তা হবে নাই বা কেন? যে বাড়ীর দরোয়ান গরদ পরে—মোটরগাড়ী চড়ে—সে বাড়ীর মেয়ে চুরি হবে না ত—হবে কোন্ বাড়ীর? মেয়ে চুরি হয়েছে—বেশ ! তা বেশ!

[প্রস্থান]

মেধা। রাণীব এ আবার—নাঃ—বিপদ একা আসে না!

[রমাই ও রাঘবের প্রবেশ]

রমাই। ও ডাক্তার দাদা! আমার শ্বশুর আবার কি বলে শোন!

রাঘব। বলছি, বাবু মশায়েরা! রাণী যদি কোথাও চলে গিয়ে থাকে, যতদিন সে ফিরে না আসছে—তার দাদা বর্ত্তমান রয়েছে, রাণীর টাকাটা সিকেটা—যা যেখানে আছে—তার তদ্‌বির তাগাদা তো—সেই দাদাকেই করতে হয়!

মেধা। তা হয় বৈকি!

রাঘব। তা হ'লে দেখ—রাজবাড়ীর চাবিপত্তর রমাইবল্লভের হাতে দাও! তোমার কাছে, তোমার পরিবারের কাছে পয়সাকড়ি যদি থাকে—

মেধা। তা নেই!

রাঘব। নেই? আচ্ছা, সে খোঁজ পাব এখন! ঐ দবোয়ানজী নাকি ইদানীং রাণীর তরফ থেকে মোটা মোটা খরচ করছেন—ওঁর কাছে যদি কিছু থাকে—

ভা। নগদ নেই কিছু—এই চেক বই আছে!

রাঘব। বেশ—দাও! নাও বাপ্ রমাই বল্লভ চেক বই নাও—

রমাই। এক চেক ভাঙ্গাতে—বেজীকে অত দিন ধরে ব'সে লিখতে শিখতে হ'ল—আমি চেকবই হাতে ক'রে এখন শেলেট পেন্‌সিল নিয়ে লিখতে স্থরু করবো নাকি? বাহবা—বাহবা—বেশ! শ্বশুর বেশ বুদ্ধি দিয়েছ! বেশ!

ভা। আপনার শ্বশুরের বুদ্ধি বেশ হ'ক আর না হ'ক—চেকবই আমি আপনাকে বা আর কাউকে দিতে পারিনে—কারণ এতে সবগুলো চেকে রাণীর নাম সই করা!

রাঘব। সেত ভাল কথাই! রমাই বল্লভের টাকা তুলতে বেগ পেতে হবে না!

ভা। বেগ পেতে হবে না বলেই এ বই আমি রমাইবাবু বা আর কাউকে দেব না!

রাঘব। তার মানে? টাকাটা নিজে গেঁড়া দেবার মতলব? ইংরেজ রাজত্বি নয় ব'লে ভেবেছ বুঝি? এমন নেমকহারাম চোরকেও তোমরা দরোয়ান রেখেছ—রমাই বল্লভ!

রমাই। ঠিক—দরোয়ানজী! তোমার কথাবার্ত্তা তো বেশ!

রাঘব। তুমি চেকবই দেবে কি না দরোয়ান? আমার নাম রাঘব বোয়াল! আমার পাল্লায় গুণ্ডা কত আছে জান? বেজী যখন নেই—তখন টাকা হ'ল বেজীর ভায়ের। তুমি দেবে না—তোমার ঘাড় দেবে!

ভা। বেজী যে নেই—সেইটেই আগে প্রমাণ হোক—তারপর বেজীর টাকা বেজীর ভাই নিক—আর বেজীর ভাইয়ের শ্বশুর নিক—

তাতে আমার থোড়াই এসে যায়! তোমরা বেরোও এখান থেকে—আমাদের অন্য কাজ আছে!

রাঘব। আমরা বেরোব?—আমাদের বাড়ীঘর—আর বেটা—দরোয়ান হ'য়ে তুমি আমাদের বলবে—বেরোও! আমার নাম রাঘব বোয়াল—তা জান?

ভা। ভ্যালা আপদ! যাও তো বাপ রাঘব বোয়াল!—একটু জলে ডুব দাও ত গিয়ে!

(গলাধাক্কা)

রাঘব। (নেপথ্যে) তোকে দেখে নেবো বেটা দরোয়ান! পুলিশ!

[সৈরভীর প্রবেশ]

সৈ। বেশ করেছ বাবু তোমরা! আমার ঐ বাপের হাতে—কি আমার এই বোকা মানুষটার হাতে—খবরদার একটী পয়সাও দিওনা! সে আমাদের কারো ভোগে লাগবে না—সব যাবে ঐ রাঘব বোয়ালের গর্ভে! তুই মিন্‌সে—কেমন আক্কেল তোর? বোনটা বাঁচলো কি মল—তার খোঁজ নেওয়া নেই—আগে এসে বসলি—তার ট্যাকার খোঁজ নিতে?

রমাই। সে—আমি বেজীর খোঁজ এখুনি নিচ্ছি! নেব বৈকি! আর চেকপত্তরের ঝামেলা—লেখাপড়ার কাজ—ও ঐ দরোয়ান যদি করে ত সে বেশ! সেই বেশ!

সৈ। চ—এখুনি বস্তিতে চ— [উভয়ের প্রস্থান]

ভা। যাও ডাক্তার—একবার বস্তিটা তুমিও ঘুরে এস! আমি যেতে পাচ্ছিনে! বোকা মেয়ে উধাও হয়ে সত্যি সত্যি আমায় দরোয়ানীর ফাঁদে ফেলে গেল! ঐ রাঘব বোয়াল কখন কি ফ্যাসাদ বাধায়—আমার উপস্থিত থাকা দরকার!

মেধা। হ্যাঁ—তুমি থাক ভাই! আর—আমি ঘুরে আসতে পেলে বেঁচে যাই! মাথাটা যেন জলছে! [প্রস্থান]

ভা। বৌদিকে দেখে আসি একবার! [প্রস্থান]

[কোহিনুর ও দৌলতরামের প্রবেশ]

কোহি। এই বাড়ী?

দৌ। হ্যাঁ—দেখছো—কত বড়লোক এরা? যদিও আজ, সমঝো কি—টাকা দিয়ে মেয়ে লিয়ে আসে—কতো গোয়েন্দা লাগিয়ে দেবে পাছে—তা জানিস? শ্যামধন ধরা পড়লে—এ সব মামলার সাজা জানিস?

কোহি। কত?

দৌ। দশ বছরের কম নয়!

কোহি। নাঃ—টাকার লোভে শ্যামলের সাথে যোগ দেওয়া এ ব্যাপারে চলে না! তোর কথাই ঠিক!

দৌ। আরে হাঁ—ঠিক! আর দেখ—তোকে নগদ কিছু দিত শ্যামল? কুছুনা! জোর দু'খানা গয়না! আর দেখ—কত বড় লোক আছে এরা—চাই কি দু'চার হাজার তোকে বক্‌শিস্ করতে পারে! আর কতবড় পুণ্যি আছে—তা জানিস্?

কোহি। হ্যাঁ—মস্ত বড় পুণ্যি! নাঃ—তোর কথাই ঠিক! তবে শ্যামলটা গেল আর কি!

দৌলত। আরে দূর—তোর শ্যামল! জানে দেও শালেকো! ঝলমলচাঁদ—

[ভাস্করদেবের প্রবেশ]

ভা। কে তোমরা?

দৌ। আরে শুন বাত! তুমি কোন্ আছ এ বাড়ীতে?

ভা। দরোয়ান!

দৌ। দরোয়ান! বহুৎ আচ্ছা— দেখ—এক বাৎ! কোন খুকী চুরি গিয়েছে এখান থেকে?

ভা। খুকী? হাঁ—হাঁ—

দৌ। আরে হাম জান্‌তা—এস তোমায়—সমঝো কি—

ভা। কোথায়? কোথায়?

দৌ। আও জলদি আও—মেরে সাথ—এই কোহিনুর—চল্‌!

[ভাস্করদেবকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বস্তী

কাল— সন্ধ্যা

রমাই। ও সৈরভী—আমি তো আর পারছিনে!

সৈরভী। একটু বোস এই দাওয়াতে! আমি আঁচল দিয়ে হাওয়া করি! সারাদিন টো টো ক'রে একবার ১৭নং খাল পারের বস্তী—একবার বরানগরের কালুমাঝির আড্ডা—এখানে তিন তিন বার খবর করা—

রমাই। মেয়েটা গেল কোথায়—অ্যাঁ? আমায় যেন ডুবিয়ে গেল একেবারে! যে দরোয়ান রয়েছে, আর যে ডাক্তার—একটা কাণাকড়িও ছুঁতে দেবে না!

সৈরভী। বাবা মন্তর দিয়েছে বুঝি কাণে! ওরা তেমন মানুষ নয়—তুই দেখে নিস্—

রমাই। বড়লোকেরা কখন ভালমানুষ হয়?

সৈরভী। তোর বোনকে যে ত্রিশ লাখ টাকা দিয়েছিল সেও তো বড় মানুষ!

রমাই। সে কথা যাক্—এখন করি কি?

সৈরভী। এই খানেই বসে থাকতে হবে, তার হয়ত দিনের বেলায় বস্তীতে ফিরে আসতে সরমে বেধেছে—রাতের অন্ধকারে আসবে!

রমাই। নিজের বাড়ী—নিজের ঘর, কার ওপর বা রাগ করে—তাও তো বুঝিনে! রাণীগিরি সইল না লিখেছে—এ কথার মানে কি? চোরের ওপর রাগ করে মাটীতে ভাত খাওয়া?

সৈরভী। আমি—জানিস—আমার ক'দিন থেকে মনে হ'চ্ছে—বেজী ওই—বুঝলিনি—ঐ দরোয়ানটাকে—(ইসারা)

রমাই। এঁ্যা—বলিস কি? ওই দরোয়ানটাকে? অ্যাঁ—

সৈরভী। আর সেই দরোয়ানটার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হ'য়ে—রাগের মাথায়—

রমাই। রাগের মাথায়! রাগের মাথায় বাড়ী ছেড়ে গেল! আমি হ'লে, বাড়ীছাড়া ক'রতাম দরোয়ানটাকে—

সৈরভী। তোর যেমন বিদ্যে—তেমনি বুদ্ধি! ভালবাসার মানুষকে বুঝি বাড়ীছাড়া করা যায়! বরং তার চেয়ে নিজে—

রমাই। ও সব ভালবাসা-টাসার ধার ধারিনে, ও বুঝিওনে!

সৈরভী। ভালবাসার ধার ধারিসনে? তবে বিয়ে করলি কেন!

রমাই। বিয়ে! তোকে! এই ক্ষিদে পেলে খেতে দিবি, গরম লাগলে হাওয়া করবি—একটু হাওয়া কর না সৈরভী!

সৈরভী। এ ঘরের চাবি তোর কাছে ছিল না?

রমাই। সেকি আর সঙ্গে আছে নাকি? এ ঘরে আবার ফিরে এসে ঘরকন্না করতে হবে,—কে জানতো?

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। দাদা নাকি?

সৈরভী। এই যে—এই যে—

রমাই। বেজী এয়েছিস্? এ তোর কি পাগলামী বলতো?

বেজী। দোরটা খোল না দাদা—ঘরে গিয়ে বসি!

রমাই। দোর খুলবো—চাবি পাব কোথায় ?

বেজী। চাবিটে আনোনি ?

রমাই। তুই কি বাড়ীঘর ছেড়ে এই বস্তীতে আবার আড্ডা নিবি নাকি ? আমার ও সব পোষাবে না—তা সাফ ব'লে দিচ্ছি !

বেজী। ভাই সৈরভী, তুই নিধিরামদের ঘর থেকে তার দোরের চাবিটা চেয়ে নিয়ে আয় না ! সব দোরেরই তো এক চাবি—খুলে যেতেও পারে !

রমাই। আর তারা যদি জিজ্ঞেস করে—রাজবাড়ী ছেড়ে তোরা আবার খোলার বস্তীতে কেন ? তখন কি জবাব দেবে ?

সৈরভী। সে জবাব আমি যা হয় দোব ! সত্যিই তো—দোরটা খোলা দরকার ! বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা কইব ?

[প্রস্থান]

রমাই। তোর হ'ল কি, বল দেখি বেজী ?

বেজী। নতুন আর কি হবে ! যে কাঙাল ছিলাম—সেই কাঙালই হবো !

রমাই। বলি—দরোয়ানের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়ে থাকে, তাকে বা'র ক'রে দে ! নিজে বাড়ী ছেড়ে চ'লে আসা—

বেজী। (রুদ্ধস্বরে) দাদা—

রমাই। অ্যাঁ—

বেজী। কে ব'ললে তোমায়—দরোয়ানের সঙ্গে ঝগড়ার কথা ?

রমাই। ব'ললে ঐ সৈরভী !

বেজী। খবরদার—দরোয়ানের কথা যদি বারদিগর মুখে আনবে—আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা ক'রবো !

রমাই। না না—তুই চটিসনে ! নেহাৎ বরাতে থাকে যদি—আবার

খোলার ঘরে বসতি ক'রবো! কিন্তু সৈরভীকে খেতে দেওয়ার ভার তোর—এ ভাবে বেরিয়ে আসতে হবে জানলে—বিয়ে করতো কোন চামার!

(নেপথ্যে কোলাহল)

বেজী। ওরা অত গোলমাল করছে কেন?

রমাই। যত চোর বদমায়েসের আড্ডা—আরে ছ্যা ছ্যা—

বেজী। দাদা যে দু'দিন পয়সার মুখ দেখে বড় সাধু ব'নে গেছ! আমরাও একদিন চুরি ক'রেছিলাম—মনে নেই বুঝি?

রমাই। ক'রেছিলাম তো ক'রেছিলাম—বেশ!

বেজী। দাদা!

রমাই। কি?

বেজী। দরোয়ান বাড়ীতে আছে—না—নেই?

রমাই। দরোয়ান থাকবে না কেন? দরোয়ানও আছে, ডাক্তারও আছে, না থাকার ভেতর—নেই কেবল আমরা—যাদের বাড়ী তারা—

বেজী। আর ডাক্তারের মেয়ে ফুল, আর ডাক্তারের বৌ—আমার দিদি? দিদি বোধ হয় খুব কাঁদছে?

রমাই। হুঁ—কাঁদছে—ফিট হ'চ্ছে—

বেজী। অ্যাঁ—ফিট হ'চ্ছে?

রমাই। হ'চ্ছে—তবে সে তোর জন্যে নয়—তার মেয়ে চুরি গেছে সেই জন্যে—

বেজী। মেয়ে চুরি গেছে!

রমাই। কা'ল রেতে তার মেয়ে চুরি গেছে! যাবে না? যে বাড়ীর দরোয়ান গরদ পরে, মোটর চ'ড়ে হাওয়া খায়—

বেজী। ফুল? ফুলকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে? কি ব'ল্‌ছো দাদা?

রমাই। চোরেরা চিঠি লিখে জানিয়েছে যে সন্ধ্যের ভেতর লাখ টাকা তাদের পৌঁছে দেওয়া চাই—নইলে—

বেজী। লাখ টাকা—লাখ টাকা—আর আমি রইলাম পথে পথে? টাকা কোথায় পাবে তারা?

রমাই। তুমি রইলে পথে পথে—ভালই হ'ল! নইলে এতক্ষণ এক লক্ষ টাকা তো তোমার বেরিয়ে গিয়েছিল আর কি!

বেজী। কি বলছো দাদা—ফুলকে যদি তারা মেরে ফেলে—ওমা—

রমাই। মা'রবেই তো ব'লেছে—

বেজী। ওমা—এ আমি কি ক'রলাম! দাদা—দাদা—

রমাই। তুই কাঁদতে লেগে গেলি যে! ফুল তো আর তোর পেটের মেয়ে নয়? আর টাকা যদি দিতেই হয়—চেকবই তো দরোয়ানের কাছেই র'য়েছে!

বেজী। চেকবই—তা রয়েছে—তবে—

রমাই। আবার তবে কি? এক লক্ষ তো অল্প কথা—ফিরে গিয়ে যদি না দেখ যে ত্রিশ লক্ষই কাবার—তা হ'লে বরাত জোর ভা'বতে হবে!

বেজী। চেকবই তাদের কাছেই আছে—ঠিক কথা, সময়মত টাকাটা চোরেদের বাড়ী পৌঁছুলে হয়! তা ওরা র'য়েছে, ডাক্তার দাদা র'য়েছে—ওরা কি আব মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনবে না?

রমাই। আনবে বৈকি! মেয়েতো তাদেরই, তোর তো আর নয়! ওঃ—সৈরভী চাবি আনতে গিয়ে নর্দ্দামায় পড়ে ঠ্যাঙ ভাঙ্গল নাকি? ঘরটা খুলতে পেলে—ঘরে চা, চিনি, জমানো দুধ সব আছে বোধ হয়—একটু চা খাওয়া যেত!

[কোলাহল করিতে করিতে মন্নু ও কতিপয় বস্তীবাসী প্রবেশ করিল]

মন্নু। কখ্খনো ফিরবো না! লাখ টাকা না নিয়ে আর ভিখন শালার আড্ডায় কখ্খনো ফিরবো না। কা'ল সকালে দেখবি শালারা—ঢুক্‌বো—ঝন্ ঝন্ ক'রে টাকা ফেলে দোব, তাড়ীখানার সমস্ত তাড়ী কিনে নোব—তিন দিন ব'সে একা একা গিলবো—কেউ কথা কইতে তখন আসবি তো—ধরবো আর স্রেফ পিনেল কোডে চালান দোব!

[প্রস্থান]

বেজী। দাদা—শুনছো—লাখটাকা—

রমাই। তার আর কি—লাখটাকা শুধু তোরই আছে—তা ত নয়!

বেজী। মন্নু কাল সকালেই লাখটাকা এনে দেবে! যারা ফুলকে চুরি ক'রেছে তারা আজ রাতেই লাখটাকা চেয়েছে—নয়?

রমাই। তাতে আর হ'ল কি!—সৈরভীকে একবার খুঁজবো নাকি? একটু চা না হ'লে—

বেজী। মন্নুকে একদিন তোমার শ্বশুর ওবাড়ীতে দেখতে পেয়েছিল ব'লছিলে না?

রমাই। ব'ল্‌ছিলাম নাকি? হ্যাঁ—ব'লছিলাম বটে!—ও সৈরভী! মাগী বুড়ী—রাতের বেলা চো'খে দেখ্‌তে পা'চ্ছে না—আর কি! দুত্তোর—বৌ-দেরই যদি ঘরের কাজে মন থাকবে, তবে আর কলিকাল ব'লেছে কেন?

বেজী। দাদা! ওঠ—

রমাই। অ্যাঁ? বাড়ী যাবি নাকি? তা—সৈরভী রইল প'ড়ে!

বেজী। দাদা—ওই মন্নুই ফুলকে চুরি ক'রেছে! ওঠ—ওর পেছনে যেতে হবে! আড্ডা দেখতে হবে, পুলিশ নিয়ে ওদের ধ'রতে

হবে! টাকা ওরা দিয়ে থাকে—দিয়েছে—কিন্তু বদমাস ঢিট্ ক'রতে হবে—যারা ফুলকে চুরি ক'রেছে—তাদের ওপর দয়ামায়া নেই!

[রমাইকে টানিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

রমাই। আরে অত দৌড়ুসনি—আমি আবার ক'দিনে একটু মুটিয়ে গেছি! হাতটা ছাড় না তুই! ও সৈরভী—

[উভয়ের প্রস্থান]

[সৈরভীর প্রবেশ]

সৈরভী। অত চেঁচিয়ে ম'রছো কেন? একি—কই এখানে তো ওরা নেই—ও বেজী—বেজী! ওরা কি কলে মুখহাত ধুতে গেল নাকি? যা'ক—আমি ততক্ষণ চা ক'রে ফেলি! সারাদিন কারও খাওয়া হয় নি—দুটো খিচুড়িও চড়িয়ে দিই!

চতুর্থ দৃশ্য

শ্যামলের ভাঙাবাড়ী

শ্যামল বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে

শ্যামল। কোহিনুর সেই যে পালিয়ে গেল—কাপড়জামা নিয়ে আসি ব'লে—এখন ধরিয়ে না দিলে বাঁচি! মনুটাও রাত এগারোটার সময় হেদোর কাছে গিয়ে দাঁড়াবে—তারও খোঁজ নেই! কি যে করি! দশটা বোধ হয় বা'জলো!

ফুল। (গৃহমধ্যে যন্ত্রণার সুরে) মা—ও মা—মা—

(শ্যামল ভিতরে গেল)

[ভাস্করদেবের প্রবেশ]

ভাস্কর। শ্যামল—শ্যামল—

(শ্যামল বাহিরে আসিল)

শ্যামল। কে?—রাজা!

ভাস্কর। চিনতে পেরেছো দেখছি! তোমার এ কি হ'ল শ্যামল?

শ্যামল। আমার?

ভাস্কর। লোক তুমি হয় ত কোন দিনই খুব সাধু ছিলে না! তাতে তেমন ক্ষতি হয়নি—কারণ দুনিয়ার পৌনে ষোলআনা লোকই অল্পবিস্তর অসাধু! কিন্তু তাই ব'লে—চুরি—ডাকাতি—এ সব কি?

শ্যামল। চুরি করার ফলে একজন ত্রিশ লাখ টাকা পেলে—চোখে দেখলাম—তাই—

ভাস্কর। তাই ভাবলে যে চুরি ক'রলে তুমিও কোন দু'চার লাখ টাকা না পাবে! ভাগ্য ব'লে একটা বস্তু আছে—তা তুমি জান না দেখছি!

শ্যামল। আপনি কি ফুলকে নিতে এসেছেন?

ভাস্কর। হ্যাঁ!

শ্যামল। টাকা?

ভাস্কর। টাকা তোমার চাই-ই?

শ্যামল। আমার কিছু নেই—চাকরীটা গেল—

ভাস্কর। ত্রিশ হাজার টাকা তোমায় দিয়েছিলাম—তা কি ক'রলে? উড়িয়ে দিয়েছ? ঐ তোমার কোহিনুরের পেছনে নয় তো? কি—চুপ ক'রে রইলে যে! হেঃ হেঃ হেঃ—অথচ ঐ কোহিনুরই তোমার সন্ধান দিলে আমাকে—

শ্যামল। কোহিনুর?

ভাস্কর। রেগো না! এ যে তার জাতের ধর্ম্ম! তুমি ভদ্রসন্তান—শিক্ষিত—সম্ভ্রান্ত লোক হ'য়ে যদি বন্ধুর মেয়েকে চুরি ক'রে এনে আটকে রাখতে পারো—তবে কোহিনুর নেমকহারামি ক'রবে—সে আর বেশী কথা কি?

শ্যামল। আপনি ফুলকে নিয়ে যান রাজা!

ভাস্কর। টাকা আমার নেই—তা তুমি জান! তবু যদি বাস্তবিকই তোমার একান্ত অনুপায় হয়, তোমায় আমি লাখটাকা দেওয়াব! যা জীবনে কখনো করিনি—ক'রবো বলে ভাবিও নি—ভিক্ষে করে তোমায় লাখ টাকা দেওয়াব।

শ্যামল। ভিক্ষে? রাণীর কাছে?

ভাস্কর। আমি ইচ্ছে ক'রলে তোমায় পুলিশ এনে ধরিয়ে দিতে

পারতাম—কিন্তু—যাক্ সে কথা! তোমায় স্নেহ করি—তুমি আবার মানুষ হও শ্যামল!—ফুল— (ভিতরে গেলেন)

[রাঘবের প্রবেশ ও শ্যামলকে ইসারায় আহ্বান]

রাঘব। আমায় আধাআধি বখরা যদি দাও—এমন হদিশ বাৎলে দোব—রাতারাতি ঐ ত্রিশ লাখ টাকার পনর লাখ তোমার—পনর লাখ আমার!

শ্যামল। হ্যাঁ—তা—তা—

রাঘব। বেইমানি ক'রলে রেহাই পাবে না! আমার নাম রাঘব বোয়াল! স্বীকার?

শ্যামল। হ্যাঁ—তা স্বীকার!

রাঘব! শোন তবে! (পরামর্শ)

ভাস্কর। (বাহিরে আসিয়া) শ্যামল—এখানে গাড়ী পাওয়া যায়?

(রাঘব ভিতরে গেল)

শ্যামল। যার পকেটে রাণীর সই ক'রা চেক র'য়েছে—সে গাড়ী কেন—এরোপ্লেন চাইলেও পেতে পারে!

ভাস্কর। সই করা চেক?

শ্যামল। চেকবইটা আমার চাই রাজা—

ভাস্কর। শ্যামল!

শ্যামল। আমার চাই রাজা! আর—আমি কাল টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে এখানে আটক থাকতে হবে! পাহারা দেবে রাঘব—

(রাঘব বাহিরে আসিল)

ভাস্কর। ওঃ—রাঘব! বুঝেছি! কিন্তু রাণীর চেকবই তোমায় ত আমি দিতে পারি না শ্যামল!

শ্যামল। পার না? পা'রতে হবেই! নইলে গুলি ক'রবো—

(পিস্তল দেখাইল)

ভাস্কর। নাচার! যদি চেকবই নিতে হয় আমায় খুন ক'রেই নাও!

শ্যামল। খুনই করবো! হয় সই করা চেক—নয়—এই ক'রলাম গুলি! এক—দুই—

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। চেক ফেলে দাও দরোয়ানজী!

ভাস্কর। রাণী!

বেজী। চেকবইটা ফেলে দাও! টাকা তোমারও চাই না, আমারও চাই না! শ্যামলের চাই—তাকে নিতে দাও!

ভাস্কর। তার পর?

বেজী। তারপর—আমি যাই বস্তীতে—তুমি যাও—(দীর্ঘশ্বাস)

ভাস্কর। এই নাও শ্যামল! টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নাও গিয়ে! রাণী—ফুলকে নিয়ে মেধানাথের কাছে পৌছে দিন! আমি টাকার জামিন হ'য়ে কাল দুপুর পর্য্যন্ত এখানে থা'কবো!

বেজী। তার চেয়ে আপনি ফুলকে নিয়ে যান—আমি জামিন হ'য়ে এখানে থাকি!

রাঘব। ও শ্যামলবাবু! ও দু'জনই জামিন হ'য়ে এখানে থা'ক, মেয়েও এখানে থা'ক! টাকা ত্রিশ লাখ হাতে আসুক—তারপর মেয়েও যাবে—ওরা দু'জনও যাবে! বলে—সাবধানের মা'র নেই!

বেজী। একি—তালুই মশাইও শ্যামলবাবুর দলে নাকি!

রাঘব। চেকবইটা তখন তোমার দরোয়ান দিলে না ত আমার হাতে—উপ্‌রন্তু আমায় ধ'রে গলাধাক্কা! আমার একটা মান-অপমান নেই?

বেজী। শোন শ্যামল! টাকা ত্রিশ লাখ তোমায় দিলাম আমি, আমার কথায় বিশ্বাস করো! পুলিশ এসে তোমায় হাতে-নাতে ধ'রলেও আমি তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দেবো না! ব'লবো—টাকা আমি খুসি হ'য়ে তোমায় বকশিস্ করেছি!

শ্যামল। তাতো কেউ করে না!

(চেকবই তুলিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল)

রাঘব। কখনো করে না! ওতে দরকার নেই আমাদের! সব আজকের মত থাক বন্ধ হ'য়ে এখানে! তুমি র'য়েছ, আমি রয়েছি—পিস্তল রয়েছে—একটা দরোয়ান আর একটা মেয়েকে আটকাতে পারবো না?

শ্যামল। তা পারবো—তবে—রাজা!

ভাস্কর। রাজা নই—দরোয়ান—

শ্যামল। রাজাই হোন—আর দরোয়ানই হোন—আপনি যদি কথা দেন যে আমার কোন ক্ষতি—

ভাস্কর। কথা দিচ্ছি—ফুলের জীবনের জন্যে! ও এ জায়গায় কা'ল পর্য্যন্ত আটক থাকলে—বাঁচবে না!

শ্যামল। আপনি যান ফুলকে নিয়ে! রাণী এখানে থাকুন!

বেজী। যাও দরোয়ানজী!

ভাস্কর। তবে তাই—(ভিতরে গিয়া ফুলকে লইয়া আসিলেন)
আসি তবে রাণী! [প্রস্থান]

বেজী। 'আসি তবে রাণী' পাথর! পাথর!

রাঘব। তুমি যে দরোয়ানটাকে রাজা—রাজা ক'রছিলে—শ্যামলবাবু—

শ্যামল। বাইরে লোকের আওয়াজ পাচ্ছি না?

[পুলিশ লইয়া রমাইয়ের প্রবেশ]

রমাই। থানা কি সহজে পাই! আর তারা কি সহজে কথা শুনতে চায়! এই—একে ধর একেও আর একি—শ্বশুর—তোমার এই কাজ!

বেজী। আর কাজ নেই দাদা! গোলমাল মিটে গেছে—

রমাই। মিটে গেছে!

বেজী। টাকা ওদের দিয়ে দিয়েছি!

রমাই। দিয়েছিস—ফিরিয়ে নিচ্ছি এখুনি! সেপাই—তালাসী কর—

বেজী। তুমি ভুল ক'রেছ দাদা! টাকা আমি ওদের নিজের ইচ্ছেয় দিয়েছি!

শ্যামল। রাণীজী—

বেজী। পুলিশবাবুরা! মিছেই আমরা আপনাদের কষ্ট দিয়েছি—একটা সামান্য ভুলের জন্যে! আপনারা কিছু মনে করবেন না!

পু-কর্ম্মচারী। মিছেমিছি পুলিশ হায়রান্—কত বড় চার্জ্জ আসতে পারে এতে—জান?

রাঘব। আপনারা এদিকে আসুন না একটিবার—আমি আপনাদের সব বুঝিয়ে বলছি!

[রাঘব ও পুলিশ কর্ম্মচারিগণের প্রস্থান]

রমাই। ফ্যাসাদ বাধালে বেজী! ও শ্বশুর—বুঝিয়ে বল ভাল ক'রে!

[পশ্চাৎ প্রস্থান]

শ্যামল। রাণী—

বেজী। অ্যাঁ—

শ্যামল। আমি বুঝতে পারছি না—কি ক'রে গরীবের মেয়ে হয়েও আপনি—

বেজী। এতোগুলো টাকার মায়া ছেড়ে দিলাম? টাকা দিয়ে কি ক'রবো বাবু?

শ্যামল। টাকা দিয়ে কি ক'রবেন—তার মানে?

বেজী। ত্রিশ লাখ টাকার মালিক হ'য়ে দেখলাম—দুনিয়ায় মানুষের মত মানুষ যে—তার চোখে আমার কদর এক কাণাকড়িও বা'ড়ল না! ও টাকা—গাধার বোঝা—শুধু শুধু কেন ব'য়ে বেড়াই? তুমি নাও—নিয়ে সুখী হও!

শ্যামল। আমি একটু ভাবি!—আপনি যান—বাড়ী যান! এখানে আপনার কষ্ট হবে! আপনি বাড়ী যান—

বেজী। তোমার জামিন?

শ্যামল। ধরিয়ে তো আপনার ভাই দিয়েছিল—আমায় আপনিই ত ছাড়িয়ে দিলেন!

বেজী। আমি কথা দিয়ে ফেলেছি!

শ্যামল। ঠিক—কথার দাম ত্রিশলাখ টাকার চেয়ে বেশী! যান—আপনি বাড়ী যান! আমি একটু ভাবি!

[বেজী চলিয়া গেল—শ্যামল দাঁড়াইয়া রহিল]

পঞ্চম দৃশ্য

বস্তি

সৈরভী

সৈ। চা জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল! খিচুড়ী ঠাণ্ডা বরফ হ'য়ে গেল—যারা খাবে—তাদের দেখা নেই! তারা কি আমাকে ফেলে রাজবাড়ীতে চ'লে গেল নাকি? এই যে—

[রমাইয়ের প্রবেশ]

রমাই। সৈরভী! (কাঁদিয়া ফেলিল)

সৈ। ও কি রে—ও কি—তুই কান্‌ছিস কেন?

রমাই। গেছে!

সৈ। গেছে? কি গেছে?

রমাই। ট্যাকা—বেজী সব দিয়ে দিয়েছে!

সৈ। ও রাম বল! ওরে টাকা গিয়েছে ব'লে তোর এত কান্না? আমি বলি—হাত-পা কিছু ভেঙে গিয়েছে!

রমাই। তা গেলেও ত ব'সে ব'সে খাওয়ার বাধা ছিল না! হাত-পা নিয়ে ক'রবো কি—টাকা যখন নেই?

সৈ। কৈ—বেজী কৈ?

[বেজীর প্রবেশ]

বেজী। এই যে বৌ—আমি এসেছি। দাদাকে বুঝিয়ে বল—টাকাটা বিলিয়ে দিয়ে মস্ত বড় পাপ করিনি আমি!

সৈ। আরে—দূর দূর! অত বড় বাড়ী, অত সব অচেনা চাকর-বাকর—তাতে দঙ্গলে দঙ্গলে নাচওয়ালী (রমাইয়ের দিকে কটাক্ষ) —আমি ত হাঁফিয়ে উঠেছিলাম! আমার মায়ের দু'খানা গয়না আমার কাছে লুকোন' আছে—আমি তাই দিয়ে মুদিখানার দোকান ক'রবো দেখ না! আমি রাঁধবো বাড়বো—তোর দাদা মালপত্তর ব'য়ে আনবে—আর তুই দোকানে ব'সে বেচবি! দূর—দূর—অত টাকা দিয়ে দরকারটা কি আমাদের?

রমাই। তা যদি দরকার না থাকে—নেই, এখন ক্ষিদে পেয়েছে—কি খাই বল দেখি? সারাদিন ত—

সৈরভী। আগে চা খাবি—না আগে খিচুড়ি খাবি?

রমাই। আগে চা—না আগে খিচুড়ী? আগে খিচুড়ী—না আগে চা? আমি দু'টোই আগে খাবো!

সৈরভী। ব'স—ঠাণ্ডা হ'! আমি চা নিয়ে আসছি! [প্রস্থান।

বেজী। দাদা—বড় কষ্ট হ'য়েছে তোমার—না? টাকাগুলো গিয়ে?

রমাই। আরে দূব! টাকাব জন্যে আবার কষ্ট! তবে কি জানিস্ এই টাকা না থাকলে পান্তোভাত চুরি করতে হয়—চুরি ক'রলেই মার খেতে হয়—

[সৈরভীর প্রবেশ]

বেজী। বাঃ রে! বৌ ত কাজের লোক আছিস! বাস্তবিক সারাদিনের পরে চা-টি পেয়ে—

[ভাস্করের প্রবেশ]

ভাস্কর। সারাদিন পরে আমিও একটু চা খাবো রাণীজী!

রমাই। দরোয়ান!

বেজী। [উঠিয়া] দরোয়ানজী!

ভাস্কর। ফুলকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম শ্যামলের আড্ডায়! সেখান থেকে আসছি!

বেজী। শ্যামলের আড্ডায় আবার কেন? এখানেই বা কেন?

ভাস্কর। একটু চা খাবো ব'লে! কম প'ড়বে নাকি? প'ড়লেও—এই যে এই পেয়ালাটা বড় আছে—রাণী আর দরোয়ান ভাগ ক'রে নিলেও কুলিয়ে যাবে!

বেজী। (রুদ্ধস্বরে) রাজা! রাজা!

ভাস্কর। রাজা নই—দরোয়ান! দরোয়ানের মাইনে না দিয়ে পালিয়ে এলে—দরোয়ান ছাড়বে কেন?

[পূর্ণিমা ও মেধানাথের প্রবেশ]

মেধা। তা যদি বল রাজা—আমি ন্যায্য কথা কইব—রাণী-সাজার দরুণ বেজীরও ঢের মজুরী পাওনা তোমার কাছে!

ভাস্কর। তোমরাও এত বাত্তিরে? চা কিন্তু আর নেই!

(ত্রস্তে বেজীর হাত হইতে পেয়ালা লইয়া চুমুক দিলেন)

পূর্ণিমা। রাণীর চা রাজা, এবং রাজার চা রাণী সারা জীবন ধ'রে পান ক'রতে থাকুন—তাতে আমরা কেউ চো'খ দেব না! আমরা দেখি—বৌভাতটার আয়োজন—

[মন্নুর প্রবেশ]

মন্নু। বৌভাত যখন দিচ্ছ—এই নাও—বৌয়ের মুখ-দেখা ব'লে ধম্মোবাপ পাঠিয়েছে—তোমাদের চেকবই ফেরৎ! কী যে তার মতিগতি হ'ল—পিনেল কোডের ভয় যখন ছিলই না—

রমাই। ও সৈরভী—এ সব ত বেশ!

যবনিকা